Contents

দশম বর্ষ

দশম-একাদশ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

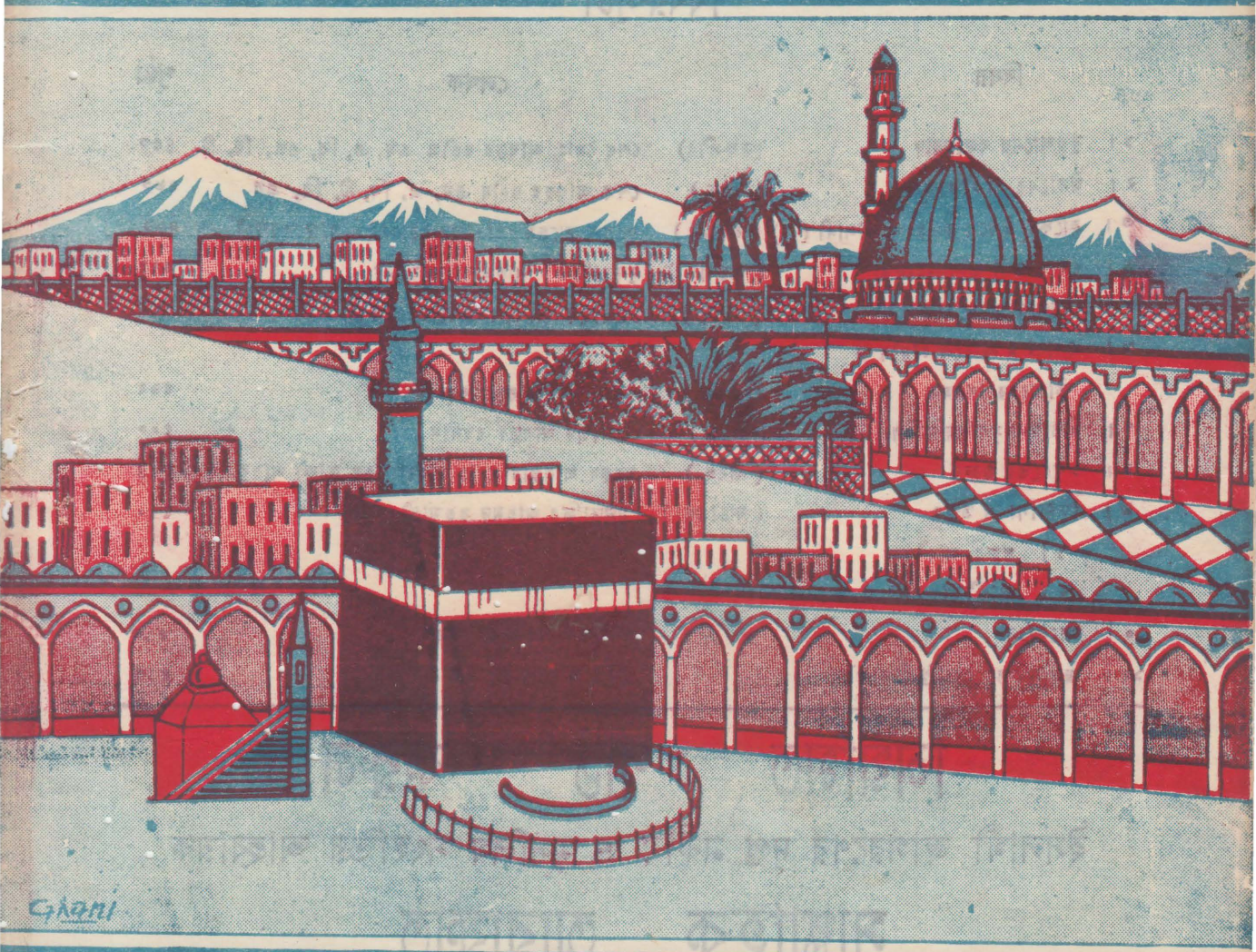

যুগ্ম সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য এক টাকা

বার্ষিক মূল্য সডাঃ ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

দশম বর্ষ—দশম-একাদশ সংখ্যা

কার্তিক-অগ্রহায়ণ—১৩৬৯ বাং নবেম্বর—১৯৬২ ইং

জমাদিউস্‌সানি ও রজবুলমুরাজ্জব—১৩৮২ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআনের বঙ্গানুবাদ	(তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	৪৫৩
২। ঈমানের হাকীকাত	(প্রবন্ধ)	শেখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, টি, বি, এল	৪৬৩
৩। হাফেয ইবনে হজর আস্কালানী (রঃ)	(জীবনী)	আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন বাসুদেবপুরী	৪৬৯
৪। মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৪৭৭
৫। এছলামী কাল্‌চার	(প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ছিদ্দিকী	৪৮৯
৬। ওলামা-ই আহলে হাদীস ও তাঁহাদের খিদমত	(প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৪৯২
৭। বীরাঙ্গনা মুসলিম মহিলা	(প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৫০০
৮। নবুওতের গুরুত্ব	(প্রবন্ধ)	মরহুম আমল্লামা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শী	৫০৪
৯। জিজ্ঞাসা ও উত্তর ১। গরুর আকীকা ২। আকীকার সময়	(ফতাওয়া)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৫১০
১০। আলোচনা		মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৫১৩
১২। জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার		মোঃ আবদুল হক হক্কানী	৫১৭

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৬ষ্ঠ বর্ষ শুরু হইয়াছে

সম্পাদকঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ বি, টি

বার্ষিক চাঁদাঃ ৬·৫০ ষান্মাষিক ঃ ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজারঃ সাপ্তাহিক আরাফাত ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

দশম বর্ষ	নবেম্বর, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ, জমাদিউস্‌সানি, ১৩৮২ হিঃ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বংগাব্দ	১০ম ও ১১শ সংখ্যা

প্রকাশ মহল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি এল বি, টি,

بسم الله الرحمن الرحيم

١١٦ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه
بل له ما في السموت والارض كل له
قانتون .

১১৬। আর তাহারা বলিল, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।"[১২৭] [হে নবী, এই সম্পর্কে] তাঁহার পবিত্রতা [ঘোষণা করুন]। বরং আসমানে ও যমীনে যাহা আছে তাহারই মালিক তিনি—প্রত্যেকেই তাঁহার অনুগত।

১২৭। য়াহুদীগণ বলিত যে, হযরত 'উযাইর আঃ আল্লার পুত্র ছিলেন; খৃষ্টানগণ বলিত যে, হযরত 'ঈসা আঃ আল্লার পুত্র ছিলেন এবং মক্কার মুশরিকগণ বলিত যে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান। এই আয়াতে তাহাদের কঠোর প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١١٧ بديع السموات والارض، واذا قضى
امرا فانما يقول له كن فيكون .

১১৭। [তিনি] অভিনব আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। আর তিনি যখন কোন ব্যাপারের চূড়ান্ত ইচ্ছা করেন তখন তিনি উহার উদ্দেশ্যে মনন করেন,—সংঘটিত হও,—ফলে, উহা ঘটিয়া উঠে।

١١٨ وقال الذين لايعلمون لولا يكلمنا
الله او تاتينا اية، كذلك قال الذين من
قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد
بينا الايت لقوم يوقنون

১১৮। যাহারা (পয়গম্বরীর স্বরূপ) জানে-না তাহারা বলিল, "আমাদের সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেন না কেন অথবা আমদের নিকটে কোন নিদর্শন আসে না কেন?" ইহাদের পূর্বে যাহারা (এইরূপ অজ্ঞ) ছিল তাহারাও এই ভাবেই ইহাদের উক্তির অনুরূপ উক্তি করিত। ইহাদের অন্তর ও উহাদের অন্তর একই রকম হইয়াছে। যে সম্প্রদায় প্রত্যয় করে তাহাদের উদ্দেশ্যে আমি নিদর্শনগুলি বিবৃত করিয়া দিয়াছি।[১২৯]

১২৯। যাহারা হযরত মুহাম্মাদ সঃ—র পয়গম্বরী বিশ্বাস করিত না তাহাদের দুইটি আপত্তির কথা এই আয়াতে বলা হইয়াছে। **প্রথম আপত্তি**—তাহারা নবী সঃ কে বলিত, "আপনি বলিয়া থাকেন যে, আল্লাহ ত'আলা ফিরিশতাদের সঙ্গে কথা বলেন, পয়গম্বরদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আপনার নিকটেও অহ্ঈ পাঠাইয়া থাকেন। তবে, তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? তিনি যদি স্বয়ং আমাদিগকে বলেন যে, আপনি তাঁহার পয়গম্বর তবে আমরা আপনার পয়গম্বরী নিশ্চয় বিশ্বাস করিব। **দ্বিতীয় আপত্তি**—তাহারা বলিত, "কোন নিদর্শন সোজাসুজি আমাদের নিকট আসে না কেন? যদি কোন নিদর্শন সরাসরি আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় ঈমান আনিতাম।"

তাহাদের প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই:—মানুষের মধ্যে যিনি পয়গম্বর হইয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহারই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অহ্ঈ যোগে কথা বলিয়াছেন। কাজেই অবিশ্বাসীদের প্রথম আপত্তির তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে পয়গম্বর করেন না কেন? তারপর তাহাদের ঐ আপত্তি পূর্ণ করা হইলে তাহারাই তো পয়গম্বর হইয়া যায়। সেক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে হযরত মুহম্মদ সঃ—র পয়গম্বরী বিশ্বাসের কোন প্রশ্নই থাকে না। হযরত মুহম্মদ সঃ—র পয়গম্বরী বিশ্বাস করিবার জন্য তাহারা যে শর্ত আরোপ করিল সেই শর্ত পূর্ণ করা হইলে তাঁহার প[illegible] বিশ্বাস করার প্রশ্নই থাকিতে পারেনা। এই প্রকার অন্যায় অসঙ্গত প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া নিরর্থক বলিয়া তাহাদের এই আপত্তির কোন জওয়াব দেওয়া হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা যদি তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া দিতেন যে, হযরত মুহম্মদ সঃ তাঁহার রসুল, তবে তাহারা আবার প্রশ্ন করিত যে, ঐ কথা আল্লাহই যে বলিলেন তাহার প্রমাণ কী? বস্তুতঃ, যাহারা সন্দিগ্ধচিত্ত—যাহাদের অন্তর বিশ্বাসের জন্য প্রস্তুত নয় তাহাদের সন্দেহ শত প্রমাণেও বিদূরিত হইবার নহে।

www.ahlehadeethbd.org

١١٩ انا ارسلنك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسئل عن اصحب الجحيم ٥

১১৯। (হে নবী,) নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যসহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করিয়া পাঠাইয়াছি আর আপনি জহীম—নরকের অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবেন না।[১৩০]

١٢٠ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصرى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير ٥

১২০ [হে নবী,] আপনি যে পর্যন্ত য়াহূদী ও খৃষ্টানদের ধর্ম অনুসরণ না করিবেন সে পর্যন্ত আপনার প্রতি না য়াহূদীগণ প্রসন্ন হইবে আর না খৃষ্টানগণ [প্রসন্ন হইবে]।[১৩১] আপনি [লোকদেরে] বলিয়া দিন, "নিশ্চয় আল্লার প্রদর্শিত পথই একমাত্র খাঁটি পথ।" আর [হে নবী,] আপনার নিকটে প্রকৃত জ্ঞান আসিবার পরে আপনি যদি তাহাদের খেয়ালের অনুসরণ করেন তাহাহইলে আল্লাহ [র কবল] হইতে [রক্ষা

তৃতীয়তঃ- তাহাদের ঐ ফরমাইশ পূর্ণ করিবার ফলে তাহারা যদি একান্তই ঈমান আনিত তবে সে ঈমান তাহাদের ইচ্ছাকৃত—ইখতিয়ারী ঈমান হইত না সে ঈমান হইত বাধ্যতামূলক ও যবরদস্তি ঘাড়ে চাপান ঈমান। তারপর, শরা'আতে কেবলমাত্র ইচ্ছাকৃত ইখতিয়ারী সৎকার্যের প্রতিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের ঐ ঈমান নিরর্থক প্রতিপন্ন হইত। কাজেই ঐ ফরমাইশ পূর্ণ করার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

তাহাদের দ্বিতীয় আপত্তির জওয়াব আয়াতের শেষভাগে দেওয়া হইয়াছে। তাহা এই—তাহাদের নিকটে বহু নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কিছুতেই ঈমান আনে নাই। বস্তুতঃ কুরআন মজীদের এক একটি আয়াত হযরত মুহম্মদ সঃ—র পয়গম্বরী সম্পর্কে এক একটি প্রমাণবিশেষ। তবুও তাহারা প্রমাণ দেখিতে চায়। নিজেদের হঠকারিতা ও একগুয়েমির কারণে তাহারা ন্যায় ও সত্যকে অবিশ্বাস করিয়া বসে। কিন্তু যে সকল লোকের অন্তর হঠকারিতা ও একগুয়েমি হইতে পবিত্র তাহারা কুরআন মজীদের এই আয়াতগুলির উপরই নির্ভর করিয়া হযরত মুহম্মদ সঃ—র পয়গম্বরী বিশ্বাস করিয়াছে।

১৩০ কাফিরদের কুফর ও মুশরিকদের শিরকের জন্য নবী সঃ—কে কোন প্রকারেই দায়ী করা হইবে না। আল্লাহ তা'আলার হুকম কেবলমাত্র পৌছাইয়া দেওয়াই তাঁহার কর্তব্য। এই প্রকার ভাব-প্রকাশক বহু আয়াত কুরআন মজীদে পাওয়া যায়।

আয়াতের শেষ অংশের অপর পাঠ এইরূপ—

ولا تسئل عن اصحب الجحيم

তখন তরজমা হবে "আর আপনি জহীম—দোযখবাসীদের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না"। অর্থাৎ তাহাদের শাস্তি এতই কঠোর হইবে যে, ভাষায় উহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা এক দুরূহ ব্যাপার।

১৩১ বাক্যটির তাৎপর্য এই;—য়াহুদীগণ এতই একগুঁয়ে যে, আপনি যে পর্যন্ত ইসলাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিবার মত] কোন মুরব্বীও আপনি পাইবেন না এবং কোন সহায়ও পাইবেন না।[১৩২]

الذين اتيناهم الكتب يتلونه حق ١٢١
تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر
به فاولئك هم الخسرون

১২১ যাহাদিগকে আমি 'আলকিতাব' দিয়াছি তাহারা উহা যথাযোগ্য পাঠ করিয়া থাকে। তাহারাই উহার প্রতি ঈমান রাখে। আর যাহারা উহা অবিশ্বাস করে তাহারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত[১৩৩]।

يبني اسرئيل اذكروا نعمتي ١٢٢
التي انعمت عليكم وانى فضلتكم على
العلمين

১২২ ওহে ইসরাঈল-সন্তানগণ, আমি তোমাদিগকে যে আরাম-আয়েশ দান করিয়াছিলাম সেই আরাম-আয়েশের কথা এবং আমি যে তোমাদিগকে জগদ্বাসীর উপরে [এক কালে] মর্যাদা দান করিয়াছিলাম সেই বিষয় [আর একবার] স্মরণ কর।[১৩৪]

ত্যাগ করিয়া তাহাদের ধর্ম অবলম্বন না করিবেন সে পর্যন্ত তাহারা আপনার চরম শত্রুতা করিতেই থাকিবে। সেইরূপ, খৃষ্টানগণও এতই জেদী যে, আপনি যে পর্যন্ত ইসলাম ত্যাগ করিয়া তাহাদের ধর্ম গ্রহণ না করিবেন, সে পর্যন্ত তাহারাও আপনার চরম শত্রুতা করিতে থাকিবে। য়াহুদী বা খৃষ্টান কোন জাতিই আপনার সাথে আপোষ সমঝোতা করিতে প্রস্তুত নয়।

১৩২ এখানে নবী সঃ-কে যে সতর্কবাণী শোনান হইয়াছে তাহা নবী সঃ-র মাধ্যমে যাবতীয় মুমিনদেরে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে।

১৩৩ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরকারদের দুইটি মত দেখা যায়।

প্রথম মত ঃ—পূর্বের আয়াতগুলিতে য়াহুদী ও খৃষ্টানদের যে বিবরণ রহিয়াছে তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য الكتب র তাৎপর্য হইবে তওরাৎ ও ইন্‌জীল এবং الذين اتيناهم الكتب র তাৎপর্য হইবে য়াহুদী ও খৃষ্টান 'আলিম। তখন আয়াতের ব্যাখ্যা হইবে এইরূপ, কোন কোন য়াহুদী ও খৃষ্টান 'আলিম যথাক্রমে তওরাৎ ও ইন্‌জীল গ্রন্থ যথাযোগ্য পাঠ করিয়া থাকে। ফলে, তাহারা নিজ নিজ গ্রন্থের মধ্যে হযরত মহম্মদ সঃ-র পয়গম্বরী সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনে এবং য়াহুদী ও খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় মত — এখানে الكتب র তাৎপর্য কুরআন মজীদ এবং الذين اتيناهم الكتب র তাৎপর্য মুমিন মুসলিম। পূর্বের আয়াতগুলিতে য়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিবরণ দিবার পরে এই আয়াতে মুমিন-মুসলিমদের একটি বৈশিষ্টের উল্লেখ করিয়া য়াহুদী-খৃষ্টানের মধ্যে ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য দেখান হইয়াছে। পূর্বের আয়াতগুলিতে বলা হইয়াছে যে, য়াহুদী ও খৃষ্টানগণ তাহাদের কিতাব যথাযোগ্য পাঠ করে না। ফলে তাহারা অজ্ঞ, মূর্খ লোকের ন্যায় অসঙ্গত, উদ্ভট উক্তি করিয়া থাকে এবং ভিত্তিহীন অলীক আশা আকাংখার পিছনে ধাবিত হইয়া থাকে। আর এই আয়তে বলা হইয়াছে যে, মুমিন মুসলিমগণ গভীর মনোনিবেশ সহকারে আল্লার কিতাব পাঠ করিয়া থাকে। ফলে, তাহারা আল্লার কিতাবের প্রতি যথাযোগ্য ঈমান রাখে। আয়াতের শেষভাগে দুনিয়ার তামাম লোকের উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণী ঘোষণা করা হইয়াছে—"যে কেহই কুরআনকে অবিশ্বাস করিবে সেই প্রকৃত পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত।"

১৩৪ এই সূরার ৪৭ নং আয়াতটি এবং এই আয়াতটি হুবহু এক। ৪৭নং আয়াতটি ভূমিকা স্বরূপ আনিবার পরে

www.ahlehadeethbd.org

١٢٣ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن
نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

১২৩ আর ঐ দিবসটিতে আত্মরক্ষা [-র ব্যবস্থা] কর যে দিবসে কোন [মনুষ্য] প্রাণের পক্ষ হইতে কিছুই শোধ দিবে না, তাহার পক্ষ হইতে কোন বিনিময় কবুল করা হইবে না, কোন প্রকার সুপারিশ তাহার উপকারে আসিবে না এবং তাহাদিগকে সাহায্যও করা হইবে না।[১৩৫]

١٢٤ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ
وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

১২৪ আর [হে নবী, স্মরণ করুন,] যে সময়ে ইবরাহীমের রব্ব ইবরাহীমকে কয়েকটি কথাযোগে[১৩৬] পরীক্ষা করেন[১৩৭] এবং তিনি সেইগুলি পূর্ণ [রূপে পালন] করেন তখন তিনি বলেন, "[হে ইবরাহীম,] নিশ্চয় আমি আপনাকে মানব কুলের অনুসরণীয় (ইমাম) করিব।" তিনি, বলেন, [হে আমার রব্ব,] আর আমার বংশধর হইতেও।" তিনি বলেন, "আমার দায়িত্বভার কাফিরদের নাগালে আসে না।"

আল্লাহ তা'আলা উহার বিস্তারিত বিবরণ—ইসরাঈল-সন্তানদের প্রতি তাঁহার প্রদত্ত নে'মতগুলি বর্ণনা করেন, এবং সেই প্রসঙ্গে ইসরাঈল-সন্তানদের অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি অসঙ্গত আচরণের উল্লেখ করেন। অবশেষে ১২২ নং আয়াতে উপসংহার স্বরূপ ঐ কথাই পুনরায় বলা হইয়াছে। অন্য কথায়, ৪৭নং আয়াতে প্রতিপাদ্য হিসাবে উহা উল্লিখিত হইয়াছে। তারপর প্রমাণস্বরূপ ঘটনাবলী উপস্থাপিত করিবার পরে প্রতিপাদিত ও প্রমাণসিদ্ধ বিষয় হিসাবে উহার পুনরুক্তি করা হইল ১২২ নং আয়াতে।

১৩৫। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই সুরার ৪৮ নং আয়াতের নিম্নে ৩৭। নং নোটে দেখুন।

১৩৬। "কয়েকটি কথা যোগে"—ইহার তাৎপর্য কতিপয় আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা দ্বারা। তারপর ঐ আদেশ ও নিষেধজ্ঞার স্বরূপ সম্বন্ধে তফসীরকারগণ বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করেন।

كلمات র বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রথম মত—কুলকুচা করা, নাকের ভিতরে পানি প্রবেশ করাইয়া নাক পরিষ্কার করা, মাথার মধ্যভাগে সিঁথি কাটিয়া চুল দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখা, গোঁফ ছাটা, মিসওয়াক করা, তলপেটের নিম্নস্থ চুল কামান, বগলের চুল উপড়াইয়া ফেলা, নখ কাটা, পানিযোগে ইস্‌তিন্‌জা করা ও নিজের খাত্না করা।

দ্বিতীয় মত—কুরআন মজীদের সুরা التوبة র ১১২ নং আয়াতে বর্ণিত দশটি বিষয়, المؤمنون র প্রথম এগারটি আয়াতে বর্ণিত দশটি বিষয়, সুরা الأحزاب র ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত দশটি বিষয় ও সুরা المعارج র ২২ নং আয়াত হইতে ৩৫ নং পর্যন্ত আয়াতগুলিতে বর্ণিত দশটি বিষয়—মোট এক চল্লিশটি বিষয়।

তৃতীয় মত—হজ্জে অনুসৃত কার্যাবলী। যথা, ইহ্‌রাম, কা'বা গৃহের তওয়াফ, সাফা মারওয়ার মধ্যে গমন আগমন, মিনা প্রান্তরে কঙ্কর নিক্ষেপ ইত্যাদি।

চতুর্থ মত—নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যের উদয় অস্ত, বার্ধক্যে খাতনা করার আদেশ, নিজ সন্তান যবহ্‌ করার আদেশ, দেশত্যাগ, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

পঞ্চম মত—নিজ পিতার সামনে, নিজ জাতির

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ١٢٥

وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا

إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ

لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

১২৫ আরও [স্মরণ করুন,] যে সময়ে আমি গৃহটিকে লোকদের জন্য প্রত্যাগমনস্থল ও নিরাপত্তাময় করিলাম,[১৩৮] এবং [আমি বলিলাম] "তোমরা ইবরাহীমের মকামকে নমাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর।[১৩৯] এবং আমি ইবরাহীমকে ও ইসমা'ঈলকে বিশেষভাবে আদেশ করিলাম, "তওয়াফকারী, একনিষ্ঠভাবে আল্লার 'ইবাদতকারী ও রুকূ'—সিজদা [যোগে নমায সম্পাদনকারীদের উদ্দেশ্যে তোমরা দুইজন আমার গৃহটিকে পবিত্রভাবে নির্মাণ কর।[১৪০]

সামনে ও রাজা নমরূদের সামনে তওহীদ সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপিত করা, একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদত করা, যকাত দেওয়া সওম পালন করা, মেহমানদারী করা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ মত—সর্ববিষয়ে আল্লার হুকমের সামনে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা।

১৩৭ আহলে সুন্নত ওয়াল জমা'আতের আকীদা এই যে, অনন্তকাল পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিবে সে সবেরই প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা অনাদিকাল হইতেই রাখেন। কাজেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কাহাকেও পরীক্ষা করিয়া ফলাফল জানিবার কোন প্রশ্নই উঠেনা। ইবরাহীম আঃ-কে যে সকল আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা করা হইয়াছিল তাহা পরীক্ষার আকারে প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়া এখানে 'পরীক্ষা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩৮ এখানে البيت গৃহটি বলিয়া সমগ্র হরম এলাকা বুঝান হইয়াছে। "প্রত্যাগমনস্থল"—অর্থাৎ হজ্জ ও 'উমরা উপলক্ষে লোক এখানে অনবরত আসিতে থাকিবে।

"নিরাপত্তাময়" হরম এলাকার বাহিরে কোন লোক কোন অন্যায় কার্য করিবার পরে সে যদি হরম এলাকায় প্রবেশ করে তবে সেখানে তাহাকে হত্যা করা বা আঘাত করা নিষিদ্ধ। হাঁ, হরম এলাকার মধ্যে যদি কেহ আক্রমণ করিয়া বসে তবে আত্মরক্ষার্থ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বিধেয় হইবে।

জীবজন্তুকেও এই নিয়ম পালন করিতে দেখা যায়। কোন জীবজন্তু হরম এলাকার বাহিরে অপর জীবজন্তুকে ধরিয়া খাইবার উদ্দেশ্যে তাড়া করিতে করিতে আক্রান্ত জন্তুটি যদি হরম এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে তবে আক্রমণকারী জন্তুটি আক্রমণ হইতে বিরত হয়।

১৩৯ "মকাম-ইবরাহীম"—এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ মত এই, যে পাথরটির উপরে দাঁড়াইয়া হযরত ইবরাহীম আঃ কা'বাগৃহের গাঁথনী-কার্য সম্পাদন করেন সেই পাথরটিই মকাম ইবরাহীম। অনন্তর ঐ পাথরটি বর্তমানে যেখানে স্থাপিত রহিয়াছে সেস্থানটি মকাম ইবরাহীম নামে পরিচিত। কা'বাগৃহের তওয়াফ সমাপ্ত করিবার পরে মকাম ইবরাহীমের যথাসম্ভব নিকটবর্তী কোনও স্থানে দুই রাক'আত নমায পড়িতে হয়।

১৪০ "আমার গৃহটিকে পবিত্রভাবে নির্মাণ কর"—ইহার তাৎপর্য এই যে, তাক্ওয়া, খুলুস ও আন্তরিকতার সহিত ইহার নির্মাণ কার্য সমাধা কর।

এই আয়াত-অংশের আরও দুই প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়। (১) গৃহটির নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইবার পরে ইহাকে ময়লা, আবর্জনা প্রভৃতি হইতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিও এবং এখানে কোন প্রকার শিরক, মূর্তি-পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইতে দিওনা। (২) গৃহটি সম্বন্ধে ঘোষণা কর যে, এই গৃহটিকে কেবল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٢٦ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا آمِنًا
وَّارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ
قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۚ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ

১২৬। আবার [স্মরণ করুন,] যে সময়ে ইবরাহীম বলিয়াছিলেন, "হে আমার রব্ব, ইহাকে একটি নিরাপদ শহরে পরিণত করুন, এবং ইহার অধিবাসীদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লার প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখিবে তাহাদিগকে বিভিন্ন ফল খাদ্যরূপে দান করুন।" তিনি বলিলেন, "আর যে কেহ অবিশ্বাস করিবে তাহাকেও আমি কিছু কিছু উপভোগ করাইব। অতঃপর [আখিরাতে] আমি তাহাকে আগুনের শাস্তিভোগে বাধ্য করিব আর ঐ পরিণতি কত জঘণ্য।

١٢٧ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ۚ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

১২৭। আর (স্মরণ করুন,) যে সময়ে ইবরাহীম গৃহটির ভিত্তি উত্থিত করিতেছিলেন এবং ইসমা'ঈল (সহযোগিতা করিতেছিলেন)। (গৃহনির্মাণশেষে তাঁহারা বলিলেন,) "হে আমাদের রব্ব, আমাদের পক্ষ হইতে (ত্রুটিপূর্ণ এই প্রচেষ্টা) কবূল করুন। নিশ্চয় আপনি (আমাদের প্রার্থনা) অত্যন্ত উত্তমরূপে শ্রবণকারী, (আমাদের নিয়্যৎ) অত্যন্ত সঠিকভাবে পরিজ্ঞাত।

١٢٨ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۠ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا

১২৮। হে আমাদের রব্ব] আর আমাদের দুইজনকে আপনার (আদেশের) প্রতি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী রাখুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য হইতে একটি দলকে আপনার (আদেশের)

মাত্র তওয়াফকারী, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহতা'আলার 'ইবাদতকারী ও নামাযীদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হইল। তাহারা ব্যতীত অপর কেহ এই গৃহের নিকটবর্তী হইবার হকদার ও যোগ্য নয়।

১৪২ হযরত ইবরাহীম আঃ ইতিপূর্বে নিজ বংশধরদের জন্য 'ইমামত' প্রার্থনা করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবলমাত্র মুমিনদের ইমামত নির্দিষ্ট করেন। এই কারণে ইবরাহীম আঃ মুমিন-কাফির সকলকে ফলাদি আহার্য দানের জন্য প্রার্থনা না করিয়া কেবলমাত্র মুমিনদিগকে আহার্যরূপে ফলাদি দান করিবার জন্য আল্লাহ-তা'আলার দরবারে প্রার্থনা জানান। ইবরাহীম আঃ-এর প্রার্থনাটিও আল্লাহতা'আলা সংশোধন করিয়া দিয়া বলেন যে, দুন্‌য়াতে আহার্য পাওয়া ব্যাপারে মুমিন ও কাফির সকলেই সমান। মুমিন কাফির নির্বিশেষে সকলকেই আহার যোগাইবার দায়িত্ব আল্লাহ-তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। (সূরা হুদ, আয়াত ৬)।

www.ahlehadeethbd.org

وَتُبْ عَلَيْنَا، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী করুন;[১৪৩] আমাদিগকে আমাদের (করণীয়) হজ্জ অনুষ্ঠানসমূহ প্রত্যক্ষ শিক্ষা দিন[১৪৪] এবং আমাদের প্রতি (ক্ষমাসহকারে) প্রত্যাবর্তন করুন। নিশ্চয় আপনি (ক্ষমা সহকারে) অত্যন্ত প্রত্যাবর্তনকারী, অত্যন্ত দয়ালু।

١٢٩ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ، اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ •

১২৯। হে আমাদের রব্ব, আর তাহাদের জন্য তাহাদের একজনকে রসূল মনোনীত করিবেন।[১৪৫] তিনি তাহাদিগকে আপনার আয়াতগুলি পাঠ করিয়া শুনাইবেন; কিতাব ও হিকমৎ শিক্ষা দিবেন[১৪৬] এবং তাহাদিগকে (মানসিক ও চারিত্রিক দোষত্রুটি হইতে) পরিশুদ্ধ করিবেন।[১৪৭] নিশ্চয় আপনি প্রবল ক্ষমতাশালী, পরম সুবিবেচক।

---

১৪৩ তফসীরকার القفال (আল-কাফফাল) বলেন যে, হযরত ইসমা'ঈল আঃ—র বংশধর মধ্যে প্রত্যেক যুগে এমন এক দল লোক বরাবরই ছিলেন যাঁহারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত করিতেন এবং তাঁহার সহিত শিরক করিতেন না। তিনি আরও বলেন যে, হযরত মুহম্মদ সঃ—র ইসলাম প্রচারের অব্যবহিত পূর্ব যুগে কয়স বিনে সা'য়েদ, উমর বিনে যরব, হযরতের দাদা আবদুল মুত্তালেব প্রমুখ এক দল লোক এমন ছিলেন যাঁহারা আল্লাহ তা'আলার তওহীদে ঈমান রাখিতেন, আখিরাতের প্রতি এবং আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি ঈমান রাখিতেন, মূর্তিপূজা করিতেন না এবং মৃত প্রাণী ভক্ষণ করিতেন না।

১৪৪ বিখ্যাত তাবে'ঈ হাসান বসরী রহঃ বলেন যে, হযরত ইবরাহীম আঃ—র এই প্রার্থনার ফলে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আঃ—কে প্রেরণ করেন। অনন্তর তিনি হযরত ইবরাহীম আঃ—কে হজ্জে পালনীয় অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেন।

১৪৫ হযরত ইবরাহীম আঃ ও হযরত ইসমা'ঈল আঃ তাঁহাদের বংশধরদের মধ্য হইতে একজনকে পয়গম্বর করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেন। তাঁহাদের এই দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন এবং তদনুযায়ী তিনি হযরত মুহম্মদ সঃ—কে পয়গম্বরী দান করেন।

১৪৬ আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ ও কিতাব উভয়েরই তাৎপর্য কুরআন মজীদ। কাজেই "আয়াতগুলি পাঠ" এর অর্থ "কুরআন মজীদ পাঠ" এবং "কিতাব শিক্ষাদান"—এর অর্থ "কুরআন মজীদ শিক্ষাদান।" ফলে, দেখা যায় যে, ঐ রসূল কুরআন মজীদ সম্পর্কে দুইটি কাজ করিবেন। প্রথমতঃ, কুরআন মজীদের শব্দগুলি যাহাতে অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত থাকে এই উদ্দেশ্যে তিনি লোককে কুরআন মজীদ তিলাওৎ করিয়া শুনাইতে থাকিবেন। ফলে, উহা বহু লোকের মুখস্থ থাকিলে তাহাতে কেহই কম-বেশী করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, কেহ যদি নিজ ইচ্ছামত কোন কিছু কম-বেশী করে তবে আর সকলে তাহা এক বাক্যে প্রত্যাখ্যান করিবে। এই ভাবে কুরআন মজীদের শব্দগুলি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রক্ষিত থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ রসূল কুরআন মজীদের অর্থ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, তাৎপর্য ইত্যাদি লোকদেরে শিক্ষা

www.ahlehadeethbd.org

١٣٠ ومن يرغب عن ملة ابرهم الا من سفه نفسه ولقد اصطفينه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصلحين ۔

١٣١ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العلمين ۔

১৩০ যে ব্যক্তি নিজেকে ভ্রমে ফেলিয়া রাখিয়াছে সেই ব্যক্তি ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি ইবরাহীমের ধর্মপথের প্রতি বিরূপ হইতে পারে? কারণ আমি ইবরাহীমকে দুনয়াতে নবী মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সে আখিরাতে নিঃসন্দেহে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।[১৪৮]

১৩১ [হে নবী, স্মরণ করুন,] যে সময়ে তাহার রব্ব তাহাকে বলিয়াছেন, "[আমার আদেশের সম্মুখে] আত্মসমর্পণ কর;" সে বলিয়াছিল, "জগৎসমূহের রব্বের [আদেশের] সম্মুখে আত্মসমর্পণ করিলাম।"[১৪৯]

দিবেন। ফলে, কুরআন মজীদের ভাবধারাও চিরকাল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিবে।

"ঐ রসূল লোককে হিকমৎ শিক্ষা দিবেন"— এই **'হিকমতের'** তাৎপর্য সম্বন্ধে কয়েকটি মত দেখা যায়: (এক) নবী সঃ—র সুন্নত বা হাদীস, (দুই) অবিসংবাদিত চিরন্তন সত্য, (তিন) ইসলামী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌক্তিকতা ও গূঢ় তত্ব। আপাত দৃষ্টিতে মত তিনটি বিভিন্ন মনে হইলেও কার্যতঃ উহাদের একত্র সমাবেশ সম্ভব ও স্বাভাবিক। কেননা নবী সঃ—র হাদীসে যেমন অবিসংবাদিত চিরন্তন সত্যগুলি বিবৃত হইয়াছে, সেইরূপ উহার মধ্যে ইসলামী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানসমূহের গূঢ় তত্ব ও রহস্যও উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে।

১৪৭। এই দু'আর বাস্তব রূপ রূপে দেখা যায় যে, নবী করীম সঃ লোকদের স্বভাব চরিত্র বিভিন্ন ভাবে পরিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। কুপ্রবৃত্তি অনুসরণের ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক কুফল, অমঙ্গল ও শাস্তি উল্লেখ করতঃ লোকদের তাহা হইতে বিরত থাকিবার জন্য সতর্ক করিয়া, কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক সুফল, কল্যাণ ও পুরস্কার উল্লেখ করতঃ লোকদেরে সংযমী ও নিষ্ঠাবান হইবার জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া, নিজে উত্তম আচরণ, বিনয়, নম্রতা, ক্ষমা, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি চারিত্রিক সৎগুণাবলী অনুশীলন করতঃ লোকদের সামনে এক মহান আদর্শ কাইম করিয়া নবী করীম সঃ লোকের স্বভাব চরিত্র পরিশুদ্ধ করিবার প্রয়াস পান।

১৪৮ বিখ্যাত য়াহুদী 'আলীম, সাহাবী 'আব-দুল্লাহ-ইব্‌ন-সালাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার পরে সল্‌মা ও মুহাজির নামক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান জানান। ফলে, সল্‌মা ইসলাম কবুল করেন কিন্তু মুহাজির উহা প্রত্যাখ্যান করে। এই ঘটনার পরে আয়াতটি নাযিল হয়।

মক্কার কুরাইশ প্রমুখ 'আদনানী গোত্রসমূহ, য়াহুদী জাতি ও খৃষ্টানদের নবী হযরত 'ঈসা আঃ-র মাতা ইবরাহীম আঃ-র বংশধর ছিলেন বলিয়া, এবং তাহারা সকলেই ইবরাহীম আঃ-র ঐহলৌকিক ধর্মনিষ্ঠা ও পারলৌকিক মর্যাদা স্বীকার করিত বলিয়া য়াহুদী, খৃষ্টান ও মক্কার মুশরিকগণ দাবী করিত যে, তাহারা ইবরাহীম আঃ-র ধর্মপথই তো অনুসরণ করিতেছে। আল্লাহ-তাআলা তাহাদের দাবীর অসারতা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, আর তাহারা যেহেতু হযরত মুহম্মদ সঃ-র ধর্মপথ মানে না। বিষয়টি এত স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, বিভ্রান্ত ও ভ্রমান্ধ হইয়া যাহারা নিজেদেরে প্রবঞ্চনা করে তাহারাই হযরত মুহম্মদ সঃ-র পয়গম্বরী অবিশ্বাস করা সত্বেও দাবী করে যে, তাহারা ইবরাহীম আঃ-র ধর্মপথ অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

১৪৯ প্রশ্ন উঠে, "তবে কি আল্লাহ-তা'আলার এই আদেশ ও ইবরাহীম আঃ-র এই স্বীকৃতির পূর্বে হযরত ইবরাহীম আঃ আত্মসমর্পণ করেন নাই?"

তফসীর কবীরে ইহার জওয়াব এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, ঘটনাটি হযরত ইবরাহীম আঃ-র পয়গম্বরী লাভের পূর্বে হইয়া থাকিতে পারে অথবা পরে হইয়া থাকিতে পারে। **ইহাকে যদি পয়গম্বরী লাভের পূর্বের ঘটনা ধরা হয় তবে ইহার** তাৎপর্য এইরূপ হইবে—নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যের অস্ত দেখিয়া যখন ইবরাহীম আঃ-র মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٣٢ ووصى بها ابرهم بنيه ويعقوب
يبنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن
الا وانتم مسلمون .

١٣٣ أم كنتم شهداء ذ حضر يعقوب
الموت اذ قال لبنيه ماتعبدون من
بعدى قالوا نعبد الهك واله ابائك
ابراهم واسمعيل واسحق الها واحدا ونحن
له مسلمون .

১৩২। এবং ইবরাহীম জীবনের শেষ মুহূর্তে নিজ পুত্রদিগকে ঐ [ধর্মপথ ও আত্মসমর্পণ] সম্বন্ধে নসীহত করেন এবং য়া'কূবও।[১৫০] [তাঁহারা বলেন,] "হে আমার পুত্রগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মপথটি মনোনীত করিয়াছেন। অতএব [তোমরা সারা জীবন ঐ ধর্মপথে থাকিয়া আল্লার প্রতি আত্মসমর্পণকারী থাকিও। ফলে,] আত্মসমর্পণকারী অবস্থাতেই যেন তোমাদের মৃত্যু ঘটে।"

১৩৩। যে সময়ে য়া'কূবের মরণকাল উপস্থিত হইয়াছিল—যে সময়ে য়া'কূব নিজ পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার [মৃত্যুর] পরে তোমরা কিসের 'ইবাদত করিবে?" এবং পুত্রগণ বলিয়াছিল, "আমরা আপনার মা'বূদের, আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ঈসমাঈল ও ইসহাকের মা'বূদের —ঐ একই মা'বূদের প্রতি আত্মসমর্পণকারী থাকিয়া তাঁহারই ইবাদত করিব।" সেই সময়ে তোমরা কি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলে?[১৫১]

উহাদের কেহই রব্ব হইতে পারে না; বরং উহাদের রব্ব যিনি তিনিই সকলের প্রকৃত রব্ব তখন (ক) আল্লাহ-তা'আলা তাঁহাকে পয়গম্বরী দিবার প্রাক্‌কালে ফিরিশতা-যোগে এই আদেশ করিলে তিনি তাঁহার এই স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন; অথবা (খ) তখন তাঁহার অন্তরে এই স্বীকৃতি দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়।

পক্ষান্তরে, ঘটনাটি যদি ইবরাহীম আঃ-র পয়গম্বরী লাভের পরে ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে এই আদেশ ও স্বীকৃতির বিভিন্ন তাৎপর্য হইতে পারে। যথা, (এক) আত্ম-সমর্পণ ব্যাপারে স্থির ও দৃঢ় থাকিও। (দুই) আমার প্রতি আন্তরিকভাবে যেই রূপ বিশ্বাস রাখিয়াছ সেইরূপ আমার আদেশ পালন ব্যাপারে বাহ্যতঃ আত্মসমর্পণ কর। (তিন) কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ অথবা ইতস্ততঃ না করিয়া আমার হুকুম হওয়া মাত্র তাহা পালন করিতে তৎপর থাক; ইত্যাদি।

১৫০ ইহার তাৎপর্য এই যে, হযরত য়া'কূব আঃ ও তাঁহার পুত্রদিগকে অনুরূপভাবে নসীহত করেন। তাঁহার উক্ত নসীহত পরবর্তী আয়াতে স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে।

এখানে يعقوب র ب অক্ষরে زبر ও পড়া হইয়া থাকে। তখন অর্থ হইবে এইরূপ—'ইবরাহীম জীবনের শেষ মুহূর্তে নিজ পুত্রদিগকে ও [পৌত্র] য়া'কূবকে [ঐ ধর্মপথ ও আত্মসমর্পণের] এই নসীহত করেন, "হে আমার পুত্রগণ, ——।"

১৫১। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই আয়াতে كنتم (তোমরা ছিলে) বলিয়া য়াহুদীদের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। য়াহুদীগণ দাবী করিত যে, তাহাদের পূর্বপুরুষ য়াকুব আঃ নিজ পুত্র ও পৌত্রদিগকে য়াহুদী ধর্মে স্থির ও দৃঢ় থাকিবার জন্য শেষ নসীহত করিয়া যান। তাহাদের ঐ দাবীর প্রতিবাদে বলা হইতেছে যে, তোমরা য়া'কূবের মরণকালে য়াকুবের নিকটে উপস্থিত ছিলেনা বলিয়া তোমরা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নও। কাজেই তোমাদের এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা সে সময়ে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বলিয়া আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে যাহা বলেন তাহাই গ্রহণযোগ্য। আর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, সে সময়ে য়া'কূব তাঁহার পুত্রদিগকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রগণ এই উত্তর দিয়াছিল।

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, 'তোমরা' বলিয়া মুসলমদের প্রতি ইঙ্গিতও হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে আয়াতের তাৎপর্য হইবে এই—হে মুসলিমগণ, সে সময়ে তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তাহা সত্ত্বেও তোমরা যে ঐ সকল ঘটনার সঠিক বিবরণ জানিতে পারিতেছ তাহা একমাত্র وحى অহ্‌ঈ-র কল্যাণেই সম্ভব হইয়াছে। অতএব তোমরা ধ্রুব বিশ্বাস রাখ যে, নবী মুহাম্মদ (দঃ) বাস্তবিকই আল্লার রাসূল সঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ঈমানের হাকীকাত

শেখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, টি, বি, এল

ঈমান শব্দের মূল অর্থ বিশ্বাস করা। 'মক্কা নামে দুনিয়াতে একটা শহর আছে'—ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাকে বলা যাইতে পারে 'মক্কার প্রতি ঈমান'। সেইরূপ 'মক্কায় এমন একটি ঘর আছে যাহাকে 'বইতুল্লাহ'—বা আল্লার ঘর বলা হয়'—ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাকে 'বইতুল্লার প্রতি ঈমান' বলা যাইতে পারে। ভাষা হিসাবে ঈমানের অর্থ এই। কিন্তু 'ঈমান' শব্দটি যখন ইসলামী শারী'আতের পরিভাষা রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তাহার যে তাৎপর্য হইয়া থাকে তাহা এইরূপ ঃ—

হযরত মুহম্মদ সঃ আল্লাহ তা'আলার রাসূল হিসাবে যাহা কিছু বলিয়াছেন বা যাহা কিছু করিয়াছেন অথবা কোন সাহাবীর যে কথা বা কার্য যথার্থ বলিয়া তিনি সমর্থন করিয়াছেন সেই সকল বিষয়ের বিবরণ যুগে যুগে বিভিন্ন সাহকের মারফত আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই চারিত্রিক গুণাবলী ও স্মৃতিশক্তির তারতম্য বশতঃ ঐ বিবরণগুলির কোন কোনটি সম্বন্ধে সঙ্গতভাবে সন্দেহ জাগে যে, রাসূলুল্লাহ সঃ বাস্তবিকই কি ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন, ঠিক এই কার্যই করিয়াছিলেন এবং সাহাবীদের এই কথা ও কার্য সমর্থন করিয়াছিলেন? আবার ঐ সকল বিষয়ের কোন কোনটি সম্বন্ধে এই প্রকার কোন সন্দেহ জাগে না। এই সন্দেহমুক্ত বিবরণ সম্বলিত বিষয়গুলির যথার্থতায় আন্তরিক বিশ্বাসকে যাবতীয় মুসলিমগণ সর্বসম্মতিক্রমে ঈমান বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু এতদিরিক্ত কোন বিষয় ঈমানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে মুসলিমদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। বর্তমান প্রবন্ধে ঐ মতগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া ঈমানের স্বরূপ ও হাকীকাত নির্ধারণের চেষ্টা করিব।

আল্লাহ-তা'আলার কালামে ও রাসূলুল্লাহ সঃ-র হাদীসে 'ঈমান' শব্দটি অবস্থাবিশেষে **তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে** ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রথম অর্থ—কেবলমাত্র অন্তরের বিশ্বাসের নাম ঈমান। আল্লাহ-তা'আলা সূরা আল্‌হুজ্‌রাতের ১৪ নং আয়াতে বলেন,

قالت الاعراب امنا' قل لم تؤمنوا ولكن
قولوا اسلمنا ولما يدخل الا يمان فى قلوبكم

তরজমা ঃ গ্রাম্য লোকেরা বলে, "আমরা 'ঈমান আনিয়াছি।" [হে নবী,] আপনি [তাহাদিগকে] বলুন, "তোমরা তো **ঈমান** আন নাই। [কাজেই] তোমরা বরং বল, 'আমরা **ইসলাম** গ্রহণ (বশ্যতা স্বীকার) করিয়াছি।' কারণ, ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই।"

এই আয়াত হইতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, **ঈমান ও ইসলাম** দুইটি ব্যাপার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অন্তরের বিশ্বাসের নাম ঈমান এবং বাহ্যিক তাবে'দারীর নাম ইসলাম।

সাহীহ বুখারী হাদীস-গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সাহাবী সা'দ রাঃ-র উপস্থিতকালে রাসূলুল্লাহ সঃ কয়েকজন মুসলিমকে কিছু কিছু দান করিলেন, কিন্তু ঐ সকল লোকের মধ্যে যাহাকে সর্বাধিক ধার্মিক বলিয়া সা'দ মনে করিতেন তাহাকে হযরত সঃ কিছুই দিলেন না। ইহাতে সা'দ রাঃ স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, "হযরত, আপনি অমুককে কিছুই দিলেন না। আমি তো তাহাকে মুমিন বলিয়া জানি।" রাসূলুল্লাহ সঃ সাহাবী সা'দ রাঃ-র উক্তিটি সংশোধন করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "বরং বল যে, তুমি তাহাকে মুসলিম বলিয়া জান।' রাসূলুল্লাহ সঃ-র এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, **ঈমান অন্তরের ব্যাপার** বলিয়া, এবং কোন মানুষ অপরের অন্তরের ব্যাপার জানিতে পারে না বলিয়া কোন মুসলিম অপর কাহারও সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিতে পারে না

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে, 'অমুক ব্যক্তি মুমিন।' হা অপরের কার্যকলাপ দেখিয়া সে এই মন্তব্য করিতে পারে যে, 'অমুক ব্যক্তি মুসলিম'।

ঈমানের দ্বিতীয় অর্থ—কেবলমাত্র মৌখিক স্বীকৃতির নাম ঈমান। আল্লাহ-তা'আলা সুরা 'আন্-নিসা'র ৯৪ নং আয়াতে বলেন,

ولا تقولوا لمن القى اليكم السلم لست مؤمنا

তরজমা ঃ আর যে ব্যক্তি তোমাদিগকে [ইসলামের রীতি অনুযায়ী] 'আসস্‌লামু আলাইকুম' বলিয়া সম্ভাষণ করে তাহাকে বলিওনা 'তুমি মু'মিন নও।'

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবী আবদুল্লাহ-ইব্‌ন-আব্বাস রাঃ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ বানূ সুলাইম গোত্রের একজন লোক তাহার ছাগলের পাল সঙ্গে লইয়া চলিতে থাকাকালে একদল সাহাবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তখন ঐ লোকটি তাঁহাদিগকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' দ্বারা সম্ভাষণ করিয়া নিজের মুমিন হওয়া প্রকাশ করেন। সাহাবীগণ বলেন, "ঐ লোকটি [প্রকৃতপক্ষে মুমিন নয়]; নিজের জীবন ও ছাগল-পাল রক্ষা করিবার মৎলবে তোমাদিগকে এই ভাবে সালাম করিল।" অনন্তর তাঁহারা ঐ লোকটিকে হত্যা করিল এবং তাঁহার ছাগল পাল হাঁকাইয়া রাসুলুল্লাহ সঃ-র নিকটে লইয়া গেল। তখন আল্লাহ-তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।[১]

তিরমিযীর ভাষ্যকার 'তুহ্‌ফাতুল আহ্‌অযী' গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ এক রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঐ লোকটি اشهد ان لااله الا الله বলিয়াছিলেন এবং অপর এক রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি لااله الا الله محمد رسول الله السلام عليكم বলিয়াছিলেন।

এই আয়াত পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র মুখেই لااله الا الله محمد رسول الله উচ্চারণ করিয়া নিজেকে মুমিন বলিয়া দাবী করে তবে তাহাকে মুমিন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহার অন্তরে ঈমান আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইবে না। অতএব প্রমাণিত হইল যে, **কেবলমাত্র স্বীকারোক্তির নামই ঈমান।**

তারপর পরিতাপের বিষয় যে সকল লোক অন্তরে মোটেই বিশ্বাস না করিয়া কেবলমাত্র মুখেই স্বীকারোক্তি করিত তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সঃ তাহাদের ঐ স্বীকারোক্তির দরুনই মুমিন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি অন্তরে বিশ্বাসকারী মুমিনদের যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহাদের সঙ্গেও সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কাজেই ঈমানের দ্বিতীয় অর্থ হইল—**ইসলামী বিশ্বাস্য বিষয়গুলির যথার্থতা কেবলমাত্র মুখে স্বীকার করা।**

ঈমানের তৃতীয় অর্থ—আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও শারী'আতের বিধি-নিষেধ পালনের সমষ্টির নাম ঈমান। এ সম্পর্কে কোরআন মজীদের কেবলমাত্র তিনটি স্থান হইতে আয়াত উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) আল্লাহ তা'আলা সুরা আল্-আন্‌ফালের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে বলেন ঃ—

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا

তরজমা ঃ—কেবলমাত্র তাহারাই মুমিন যাহাদের অন্তর আল্লার [শাস্তির] কথা উল্লেখ করা হইলে ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠে—যাহাদের সামনে আল্লার আয়াতগুলি তিলাওৎ করা হইলে আয়াতগুলি যাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করে—যাহারা নিজেদের একমাত্র রব্বের উপরে ভরসা রাখে—যাহারা যথানিয়মে নমায আদায় করে এবং আমার প্রদত্ত রিয্‌কের অংশবিশেষ যাহারা [আমার পথে] ব্যয় করে। বস্তুতঃ তাহারাই মুমিন।

১) হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ ও তিরমিযী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে তিরমিযী সঙ্কলিত হাদীসটির তরজমা দেওয়া হইল।

www.ahlehadeethbd.org

(দুই) আল্লাহ-তা'আলা সূরা আন্-নূরের ৬২ নং আয়াতে বলেন ঃ—

انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه (النور، ٦٢)

তরজমা ঃ—কেবলমাত্র তাহারাই মুমিন যাহারা আল্লার প্রতি ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং যাহারা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রাসূলের সঙ্গে [পরামর্শ-সভায়] থাকাকালে রাসূলের অনুমতি না লইয়া চলিয়া যায় না।

(তিন) আল্লাহ-তা'আলা সূরা আল্-হুজ্‌রাতের ১৫ নং আয়াতে বলেন ঃ—

انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله .

তরজমা ঃ—কেবলমাত্র তাহারাই মুমিন যাহারা আল্লার প্রতি ও তাহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরে সন্দিহান হয়নাই এবং যাহারা নিজেদের মাল ও জান দিয়া আল্লার পথে জিহাদ করিয়াছে।

সূরা আল-আনফাল, সূরা আন্-নূর ও আল্-হুজ্‌রাত হইতে উধৃত আয়াতগুলির সার মর্ম এই ঃ

অন্তরে বিশ্বাস, হৃদয় তাওক্কুল, যথারীতি নামায সম্পাদন, রীতিমত যাকাত দান, জান-মাল দিয়া আল্লার রাহে জিহাদ অভিযান, রাসূলের নির্দেশক্রমে তাঁহার পরামর্শ সভায় যোগদান—অনন্তর রাসূলের অনুমতিক্রমে সভা হইতে প্রস্থান ইত্যাদি গুণ ও কর্ম যাহাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে কেবলমাত্র তাহারাই মুমিন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ঈমানের এই তাৎপর্যের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ সঃ-র বহু হাদীস পাওয়া যায়; তন্মধ্যে সহীহ বুখারী হইতে তিনটি হাদীস উধৃত করিতেছি।

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان ٥

তরজমা ঃ—ঈমানের শাখার সংখ্যা ষাটেরও বেশী এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।

عن انس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اية الايمان حب الانصار .

তরজমা ঃ—আনসার-প্রীতি ঈমানের চিহ্ন।

عن ابن عباس قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (لوفد عبد القيس) اتدرون ماالايمان بالله وحده ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال شهادة ان لااله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس ٥

তরজমা ঃ—রাসূলুল্লাহ সঃ [আবদুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে] বলেন, "এক আল্লার প্রতি ঈমান কাহাকে বলে তাহা কি তোমরা জান ?" তাঁহারা বলেন, "আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন।" তিনি বলিলেন, [এক আল্লার প্রতি ঈমানের অর্থ এই ঃ] [১] সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবূদ নাই এবং মুহম্মদ সঃ আল্লার রাসূল; [২] নামায রীতিমত সম্পাদন করা, [৩] যাকাত দান করা, [৪] রামাযান মাস ধরিয়া সিয়াম পালন করা ও [৫] জিহাদ-লব্ধ দ্রব্যসামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ রাসূলের ভাণ্ডারে জমা দেওয়া।

'ঈমান' পরিভাষাটি আল্লার কালামে ও রসূলের হাদীসে পরস্পর বিরোধী এই তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ঈমানের তাৎপর্য সম্বন্ধে মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

متكلمون বা ইসলামী শাস্ত্রবিদগণ বলেন যে, ঈমানের প্রথম অর্থটি মূল অর্থের নিকটতম অর্থ। কাজেই ঈমান যখন পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে তখন প্রথম অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত হইবে। ফলে তাঁহারা কেবলমাত্র আন্তরিক বিশ্বাসকে ঈমান বলিয়া ঘোষণা করেন।

كرامية কিরামিয়া দল ঈমানের দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা বলেন

www.ahlehadeethbd.org

যে, কেবলমাত্র মৌলিক স্বীকৃতির নাম ঈমান।

معتزلة, محدثون ও خوارج মু'আযিলা, খাত্তারিজ ও মুহাদ্দিসূন দলগুলি ঈমানের তৃতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া আন্তরিক বিশ্বাস, মৌলিক স্বীকৃতি ও বিধিনিষেধ পালন এই তিনের সমষ্টিকে ঈমান বলিয়া দাবী করেন; কিন্তু ঈমানের মধ্যে বিধিনিষেধ পালনের মান ও স্থান সম্বন্ধে ঐ দলগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন।

معتزلة মু'তাযিলা দলের মতে شهادتان বা لا اله الا الله محمد رسول الله র মৌলিক স্বীকৃতি **ঈমানের যেরূপ অপরিহার্য অংশ বিধিনিষেধ পালনও ঈমানের সেইরূপ অপরিহার্য অংশ,** ফলে, কোন ব্যক্তি যদি মুখে শাহাদাতান উচ্চারণ করিবার পরে বিধিনিষেধ পালনে ত্রুটি করে তবে শাহাদাতান উচ্চারণ করিবার কারণে তাহাকে কাফিরও বলা যাইতে পারেনা আবার বিধিনিষেধ পালনে ত্রুটি করার কারণে তাহাকে মুমিনও বলা যাইতে পারেনা। কাজেই তাঁহাদের মতে ঐ ব্যক্তি মুমিনও নয়, কাফিরও নয়।

خوارج দলের মতে **বিধি-নিষেধ পালনই ঈমানের মূল ও সর্বপ্রধান অপরিহার্য অংশ।** যেব্যক্তি ইসলামী বিধি-নিষেধ পালনে ত্রুটি করে তাহার আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌলিক স্বীকৃতির কোনই মূল্য নাই। কাজেই তাহাদের মতে যেব্যক্তি ইসলামী বিধি-নিষেধ পালনে ত্রুটি করে সে কাফির।

محدثون দলের মতে আন্তরিক বিশ্বাস, মৌলিক স্বীকৃতি ও বিধি-নিষেধ পালন এই তিনটির প্রত্যেকটি ঈমানের অংশ হইলেও গুরুত্বের দিক দিয়া এই তিনটি অংশ এক সমান নহে। তাঁহাদের মতে, মুমিন পদবাচ্য হইবার জন্য আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌলিক স্বীকৃতি ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিষয়। কাজেই যেব্যক্তি ইসলামী বিশ্বাস্য বিষয়গুলি অন্তরে বিশ্বাস করে ও মুখে স্বীকার করে কিন্তু ইসলামী বিধি-নিষেধ পালনে ত্রুটি করে তাহাকে বিশ্বাস ও স্বীকৃতি থাকার কারণে 'মুমিন' এবং 'আমালের ত্রুটির জন্য ফাসিক বলা হইবে। কাজেই এই দলের মতে ঐ ব্যক্তিকে বলা হইবে মুমিন ফাসিক। তাহাকে অকাফির-অমুমিনও বলা হইবে না, কাফিরও বলা হইবে না। ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ হাদীসগ্রন্থে বলেন,

ولا يكفر صاحبها الا بالشرك

অর্থাৎ শিরক (ও কুফর) ছাড়া অন্য কোন পাপের কারণে কাহাকেও 'কাফির' বলা চলিবে না [যদি সে অন্তরে বিশ্বাস ও মুখে স্বীকার করে]

যুক্তি-প্রমাণগুলির বিচার :— প্রথম অর্থটি ঈমান —পরিভাষার তাৎপর্যরূপে গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে মোটেই সঙ্গত নহে। কারণ অন্তরে ঈমানের প্রবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার পক্ষে এবং আল্লাহ তা'আলা যাহাকে জানান তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। তারপর ঈমানের দ্বিতীয় অর্থের কথা—ইহা সত্য যে, মানুষ যে পর্যন্ত মুখে স্বীকার না করে সেই পর্যন্ত তাহার অবস্থা অপরে জানিতে পারে না। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি মুখে لا اله الا الله محمد رسول الله উচ্চারণ করিয়া মুমিন হওয়ার দাবী করে তো অপর লোকের পক্ষে তাহাকে মুমিন বলিয়া স্বীকার করিতে কোন অন্তরায় থাকে না।

কিন্তু যেহেতু ঈমানের মূল কাজেই—বিশ্বাস বাদ দিয়া শুধু মৌখিক স্বীকৃতি কখনই ঈমান বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা।

তারপর ঈমানের তৃতীয় অর্থের কথা। অন্তরে বিশ্বাস এবং যাহার স্বীকার করিবার ক্ষমতা থাকে তাঁহার পক্ষে মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের জন্য অপরিহার্য। তারপর 'আমলের কথা। 'আমলে ত্রুটি হইলে তাহাকে অমুমিন অকাফির বলা ইসলামের মূলনীতি বিরোধী। কারণ আল্লাহ তা'আলার কালামে ও রাসূলের হাদীসে ঈমান সম্পর্কে মানুষের দুইটি দলের কথাই স্বীকার করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فمنكم مؤمن ومنكم كافر

"তোমাদের মধ্যে কেহ মুমিন আর কেহ কাফির।" মুনাফিক দলকে ইসলামে কাফির দলের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়; কারণ তাহাদের অন্তরে বিশ্বাস না

www.ahlehadeethbd.org

থাকার কারণে তাহারা মূলতঃ কাফির। আবার 'আমলে ত্রুটি হইলে তাহাকে কাফির গণ্য করাও ইসলামী মূলনীতির বিরোধী। আল্লাহ-তা'আলা সূরা আন্‌নিসার ৪৮ আয়াতে বলিয়াছেন,

ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاء

"আল্লার সঙ্গে শিরক করা হইলে আল্লাহ ঐ গুনাহ মাফ করেন না—কিন্তু শিরক অপেক্ষা লঘু গুনাহগুলি আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন মাফ করেন।' শিরক অপেক্ষা লঘু গুনাহগুলির মধ্যে শিরক ছাড়া অপর কাবীরা গুনাহগুলিও পড়ে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যখন ঐ গুনাহগুলি ক্ষমা করিতে পারেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তখন সেগুলি কিছুতেই 'কুফর' এর পর্যায়ে পড়িতে পারে না। কাজেই ঐ প্রকার কোন গুনাহ যদি কোন অন্তরে বিশ্বাসী ও মুখে স্বীকারকারী দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহাকে কিছুতেই কাফির বলা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কুফর হইতেছে শিরকের সমতুল্য অথবা শিরক অপেক্ষা গুরুতর পাপ; এবং শিরক ও কুফরের তুলনায় অপর সকল পাপই লঘু। কাজেই লঘু পাপকার্য সম্পাদনকারীকে গুরু পাপের পাপী বা অন্যায়, অসঙ্গত ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

এই আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হইল যে, মুহাদ্দিসগণ ঈমানের যে তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত ও সমীচীন।

আল্লাহ তা'আলার কালাম ও রাসুল সঃ-র হাদীস অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলে ঈমানের হাকীকাত সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় তাহা এই ঃ—

আল্লাহ-তাআলার দরবারে স্বীকৃতি প্রাপ্ত ঈমান ও মানুষের নিকটে স্বীকৃতি প্রাপ্ত ঈমান এক নয়—এক হইতেও পারে না। এই কারণে, যে ঈমানের দওলতে আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাইবে সেই ঈমানের হাকীকাত এবং যে ঈমানের ফলে দুনয়াতে মুমিন বলিয়া পরিচিত হইতে পারা যায় সেই ঈমানের হাকীকাত স্বতন্ত্রভাবে নির্ণয় করিতে হইবে।

আল্লাহ-তা'আলা 'আলিমুল্‌-গাইব্‌', অন্তর্যামী। তিনি সকল মানুষের মনের খবর রাখেন। কাজেই আল্লাহ-তা'আলার দরবারে ঈমান-বিচারের মূল ভিত্তি হইবে 'অন্তরের বিশ্বাস'। ফলে, যাহার অন্তরে বিশ্বাস পাওয়া যাইবে না সে সরাসরি দণ্ডিত হইবে। আর যাহার অন্তরে ইসলামী বিশ্বাস পাওয়া যাইবে তাহার আবার বিচার হইবে মৌখিক স্বীকৃতি সম্পর্কে। যাহার মধ্যে সঙ্গত কারণ ব্যতীত মৌখিক অস্বীকৃতি অথবা স্বীকৃতির অবিদ্যমানতা পাওয়া যাইবে তাহাকে সূরা আন্‌-নাম্‌লের ১৩ ও ১৪ নং আয়াত মতে দণ্ডিত করা হইবে। আয়াত দুইটি এই ঃ—

فلما جاءتهم ايتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين .

আয়াত দুইটির মর্ম এই—ফির'আউন ও ফির'আউনের লোকদের নিকটে যখন আমার চিহ্ন গুলি দৃষ্টি উন্মোচনকারী রূপে পৌঁছিল তখন তাহারা বলিল, "ইহা পরিষ্কার জাদু"! ঐ চিহ্নগুলি সম্বন্ধে তাহাদের অন্তরে প্রত্যয় হওয়া সত্বেও তাহারা ঐ চিহ্নগুলিকে অন্যায়ভাবে ও অহঙ্কার ভরে অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে, দেখ, অন্যায় আচরণকারীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল!

আর যাহারা আন্তরিক ঈমান থাকা সত্বেও সঙ্গত কারণে মুখে স্বীকার করিতে অক্ষম হইয়াছিল অথবা অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহারা, সূরা আন্‌-নাহলের ১০৬ নং আয়াত মতে অব্যাহতি পাইবে। আয়াতটি এই ঃ

الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

অর্থাৎ কোন মুমিনকে যদি কুফরী কালাম উচ্চারণ করিতে বাধ্য করা হয় তবে তাহার অন্তর ঈমানে স্থির ও অটল থাকা অবস্থায় সে যদি কুফরী কালাম উচ্চারণ করে তবে তাহাতে তাহাকে

www.ahlehadeethbd.org

কোন শাস্তি দেওয়া হইবেনা।

তারপর মৌখিক স্বীকৃতি ব্যাপারে যাহারা কৃতকার্য হইবে তাহাদের আবার বিচার হইবে তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে। যাহারা কার্যকলাপে উত্তীর্ণ হইবে তাহাদের নাজাত অবধারিত। কিন্তু যাহাদের কার্যকলাপে ত্রুটি—বিচ্যুতি পাওয়া যাইবে তাহাদিগকে আল্লাহ-তা'আলা সূরা আন্-নিসা'র ৪৮ নং আয়াত মতে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করিবেন আর ইচ্ছা হয় শাস্তি দিবেন। আয়াতটি পূর্বে উধৃত হইয়াছে। ইহাই হইল আল্লাহ-তা'আলার দরবারে ঈমানের হাকীকাত।

মানুষের বিচারে ঈমানের হাকীকাত এই ঃ— মানুষ অপর কাহারও মনের খবর জানিতে পারেনা বলিয়া সে অন্তরের বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া ঈমানের বিচার করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। কাজেই যে কোন ব্যক্তি মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা নিজ ঈমানের প্রমাণ দিলে তাহাকে প্রত্যেক মানুষ মুমিন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। সূরা আন্-নিসার ৯৪ নং আয়াত (পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে) ইহাই প্রমাণ করে।

তারপর কর্যকলাপের কথা। কেহ যদি এমন কোন শরী'আত বিরোধী কার্য করে যাহা শরী'আতে দণ্ডণীয়, তবে তাহার ঐ কার্যের জন্য তাহাকে দণ্ডিত করা হইবে—কিন্তু ঐ কার্যের কারণে তাহার ঈমান নষ্ট হইবে না।

وللہ الحمد اولا وآخرا

www.ahlehadeethbd.org

হাফেয্-ইব্নে হজর আস্কালানী (রহঃ)

—আবুল-কাছেম মুহাম্মদ হোছাইন বাসুদেব পুরী

নাম ঃ—এই স্বনাম খ্যাত পুরুষের নাম আহমদ, কুনিয়ত-আবুল ফযল, শেহাবউদ্দিন তাঁহার উপাধি এবং ইবনে হজর নামে তিনি প্রসিদ্ধ।

বংশাবলী ঃ—আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন আহমদ আলকেদানী আল আস্কালানী আল মিছরী আলকাহেরী।[১]

আল্লামা ছয়ূতী "যয়ল তাবাকাতিল হুফ্ফায" গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনে ফহদ "লাহযুল ইলহায" গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মাহমুদ বিন আহমদ বিন আহমদ।

আল্লামা হাফেয ছখাবীর (ইবনে হজরের শিষ্য) মতে "হজর" তাঁহার পিতৃপুরুষগণের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির উপাধি ছিল। আরবের বিখ্যাত গোত্র বনু কেনানা বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত সমুদ্রোপকূলবর্তী বিখ্যাত আস্কালান শহরের অধিবাসী ছিলেন। এই সম্বন্ধ হেতু তিনি আস্কালানী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি মিছরে জন্ম লাভ করেন এবং সেখান হইতেই লালিত-পালিত ও বর্ধিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন আর মিছরের মাটীতেই তাঁহার নশ্বর দেহ সমাহিত হয়।

৭৭৩ হিঃ সালের ২২শে শা'বান মতান্তরে ২৩শে শা'বান তারিখে তাঁহার জন্ম হয়[২]। যখন তাঁহার বয়স চারি বৎসর মাত্র, সেই সময় (৭৭৭ হিঃ) তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। পিতৃ স্নেহ হইতে চির বঞ্চিত হইয়া এই অনাথ বালক যকিউদ্দীন নামক তাঁহার পিতার জনৈক 'অছি'র আশ্রয়ে স্থান লাভ করেন। এবং তাঁহার তত্বাবধানে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার শিক্ষালাভের জন্য মক্তবে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। তথায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালীন "মুখতাছার তাব্রেযী" গ্রন্থের ভাষ্যকার আল্লামা ছদরুদ্দীন ছিফ্তীর নিকট পবিত্র কোরআন মজিদ ব্যতিত পাঠ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি মৌখিক কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে হাফেয আবদুল গণি মোকদ্দছী (৬০০ হিজরী) কৃত "উমদাতুল আহকাম" ও শাফেয়ী ফেকহ শাস্ত্রের শায়খ নজমুদ্দীন আবদুল গাফ্ফার বিন্ আবদুল করিম কাযবিনী শাফেয়ী কৃত (৬৬৫ হিঃ) আল-হাবী-উচ্ছাগীর ও ওছুলে ফিকহ গ্রন্থের "মুখতাছার ইবনুল হাজের" (৬৪৬ হিজরী) ও উছুলে হাদীছ মধ্যে "আলফিয়া ইরাকী" (৮০৬ হিঃ) এবং আবু মুহাম্মদ কাছেম বিন আলী আল্ হারিরীর (৫১৬ হিজরী) ব্যাকরণ গ্রন্থ মিলহাতুল এরাব প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। ৭৮৪ হিজরীর শেষ ভাগে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালীন স্বীয় "অছি" যকিউদ্দীন খরোবীর সহিত পবিত্র হজ্জব্রত উদযাপনের জন্য মক্কা গমন করেন এবং তথায় এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত হরমের সন্নিকটে অবস্থান করিতে থাকেন। মক্কায় অবস্থান কালীন শায়খ আফিফ্উদ্দীন আবদুল্লা বিন মুহাম্মদ নশাবরীর নিকট ছহি বোখারী শ্রবণ করেন। হাদীস শাস্ত্রে ইনি তাঁহার প্রধান উস্তায। সর্বপ্রথম ইঁহার নিকট হাদীছ আরম্ভ করেন। এই সময়ে আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন্ যহিরার (মঃ ৮১৭ হিঃ) নিকট

---

১) হাফেয আবুল খায়র শামছুদ্দীন মুহম্মদ বিন আবদুর রহমান ছখাবী কৃত (৯০২ হিঃ) যওউললামে লে আহলিল করণিত তাসে' গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক আবদুল হাই বিন আল ইমাম হাম্বলী (১০৮ হিঃ) কৃত 'শযরাতুয যহব ফি আখবারে মান যাহাব' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২) আয়যওউল লামে' এবং শযরাত গ্রন্থে ২২শে শাবান এবং লাহযুল ইলহায ও ইতহাফুন নুবালা গ্রন্থে ২৩শে শাবান উল্লিখিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"উমদাতুল আহকাম" বিশেষ তর্কালোচনা সহকারে অধ্যয়ন করেন এবং এই বৎসরে ৭৮৫ হিঃ সালে মছজিদে হরামে তারাবীর নমাযের সহিত পবিত্র কোরআন কণ্ঠস্থ শুনাইয়া দেন।

৭৮৬ হিঃ সালে তিনি মিছর প্রত্যাবর্তন করেন। মিছরে আসিয়া আবদুর রহীম বিন রযিনের নিকট ছহি বোখারী শ্রবণ করেন। অতঃপর ৭৯০ হিজরীর পর মিছরের স্থানীয় প্রখ্যাত নামা মুহাদ্দীছ ও বহিরাগত উচ্চ ছনদ প্রাপ্ত একদল মুহাদ্দেছীনের নিকট বহু হাদীছ শ্রবণ করেন। এই সমস্ত মুহাদ্দেছীনের মধ্যে ইবনে আবিল বুরহান শামী, আবদুর রহমান বিন শয়খা, হানাভী, ছুওয়ায়দাভী, মরইয়ম বিনতে আযরায়ীর নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

অত পর তিনি তথা হইতে ৮০২ হিজরী সালে দামেস্ক যাত্রা করেন। তথায় এমন কতকগুলি শিক্ষকের সাহচর্য্য লাভ করেন যাহারা কাছেম বিন আছাকের এবং হাজ্জারের খ্যাত নামা শিষ্য ছিলেন। এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিছ তকিউদ্দীন ছুলায়মান বিন হামযা এবং তাঁহার সম পর্যায়ের অপর মুহাদ্দেছীনের নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

তিনি একাধিকবার হজ্জব্রত পালন করেন এবং হাদীছ শিক্ষার্থে অনেক শহরে বন্দরে পর্য্যটন করেন। হাফেয ইবনে ফহদ নিম্নোক্ত স্থানগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন (১) মক্কা (২) মদিনা (৩) ইস্কান্দারিয়া (৪) বয়তুল মোকাদ্দছ (৫) আল্‌খলিল (৬) নাবলুছ (৭) রমলা (৮) গয্‌যা (৯) ইয়ামান প্রভৃতি, তিনি যেই যেই স্থানে এবং যে যে সকল হাদীছজ্ঞ মুহাদ্দেছীনের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন ঐতিহাসিক ইবনুল ইমাদ তাঁহাদের নামের একটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল।

কাহেরা (কায়রো): সেরাজুদ্দীন বালকিনী; হাফেয ইবনুল মলকান, হাফেয জয়নুদ্দীন ইরাকী, (হাফেয ইবনে হজর ইহাদের নিকট ফেকহ শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন) বুরহান উদ্দীন আবনাছী, নুরুদ্দীন হায়শমী, প্রভৃতি।

শরইয়াকুস:—(কায়রোর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম) ছদরুদ্দীন আলবাশিতী।

গয্‌যা:—আহমদ বিন মুহাম্মদ খলিলী।

রমলা:—আহমদ বিন মুহাম্মদ আলআয়কী।

আল খলিল:—ছালেহ বিন খলিল বিন ছায়েম।

বয়তুল মকাদ্দছ:—শামছুদ্দীন আলকালকাসন্দী, বদরুদ্দীন বিন মক্কী, মুহাম্মদ আল-মনজবী, মুহাম্মদ বিন উমর বিন মুছা।

দামেস্ক:—বদরুদ্দীন বিন কওয়াম বালেছী, ফাতেমা বিন্‌তে আবদুল হাদী প্রভৃতি।

মিনা:—যয়নুদ্দীন আবুবকর বিন আলহুছায়ন।

শযরাত গ্রন্থে তাঁহার ইয়ামান যাত্রার কথা উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তথাকার কোন মুহাদ্দেছীনের নাম প্রদত্ত হয়নাই।

হাফেয যহবী লিখিয়াছেন—যৌবনকালে তিনি নিম্নোক্ত উলামাগণের নিকট নিম্নবর্ণিত শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১। শামছুদ্দীন বিন আলকাত্তান:—ফেকহ, আরবী সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি শিক্ষার্থে কিছুকাল তাঁহার নিকট অবস্থান করেন। "হাবী" গ্রন্থের অধিকাংশ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

২। নুরুদ্দীন আদমী:—ইহার নিকট বহুদিন ফেকহ ও আরবী সাহিত্য পাঠ করেন।

৩। সেরাজুদ্দীন বলকিনী:—বহু দিবস তাঁহার নিকট অবস্থান করেন। তাঁহার ফিক্‌হের দরছের সময় উপস্থিত হইতেন। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। (১) আর্‌রওযাতি ফরুরিশ্‌ শাফেয়ীয়া আল্লামা নববী কৃত (মৃ: ৬৭৬ হি:) (২) উপরোক্ত গ্রন্থের উপর বালকিনী লিখিত হাশিয়া গ্রন্থ। (৩) মুখতাছার মুযনী শামছুদ্দীন বারমারী এই গ্রন্থের কেরায়াত করিতেন এবং ইবনে হজর উহা শ্রবণ করিতেন। ইবনে হজর সর্ব প্রথম ইহার নিকট হইতে অধ্যাপনা ও ফত্‌ওয়া প্রদানের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৪। বুরহান উদ্দীন আবনাছী:—ইহার নিকট ফেকহ অধ্যয়ন করেন। "মিনহাজ" ও অন্যান্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রন্থাবলী মনযোগ সহকারে পাঠ করেন। অনেক দিন তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া ছিলেন।

৫। সেরাজুদ্দীন ইবনুল মলকান :- ইহারই লিখিত "মিনহাজে"র ভাষ্যগ্রন্থ ইহার নিকট পাঠ করেন।

৬। ইয্যুদ্দীন বিন জমায়া :—বহু দিন তাঁহার নিকট অবস্থান পূর্বক "শরহুল মিনহাজিল্ আছলী", "জামউল জওয়ামে', ইয্যুদ্দীন কৃত "শরহ জমঈল জওয়ামে', "মুখতাছার ইবনুল হাজেব," আয্যুদ্দীন আয়জি কৃত "শরহ মুখতছার ইবনুল হাজেব (ইহার প্রথমার্ধ) "মুতাএওয়াল" প্রভৃতি পাঠ করেন। উপরোক্ত উলামাগণ ব্যতীত ইমামুদ্দীন খওয়ারযেমী এবং কনবর আজমীর শিক্ষাগারে উপস্থিত হইতেন। ইবনুছ্ছাহেব শেহাব উদ্দীন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বছরী এবং জামাল উদ্দীন মারদানীর নিকট বিভিন্ন বিষয় শিক্ষালাভ করেন। মজদুদ্দীন ফিরোযাবাদীর (কামুছ প্রণেতা) নিকট আভিধানিক বিদ্যা শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। গমারী এবং মহেব উদ্দীন বিন হিশামের নিকট আরবী-সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। বদরুদ্দীন বশতাকীর নিকট আদব, উরুয এবং আবু আলী যফতাবী ও নুরুদ্দীন বদমাছীর নিকট রচনা শিক্ষা লাভ করে। তন্নুখীর নিকট কেরাআত "আলমুফলেহুন" পর্যন্ত সপ্ত কেরাআত শিক্ষা করেন। ইহার পূর্বে অন্যান্য শিক্ষকগণের নিকট "তজবীদ" শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

আল্লামা হাফেয ছয়ূতী তাঁহার উস্তাযগণ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—'ইঁহাদের প্রত্যেকেই এক একজন শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং ইঁহারা বিভিন্ন শাস্ত্রে খ্যাতি লাভ করিয়া তৎকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেমরূপে গণ্য হইতেন। আল্লামা তন্নুখী কেরাআত বিদ্যায় ও উচ্চ ছনদ বর্ণনায়, আল্লামা ইরাকী হাদীছ ও তদানুষঙ্গিক বিষয়ে, আল্লামা হায়শামী মতন কণ্ঠস্থে ও বর্ণনায়, আল্লামা বালকিনী হেফ্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে, ইবনুল মলকান গ্রন্থ সঙ্কলনে, মজদুদ্দীন ফিরোযী আবিধানিক বিদ্যায়, আল্লামা গমারী আরবী ভাষা সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এইরূপ মহিউদ্দীন বিন হিশাম অতীব মেধাশক্তির জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। আল্লামা ইয্যুদ্দীন জমাআ নানাবিধ শাস্ত্রে পরিজ্ঞাত থাকায় তিনি বলিতেন আমি এমন পনের প্রকারেরর বিদ্যা শিক্ষা দান করিয়া থাকি, বর্তমান যুগের উলামাগণ যাহার নাম পর্যন্ত অবগত নহেন।

আল্লামা ছখাবী লিখিতেছেন :—

وجد فى الفنون حتى بلغ الغاية

আল্লামা ইবনে হজর প্রত্যেক শাস্ত্র অত্যন্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত পাঠ করেন এবং শেষ সীমায় উপনীত হন।

অতঃপর আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন তাঁহার অন্তরে হাদীছ চর্চার অনুরাগ প্রদান করেন। তখন হইতে সর্বোতভাবে এই দিকে মন সংযোগ করেন। আল্লামা ফহদ লিখিতেছেন—

ومسموعاته ومشائيخه كثيرة لاتوصف ولاتدخل تحت الحصر

ইবনে হজর বহু মুহাদ্দেছীনের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এতোধিক গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া ছিলেন যাহা গণনা করা দুঃসাধ্য।

আল্লামা ছখাবী বর্ণনা করিতেছেন—তাঁহার শ্রুত হাদীছসমূহের এবং শয়খগণের সংখ্যা অনেক তিনি শায়খগণের নিকট এবং সমসাময়িক বিদ্বানগণের নিকট বরং তন্নিম্নস্থ ব্যক্তিগণ হইতে উচ্চ ও নিম্ন ছনদের সহিত হাদীছ শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছেন।

বহু সংখ্যক মুহাদ্দিছিনের নিকট হইতে হাদীস শাস্ত্রে অবাদ জ্ঞানার্জন করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি এই শাস্ত্রে নির্দিষ্টরূপে হাফেয যয়নুদ্দীন ইরাকীর সাহচর্যে থাকিয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হইয়াছিলেন। হাফেয ছখাবীর বর্ণনা মতে—

الكثير من الكتب والاجزاء الصغار

তিনি আল্লামা ইরাকীর নিকট ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু গ্রন্থ অধয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সংকলিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে "আলফিয়া" "শরহ আলফিয়া" "নোকাত আলী ইবনিচ্ছেনাহ" প্রভৃতি তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। আল্লামা ইরাকী সর্ব প্রথম তাঁহাকে হাদীছ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অধ্যাপনার এজাযত দান করিয়াছিলেন।

তাঁহার খোদা প্রদত্ত স্মৃতিশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, তিনি সম্পূর্ণ ছুরা মরইয়ম একই দিবসে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। "হাবীউচ্ছগীর" নামক গ্রন্থের সিকি পৃষ্ঠা দুইবার পাঠে মুখস্থ করিয়া লন। প্রথম বার শিক্ষকের নিকট বিশুদ্ধভাবে পড়িয়া লইতেন, দ্বিতীয়বার স্বয়ং পাঠ করিতেন এবং তৃতীয়বারে সম্পূর্ণ মুখস্থ শুনাইয়া দিতেন। শিক্ষাকাল হইতেই তাঁহার মেধা শক্তি প্রকাশ লাভ করে। হাফেয ইবনে ফহদ লিখিয়াছেন—

وكان احسن الله تعالى اليه فى حال طلبه صفيدا فى ذى مستفيد

হাফেজ ইবনে হজর বিভিন্ন শাস্ত্রে পূর্ণদক্ষতা লাভ করেন এবং সর্বপ্রথম সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি মনোযোগ দান করেন।

ইবনে ফহদ আরও লিখিয়াছেন—فتفاق فى فنونهما উভয় শাস্ত্রে তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ফেক্‌হ ও আরবী ভাষা জ্ঞান সম্বন্ধে ইবনুলইমাদ লিখিতেছেন وبرع فى الفقه والعربية তিনি ফেক্‌হ ও আরবীতে দক্ষতা লাভ করেন। কাব্যে ও কথিকায় তাঁহার প্রকৃতিগত অনুরাগ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতেন এবং অতি সুন্দর ও ভাবউদ্দীপক কবিতা পাঠ করিতেন। ইব্‌নুল ইমাদ লিখিয়াছেন—

وتوسع بالنظم وقال الشعر الكثير المليح الى الغاية

ইব্‌নে ফহদ তাঁহার কবিত্বের প্রশংসায় লিখিয়াছেন—

وقال الشعر الحسن الذى هو ارق من النسيم

তিনি এমন কবিতা বলিতেন যাহা প্রভাত বায়ু হইতেও অধিক হৃদয় স্পর্শক হইত। ইব্‌নে ফহদ উধৃত তাঁহার একটি কছিদার নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

مازلت فى سفن الهوى تجرى بى
لا نافعى عقلى ولا تجريبى

আমি প্রণয়ের তরণীতে অনবরত ভাসিয়া চলিয়াছি, আমার বিবেকও কোন উপকার সাধন করে নাই, এবং আমার পরীক্ষায়ও কোন ফল দেয় নাই। আল্লামা ইব্‌নে ফহদ তাঁহার দিওয়ান হইতে দুইটি কবিতা উধৃত করিয়াছেন—

احببت وقادا كنجم طالع
الزلته برضا الغرام فوادى

উদয়মান তারকার ন্যায় প্রদীপ্ত আলোককে আমি ভালবাসিয়াছি। তাহাকে আকুল স্পৃহায় আমি অন্তরে স্থান দান করিয়াছি।

وانا الشهاب فلا تنا عد عاذلى
ان ملت نحو الكواكب الوقاد

আমি অগ্নিশিখা, ('শেহাব' তাহার উপাধি) এই হেতু যদি আমি উজ্জ্বল তারকার প্রতি আকৃষ্ট হই, তাহাতে আমার তিরস্কারকারীগণের হিংসা করা উচিত হইবে না।

উস্তায্‌ ইরাকী তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত ছাত্র হইতে অতি বড় বিদ্বান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাকিউদ্দীন ফাযি এবং বুরহান উদ্দীন হলভী উভয়ে এক মতে সাক্ষ্যদান করিয়াছেন—

مارأينا مثله

"আমরা তাঁহার ন্যায় কাহাকে দেখি নাই"। একদা ফাযেল তগর বরদী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— ارايت مثل نفسك ؟ আপনি আপনার ন্যায় কাহাকে দেখিয়াছেন কি? তদুত্তরে তিনি কোরআনের আদেশ فلا تزكوا انفسكم "তোমরা নিজের বড়াই করিওনা" এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। হাফেয ইব্‌নে ফহদ "লাহযুল ইলহায" (لحظ الالحاظ) গ্রন্থে তাঁহার আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দ দ্বারা আরম্ভ করিয়াছেন—

ابن حجر...العسقلانى المصرى الشافعى الامام العلامة الحافظ فريد الوقت مفخر الزمان بقية الحفاظ علم الاعلام عمدة المحققين خاتمة الحفاظ المتبحر زين والقضاة المشهورين ابو الفضل شهاب الدين

হাফেয ছয়ূতী তাঁহার "যয়ল তায্‌কিরাতুল্‌ হোফ্‌ফায্‌" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ابن حجر شيخ الاسلام وامام الحفاظ في زمانه وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقا قاضي القضاة

ঐতিহাসিক ইব্‌নুল্ ইমাদ লিখিয়াছেন—

شيخ الاسلام علم الاعلام امير المؤمنين في الحديث حافظ العصر

হাফেযের দ্রুত পঠন ও লিখন ঃ—হাফেয্ ইবনে হজর দ্রুত পঠনে এতদূর অভ্যস্ত ছিলেন যে, শুনিলে অবাক হইতে হয়। একবার ছহি বোখারী শরীফ দশ বৈঠকে পড়িয়া তিনি নিঃশেষিত করেন। (প্রত্যেক বৈঠক যোহর হইতে আছর পর্যন্ত ছিল) এইরূপ ছহি মুসলিম গ্রন্থখানি আড়াই দিবসে পাঁচ বৈঠকে সমাপ্ত করেন। ইমাম নাছায়ীর "ছুননে কুবরা" দশ বৈঠকে শেষ করেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই যে, তিনি একবার শাম রাজ্য ছফর কালীন তব্‌রানীর "আল্ মো' জামুচ্ছগীর" المعجم الصغير গ্রন্থখানি যাহাতে ছনদ্-সহ দেড় সহস্রাধিক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। উহা একই বৈঠকে যোহর হইতে আছর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ শুনাইয়া দেন। দামেস্কে দুইমাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন, এই সময় তিনি নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত ও লিখনী কার্য্যে লিপ্ত থাকা স্বত্বেও প্রায় একশত খানি হাদীছ শামবাসীদিগকে কেরআত করিয়া শুনাইয়া ছিলেন।

হাফেয ইবনে হজর দ্রুত পঠনে যেরূপ অভ্যস্ত ছিলেন, তদ্রূপ দ্রুত লিখনীও চালনা করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার হস্তাক্ষর ভাল ছিলনা, তদুপরি তাঁহার অক্ষরগুলিও এক প্রকার ছিলনা। তজ্জন্য তাহার লিখনী পাঠ করা বহু দুষ্কর হইয়া পড়িত।

আল্লামা রাগেব তাব্বাখ হলবী তাঁহার ইলমিয়া প্রেসে "মুকদ্দমা ইবনুছ্ ছেলাহ ময়াত্ তক্‌য়ীদে ওয়াল্ ইযাহ লিল্ ইরাকী" مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والايضاح للعراقي নামক যে গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়াছেন তাহার প্রারম্ভে ইবনে হজরের হস্তলিপির ফটো প্রকাশ করিয়াছেন।

কাযী পদ গ্রহণ ঃ—সর্ব প্রথম আল্ মালেকুল মুআইয়াদ তাঁহাকে শাম রাজ্যের কাযী পদ গ্রহণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে ৮২৭ হিজরী সালের মহর্‌রম মাসে আল্-মালেকুল আশরাফ তাঁহাকে কায়রো ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহের কাযী পদে নিয়োজিত করেন। তিনি স্বপদে নিযুক্ত থাকিয়া অত্যন্ত দক্ষতা ও দিয়ানত দারীর সহিত স্বীয় কর্তব্য পালন করিতে থাকেন। আল্লামা ছখাবীর বর্ণনা মতে তিনি প্রায় একুশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কাযী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহাকে বহুবার ইস্তিফা দান করিতে হয়।

অধ্যাপনা ও ফত্‌ওয়া প্রদান ঃ—হাফেয ইব্‌নে হজর তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ধর্মীয় বিদ্যার বিশেষতঃ হাদীছ শাস্ত্রের প্রচার, প্রসার, অধ্যাপনা, গ্রন্থ-সঙ্কলন ও ফতাওয়া প্রদান কার্য্যে অতিবাহিত করেন।

কায়রোর বড় বড় শিক্ষাগারে বহুকাল পর্যন্ততিনি তফ্‌ছীর, হাদীছ, ও ফেক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষাদান করেন। বিখ্যাত শিক্ষাগার হুছায়নিয়া এবং মনছুরিয়ায় তফ্‌ছীর শিক্ষাদান করেন, অনুরূপ বয়বরসিয়া, জামালীয়া, হুছায়নীয়া, যয়নাবীয়া, শায়খুনীয়া এবং মনছুরিয়ায় হাদীছের অধ্যাপনা; খরুবিয়া, বদ্‌রিয়া শরিফিয়া ফখ্‌রিয়া, ছালেহীয়া নেজামিয়া এবং মুয়ায়াদিয়া মাদ্রাসা সমূহে ফেক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষা দান করেন। তিনি প্রসিদ্ধ দারুল্-উলুম বয়বরসিয়ার প্রিন্সিপাল ও প্রধান অধ্যাপকের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। "দারুল্-আদলে" ফতাওয়া প্রদানের কার্য তাঁহার প্রতি ন্যস্ত ছিল। প্রসিদ্ধ জামে' আযহার ও তৎপর জামে' আমর বিনুল্ আছের তিনি খতীব ছিলেন। বিখ্যাত গ্রন্থাগার মাহমুদিয়া গ্রন্থালয়ের তিনি লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। এই সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্বেও সহস্রাধিক বৈঠকে তিন তাঁহার বক্তৃতাগুলিও লিপিবদ্ধ করাইতেন।

ইন্তিকাল ঃ—হাফেয ইবনে হজর হিজরী ৮৫২ সালের যুল্‌কাদা মাসে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া মাসাধিককাল শয্যাশায়ী থাকেন। কখন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কখন থুথুর সহিত রক্ত মিশ্রিত দেখা যাইত এমত-বস্থায় পীড়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নিয়তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কাহারও সাধ্য নাই। ফলে নির্দিষ্ট সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। হিজরী ৮৫২ সালের যুল্‌হজ্জ মাসের ২৮শে তারিখ শনিবার রাত্রি এশার নমাযান্তে আত্মীয় স্বজন ভক্ত অনুরক্ত বন্ধুকে শোক সাগরে ভাসাইয়া বিদ্যা গগনের উজ্জল জ্যোতিক চিরতরে অস্তরিত হইল।

انا لله وانا اليه راجعون' رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفرله مغفرة جامعة

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে কাযিউল্ কোযাৎ (قاضى القضاة) ছা'দুদ্দীন বিন্ আদ্দায়রী তাঁহার সাক্ষ্যাতের জন্য আগমন করেন। এবং হাফেজ ছাহেবকে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বাদ করেন। তদুত্তরে তিনি ইমাম আবুল কাছেম যমখ্‌শরীর কাছিদা হইতে নিম্নোক্ত চারিটী কবিতা শুনাইয়া দেন।

قرب الرحيل لى ديار الاخرة
فاجعل الهى خير عمرى آخره

পরকালীন রাজ্যের যাত্রা অতি সন্নিকট, অতএব হে আমার প্রভু! আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত সর্বোত্তম করিয়া দাও।

وارحم مبيتى فى القبور و وحدتى
وارحم عظامى حين تبقى ناخره

আমার সমাধি স্থলে আমার রাত্রি যাপনের স্থানের প্রতি দয়া কর, আমার নির্জন একাবাসের প্রতি দয়া কর, আমার অস্থির প্রতি দয়া কর যখন সেগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া অবশিষ্ট রহিয়া যাইবে।

فانا المسكين الذى اياما
جاءت باوزار خلت متواتره

আমি অত্যন্ত মিছকীন, যাহার জীবনের দিন গুলি সর্বদা পাপে অতিবাহিত হইয়াছে।

فلئن رحمت فانت اكرم راحم
فبحار جودك يا الهى زاخره

অতএব যদি তুমি দয়া কর, তবে তুমি প্রত্যেক দয়াবান হইতে অতীব দয়াশীল। হে আমার প্রভু! তোমার দানের সমুদ্র সদা প্রবাহিত হইয়াই চলিয়াছে।

তাহার মৃত্যুপোলক্ষে বড় বড় সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণ অত্যন্ত হৃদয় বিদারক মুছিয়া (লোক-গাথা) লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি শেহাব উদ্দীন আবু তৈয়ব আহমদ বিন্ মুহাম্মদ (হেজায আন্‌ছারী নামে খ্যাত) তাঁহার সুদীর্ঘ মুছিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এবং উপরোক্ত কবিতার সহিত পদ মিলাইয়া তাহা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার একটি কবিতা নমুনা স্বরূপ উধৃত হইল।

كل البرية للمنية صائره
وتقولها شيا فشيا سائره

সংকলিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ

ইমাম ছাহেবের সংকলিত গ্রন্থসমূহের সংখ্যা দেড় শতাধিক হইবে। যদিও অধিকাংশ গ্রন্থ হাদীস, রেজাল, এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয় তথাপি ইহার মধ্যে এমন অনেক সংকলন রহিয়াছে, যাহাতে সাহিত্য, ফেক্‌হ, ওছুল ও কালাম প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যার সমাবেশ হইয়াছে। আমরা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে কেবলমাত্র তাহার কতিপয় বিখ্যাত গ্রন্থের নামের তালিকা প্রদান করিতেছি।

১। ফতহুল্ বারী ২। মোকদ্দমাতুল ফত্‌হ ৩। তাহযিবুত্ তাহ্‌যিব ৪। লিছানুল্ মীযান ৫। মুশতাবা হুন্ নছাবা ৬। এছাবা ফি মা'রেফাতিছ্ ছাহাবা। ৭। তা'লিকুত্ তা'লিক ৮। নুখ্‌বাতুল্ ফিক্‌র ৯। বলুগুল্ মোরাম ইত্যাদি

ফত্‌হুল বারী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

এই জগদ্বিখ্যাত মহা গ্রন্থখানি হাফেজ ইবনে হজর আস্কালানী ৮১৭ হিজরীতে লিখিতে আরম্ভ করেন। এবং বহু কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকারের পর ২৫ বৎসরে সুদীর্ঘ ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে ৮২৪ হিজরী সালে এই মহামূল্য গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া মুসলিম জগতকে উপহার প্রদান করিতে সক্ষম হন। ইতিপূর্বে ইহারই ভূমিকা

www.ahlehadeethbd.org

স্বরূপ একখানি জ্ঞান সমৃদ্ধ ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। উহা মকদ্দমাতুল্ ফতহ (مقدمة الفتح) নামে খ্যাত। ছহি বোখারীর যতগুলি ভাষ্য গ্রন্থ এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে ফতহুল্ বারীই শীর্ষ স্থানীয় এবং সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। 'কাশ্ফুয্ যুনুন' লেখক এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

وشهرته وانفراده بما يشتمل عليه من الفوائد الحديثية والنكات الادبية والفوائد الفقهية تغنى عن وصفه

[এই মহাগ্রন্থের অন্তর্হিত হাদীসী উপকারিতা, সাহিত্যিক তত্ত্ব ও তথ্য এবং ফিকাহ সম্পর্কীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ উহার প্রশংসা করার তুওয়াক্কা রাখে না।]

প্রথমাবস্থায় গ্রন্থকার অল্প অল্প করিয়া লিখিতেন, অতঃপর কিছু অংশ লিখিত হইলে অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাঁহার লিখিত অংশগুলি নকল করিয়া লইতেন। প্রত্যেক সপ্তাহে এক নির্দিষ্ট দিবসে মুহাদ্দেছগণের মধ্যে ইহা লইয়া আলোচনা ও সমালোচনা চলিত। আল্লামা বোরহান উদ্দীন বিন্ খেযের লিখিতাংশটি প্রথম পাঠ করিতেন। বিভিন্ন উলামা প্রয়োজনায় ও সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন, হাফেয ইবনে হজর উহার প্রত্যেকটির সুন্দর এবং সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতেন। এই প্রকারে প্রত্যেক লিখিতাংশের উপর আলোচনা, সমালোচনা, গবেষণা এবং অনুশালনের পর গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইত। গ্রন্থখানির রচনা সমাপ্ত হইলে গ্রন্থকার স্বয়ং পাঁচ শত স্বুবর্ণ স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিয়া সর্ব সাধারণকে ওলিমার নিমন্ত্রণ প্রদান করেন। এবং উপস্থিত বড় বড় আলেমগণের খেদমতে উহা পেশ করেন। তদানীন্তন রাজা বাদশাহগণ এই গ্রন্থ খানি স্বর্ণ মুদ্রায় ওজন করিয়া ক্রয় করিয়া লন। এই গ্রন্থ রচনার কিছুকাল পরই স্বনাম ধন্য গ্রন্থকার মানব লীলা সম্বরণ করেন।

সেই সময়ে আল্লামা বদরুদ্দীন আবি মুহাম্মদ মাহমুদ বিন্ আহমদ আল্ আয়নী আল্ হানাফী (৮৫৫ হিঃ) বোখারীর "উমদাতুল্ কারী" (عمدة القارى) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি সংকলন করেন। কাশফুয় যনুন প্রণেতা উক্ত ভাষ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—

واستمد فيه من فتح البارى بحيث ينقل منه الورقة بكمالها وكان يستعير من البرهان بن الخضر باذن مصنفه له ويعقبه فى مواضع وطولد بما تعمد الحافظ ابن حجر حذفه من سياق الحديث بتمامه

আল্লামা আয়নী তাঁহার ভাষ্য গ্রন্থের ফত্হুল্ বারী হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এমন কি কোন কোন স্থলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। বোরহান বিন্ খেযেরের নিকট গ্রন্থকারের অনুমতি ক্রমে উক্ত গ্রন্থখানি ধার লইয়া যাইতেন। আল্লামা আয়নী কোন কোন স্থানে হাফেয ইব্নে হজরের প্রতিবাদ করিয়াছেন। হাফেয ছাহেব যে সব বিষয় ইচ্ছা পূর্বক বাদ দিয়াছেন, আল্লামা আয়নী সেগুলির দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন।

হাফেয ইবনে হজরকে কোন ব্যক্তি বলেন, আল্লামা আয়নীর ভাষ্যখানি আপনার ভাষ্য হইতে সুন্দর হইয়াছে কারণ উহাতে ইল্মে মা'য়ানী বয়ান, বদী' (অলঙ্কার শাস্ত্র) প্রভৃতি অধিক পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। তদুত্তরে হাফেয ছাহেব বলেন ঃ—

هذا شئ نقله من شرح ركن الدين وقد كنت وقفت عليه قبله ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم انما كتب منه قطعة الخ ولذا لم يتكلم العينى بعد تلك القطعة بشئ من ذلك انتهى

আল্লামা আয়নী ঐগুলি আল্লামা রোকন উদ্দীনের ভাষ্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। উহা প্রথম আমার হস্তগত হয়, কিন্তু তাঁহার কেতাব অসম্পূর্ণ বিধায় উহা উদ্ধৃত করা আমি সমীচীন মনে করি নাই।

www.ahlehadeethbd.org

আয়নী ইহার পর তাঁহার কেতাবের অবশিষ্টাংশ রচনাকালে মায়ানী, বয়ান, বদী' প্রভৃতি সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন—অধিক কিছুই উল্লেখ করিতে সক্ষম হননাই।

উল্লিখিত কারণেই 'কাশ্‌ফুয্‌ যুনুন' লেখক "উমদাদুল্‌ কারী" সম্বন্ধে যে, সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন—

وبالجملة فان شرحه حافل كامل فى معناه لكن لم يشتهر كاشتهار فتح البارى فى حيوة مؤلفه وهلم جرا

ফলতঃ আয়নীর ভাষ্যখানি একখানি সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু ফর্‌হুল্‌ বারীর ন্যায় গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় অথবা অদ্যাবধি প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই[২]। (২)

(১) কাশফুয্‌ যুনুন (১) ৩৬৭—৩৬৮ পৃঃ।

(২) মৎ লিখিত "বোখারী চরিতের" পাণ্ডুলিপি হইতে উধৃত।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুনতাছির আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

নবম পরিচ্ছেদ ঃ

একরারের বিবরণ ঃ

১১) হযরত আবুযর গেফারীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তুমি সত্য কথা বলিও যদিও উহা অপ্রীতিকর হইয়া থাকে। ইবনে হিব্বান দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قل الحق ولو كان مرا

১০ম পরিচ্ছেদ ঃ

সাময়িক ঋণের (আরীয়তের) বিবরণ

১০২) হযরত সামুরা বিন জুন্দুব (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন বস্তু সাময়িক ভাবে গ্রহণকারী উহা প্রকৃত মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত উহার জন্য দায়ী হইবে। (অর্থাৎ উহা বিনষ্ট হইলে তাহাকে উহার দণ্ড প্রদান করিতেই হইবে)।—আহমদ ও সুনন এবং হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه

১০৩) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছে তুমি তাহা তাহার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়া দাও এবং যে তোমার সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছে তুমি তাহার সহিত খেয়ানত করিওনা।—তিরমিযী ও আবুদাউদ। আবুদাউদ ইহাকে হাসন বলিয়াছেন, ইমাম হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন কিন্তু আবু হাতিম রাযী ইহাকে মুনকর বলিয়াছেন।

ادّ الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك

১০৪) হযরত ইয়া'লা বিন উমাইয়া (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দেখ, তোমার নিকট আমার বার্তাবাহকগণ আগমন করিলে তুমি তাহাদিগকে ত্রিশটি যুদ্ধ-বস্ত্র প্রদান করিও! তখন আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রসূল (দঃ)! উহা দণ্ডযুক্ত সাময়িক ঋণ,[১] না পরিশোধ্য আরীয়ত? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, পরিশোধ্য আরিয়ত।—আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী। ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

اذا اتيك رسلى فاعطهم ثلاثين درعا قلت يارسول الله اعارية مضمونة او عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة

১০৫) হযরত সফ্ওয়ান বিন উমাইয়া (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে নবী করীম (দঃ) সফ্ওয়ানের নিকট হইতে কতিপয় যুদ্ধবস্ত্র (জেরাহ) গ্রহণ করিলেন। তখন সফ্ওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি গস্ব (জবরদস্তি গ্রহণ)? রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, না, বিনষ্ট হইলে উহার দণ্ড পরিশোধ করা হইবে।—আবু দাউদ ও নাসায়ী। হাকীম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং ইবনে আব্বাসের মারফত উহার একটি দুর্বল শাহেদও রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال اغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة

---

১) আরীয়তে মযমূনা অর্থাৎ সাময়িকভাবে যে দ্রব্য গ্রহণ করা হইয়াছে যদি উহা নষ্ট হইয়া যায় তাহাহইলে মূল্য দ্বারা উহার দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। আর আরীয়তে মোআদ্দাতঃ এই যে, যদি উক্ত বস্তু বিনষ্ট না হয় তাহাহইলে উহাই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি উহা নষ্ট হইয়া যায় তবে উহার মূল্য প্রদত্ত হইবে না।—সুবুলুছছালাম।

www.ahlehadeethbd.org

একাদশ পরিচ্ছেদ

গসব বা বলপূর্ব্বক গৃহীত বস্তুর বিবরণ ঃ

১০৬) হযরত সঈদ বিন যয়দ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অপরের অর্ধহস্ত ভূমি (বলপূর্বক) অন্যায় ভাবে গ্রহণ করিবে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাহার গলায় সপ্তখণ্ড ভূমির হার (বেড়ি) পরাইবেন।—বুখারী ও মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع ارضين

১০৭) হযরত আনসের (রাযি) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে রসূলুল্লাহ (দঃ) একদা তাহার কোন পত্নির গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন এমনি সময় অপর এক মু'মিন-কুল-জননী (রসূলুল্লাহর অপর পত্নী) তাঁহার ভৃত্যের দ্বারা একটি পাত্রে করিয়া কিছু আহার্য বস্তু উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু গৃহিণী ক্রোধান্বিত হইয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) উহা উঠাইয়া নিলেন এবং উহাতে আহার্য বস্তু উঠাইয়া উহা ভক্ষণ করিতে নির্দেশ দিলেন এবং উহার পরিবর্তে ভাল একটি পাত্র ভৃত্যের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন আর ভগ্ন পাত্রটি রাখিয়া দিলেন।—বুখারী ও তিরমিযী। তিরমিযী হযরত আয়েশার নাম ভঙ্গকারিনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বর্ধিত করিয়াছেন যে, নবী (দঃ) অতঃপর বলিলেন, আহারের পরিবর্তে আহার এবং পাত্রের পরিবর্তে পাত্র (পরিশোধ করিতে হইবে)। তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فكسرت القصعة فضمنها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة

১০৮) হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, যেব্যক্তি অপরের ভূমিতে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত ফসল উৎপন্ন করে সে উহার কিছুই পাইবেনা। বরং উহার উৎপাদনে তাহার যে খরচ লাগিয়াছে সে তাহা পাইবে।—আহমদ ও সুনন—নাসায়ী ব্যতীত এবং তিনি ইহাকে হাসন বলিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من زرع فى ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته

১০৯) হযরত উরওয়া বিন যুবায়রের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহর (দঃ) জনৈক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, দুইজন লোক রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে একখণ্ড ভূমি সম্বন্ধে বিবাদ মীমাংসার জন্য হাযির হইলেন। ইহাদের একজন উক্ত ভূমিতে খাজুরের বৃক্ষ রোপন করিয়াছে কিন্তু ভূমিখণ্ড অপর ব্যক্তির। রসূলুল্লাহ (দঃ) ভূমিখণ্ড তাহাতে প্রোথিত মালিকের হস্তে প্রদান করিলেন এবং হুযূর আরও বলিলেন, অন্যায় আচরণকারীর বৃক্ষ রোপণের কোনঅধিকার নাই।—আবুদাউদ, ইহার সনদ হাসন। ইহার শেষাংশ সুনন গ্রন্থে উরওয়া আন্ সঈদ বিন যয়দের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহার যুক্তসূত্র এবং বিচ্যুতসূত্রে (মওসুল ও মুর্সল হওয়াতে) এবং সাহাবীর নির্দিষ্টতায় মতবিরোধ ঘটিয়াছে।

ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى ارض غرس احدهما فيها نخلا والارض للاخر فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالارض لصاحبها وامر صاحب النخل يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق

১১০) হযরত আবিবকরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) কুরবানী দিবসে মীনা প্রান্তরে তাঁহার ভাষণে ইর্শাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত এবং ধন সম্পদ তোমাদের পরস্পরের প্রতি হারাম (অবৈধ) করা হইল অঙ্গীকার

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فى خطبة يوم النحر بمنى ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই পবিত্র দিবসের ন্যায় এই পবিত্র শহরে এবং এই পবিত্র মাসে। (অতএব তোমাদের পরস্পর পরস্পরের মান-সম্মান, ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করিওনা, অন্যায় ভাবে একজন অপরের সম্মান হানী ঘটাইওনা)।— বুখারী ও মুসলিম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ

শুফ্‌অর[১] বিবরণ ঃ

১১১) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রত্যেক অবিভক্ত বস্তুতে শুফার মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু যখন সীমানা নির্দিষ্ট হইয়া যায় এবং রাস্তার গতিও পরিবর্তিত হইয়া পড়ে তাহাহইলে শুফার দাবী প্রতিপন্ন হইবে না। (অর্থাৎ অবিভক্ত কোন বস্তুতে এক শরীক স্বীয় অংশ স্বীয় শরীক ব্যতীত অপরের নিকট বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে উহা জায়েয হইবে না বরং শুফার কারণে অপর শরীকই উহা ক্রয় করার অধিক হকদার বিবেচিত হইবে। পক্ষান্তরে, বণ্টনের পর সীমা চিহ্নিত হইয়া গেলে শুফার অপরিহার্যতা থাকেনা, এই হাদীসে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে)।— বুখারী ও মুসলিম, শব্দ বুখারী হইতে গৃহীত। মুসলিমের অপর বর্ণনাতে বর্ণিত হইয়াছে, ভূমি, বাড়ী ও বাগানের অংশীযুক্ত বস্তুতে শুফা' প্রতিপন্ন হইবে। একজন অংশীদারের পক্ষে অপর অংশীদারকে জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বীয় অংশ অপরের নিকট বিক্রয় করা জায়েয নহে। তাহাবীর এক রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে, প্রতি বস্তুতেই রসূলুল্লাহ (দঃ)

قال قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالشفعة فى كل مالم يقسم فاذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلاشفعة

শুফআর[১] নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহার সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।

فى كل شيء

১১২) হযরত আবু রাফে' (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন যে, পড়শী তাহার শুফা'র হক প্রাপ্তির অধিক হকদার।—হাকিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الجار احق بشفعته

১১৩) হযরত আনস বিন মালেকের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, গৃহের পড়শী গৃহের অধিক হকদার (যদি বিক্রয় করা হয় তবে তাহাকেই প্রদান করিতে হইবে)।—নাসায়ী; ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তুউহাতে কিছু দোষ (এবং উহার খণ্ডনও) রহিয়াছে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جار الدار احق بالدار

১১৪) হযরত জাবেরের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, প্রতিবেশী স্বীয় প্রতিবেশীর শুফ'আ প্রাপ্তির অধিক হকদার যদি উভয়ের রাস্তা এক হয় তবে একজনের অনুপস্থিতিতে অপরকে তাহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে।—আহমদ ও সুনন এবং ইহার রাবীগণ বিশ্বস্ত।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظربها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا

১১৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, শুফার

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الشفعة كحل العقال

১। শরয়ী কারণ বশতঃ এক অংশকে অপর অংশের সহিত নির্দিষ্ট মূল্যে যুক্ত করিয়া দেওয়া। অর্থাৎ এক শরীকের অংশে অপর শরীকের হক প্রতিষ্ঠিত করা যাহা অপরের নিকট বিক্রয় করিতে যাইতেছে। শরয়ী পরিভাষায় এইরূপ হককে শুফার হক বলা হইয়া থাকে —সুবুল।

১) যে সমস্ত বস্তু বিভক্ত হওয়ার যোগ্য তাহাতে শুফা প্রতিপন্ন হওয়াতে কোন দ্বিমত নাই কিন্তু যে সমস্ত বস্তু অবিভাজ্য উহাতে শুফা প্রতিপন্ন হওয়া সম্বন্ধে সুধী সমাজে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্নরূপী হাদীস উক্ত বিরোধের কারণ বলিয়া মনে হয়। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য নয়লুল আওতার ও সুবুল প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

হক্ ক্রত বাতিল হইয়া যাইবে যদি শরীক উহার প্রতি ত্বরান্বিত না হয় যেমন দুষ্ট উট বন্ধন-মুক্ত হইলেই ছুটিয়া পলায়ন করে।—ইবনে মাজাহ ও বয্যার ; ইহাতে অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য শুফা নাই" অংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু এই হাদীস অতীব দুর্বল। (ইহার সনদে মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান নামক জনৈক রাবী স্বীয় পিতার মারফত কতিপয় হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন উহার সমস্তটাই মওযূ' বা প্রক্ষিপ্ত, ইহার দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা আদৌ উচিত নহে।)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ

মুকারাযা বা লভ্যাংশের বিনিময়ে ব্যবসার বিবরণ ঃ

১১৬) হযরত সুহায়বের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, তিনটি কার্যে অতি বরকত নিহিত রহিয়াছে (১ম) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয়, (২য়) লভ্যাংশের শর্তে অপরের সম্পদ দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা, (৩য়) নিজের গৃহে ব্যবহারের জন্য গমের সহিত যব মিশ্রিত করায়—কিন্তু বিক্রির জন্য নহে।—ইবনে মাজাহ দুর্বল সনদে।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ثلث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

১১৭) হযরত হেকীম বিন হেযাম (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন তিনি কোন লোকের নিকট ব্যবসার উদ্দেশ্যে মূলধন প্রদান করার সময় নিম্নলিখিত শর্তগুলি আরোপ করিতেন যে, দেখ, (১) তুমি আমার সম্পদকে কাঁচা মাল ক্রয়ে নিয়োজিত করিবেনা, (২) উক্ত পুঁজী লইয়া সমুদ্রে গমন করিবেনা (৩) আর সয়লাবে প্লাবিত হয় এরূপ স্থানে গমন করিবেনা। দেখ, যদি এই শর্তগুলি লঙ্ঘন কর তাহা **হইলে আমার সম্পদের ক্ষতির জন্য তুমিই সম্পূর্ণ দায়ী** হইবে। —দারকুত্নী, ইহার রাবীগণ বিশ্বস্ত।

انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة ان لاتجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر ولا تنزل به فى بطن مسيل فان فعلت شيأ من ذلك فقد ضمنت مالى

ইমাম মালেক স্বীয় মোআত্তায় 'আলা বিন আবদুর রহমান বিন ইয়া'কুব আন আবিহি আন জাদ্দিহি সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাঁহার পিতামহ হযরত উছমানের পুঁজী লইয়া এই শর্তে ব্যবসা করিয়াছেন যে, লভ্যাংশ উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হইবে। ইহা বিশুদ্ধ মওকুফ হাদীস।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ

মুসাকাত[১] এবং ইজারার বিবরণ ঃ

১১৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) খয়বরবাসী ইয়াহুদদের খয়বরের ভূমি কর্ষণে নিয়োজিত করিলেন এই শর্তে যে, উহাতে যে শস্য অথবা ফল উৎপন্ন হইবে তাহার অর্ধেক তাহারা পাইবে।—বুখারী ও মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع

উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অপর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইয়াহুদরা রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে তাহাদিগকে খয়বর ভূমিতে অবস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করতঃ উক্ত ভূমির উৎপাদিত দ্রব্যের অর্ধেক

فسألوا ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه

১) মুসাকাত—নির্দিষ্টাংশ ফলের বিনিময়ে খাজুরের অথবা অন্যান্য বৃক্ষের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত হওয়া।

ইজারা—নগদ টাকা পরিশোধ করতঃ যমীন গ্রহণ করা। মুযারাআ—যমীনে উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু অংশের বিনিময়ে উহাতে কৃষিকার্য করা। কিন্তু বীজ মালেককেই প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে মুখাবারায় বীজ প্রদান করা কৃষিকারীর যিম্মায় হইয়া থাকে। মুযারা'আ সম্পর্কে উল্লিখিত বিভিন্ন রূপী হাদীসের সমীকরণে বলা হইয়াছে যে, নিষিদ্ধতার হাদীসগুলি পূর্বেকার সুতরাং উহা মনসুখ। এসম্পর্কে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

অংশ তাহাদিগকে প্রদানের শর্তে তাহাদের উপর উক্ত কার্যভার অর্পণ করার আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, যতদিন পর্যন্ত আমাদের ইচ্ছা হয় ততদিন পর্যন্ত তোমাদিগকে তথায় অবস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করিলাম। সেমতে তাহারা তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। অতঃপর হযরত উমর স্বীয় খিলাফত কালে তাহাদিগকে দেশান্তরিত করেন। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) খায়বরের এহুদীদের নিকট খায়বরের খাজুর বৃক্ষ ও ভূমি প্রদান করিলেন, যাহাতে তাহারা

وآله وسلم اقركم بها على ذلك ماشئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها

উহাতে ফল ফসল উৎপন্ন করিবে এবং তাহার অর্ধেক শস্যের অধিকারী হইবে।

১১৯) জনাব হানযালা বিন কয়স রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমি হযরত রাফে' বিন খাদীজকে (রাযিঃ) স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে ভূমি ইজারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহাতে কোন দোষ নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) যুগে লোকেরা নালি প্রবাহিত হওয়ার নির্দিষ্ট স্থানের, উপনালার সম্মুখবর্তী স্থানের এবং কৃষির নির্দিষ্ট অংশের শর্তে এরূপ করিত। ফলে, কোন সময় উক্ত স্থানের শস্য নষ্ট হইয়া যাইত এবং অপর অংশের শস্য ভাল থাকিত, পক্ষান্তরে, কোন সময় ইহার বিপরীতও হইত। লোকেরা সাধারণতঃ এই ভাবেই ভূমি ইজারা গ্রহণ করিত সুতরাং রসুলুল্লাহ উহাকে নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট জ্ঞাত

لاباس به انما كان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الماذيانات واقبال الجداول وشيء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به

অংশের পরিবর্তে ভূমি গ্রহণ করায় কোন দোষ হইবে না।—মুসলিম। (গ্রন্থকার বলেন,) সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে ভূমি ভাড়া লওয়ার নিষিদ্ধতার যে ইজমালী বর্ণনা রহিয়াছে ইহাতে উহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

১২০) হযরত সাবেত বিন যাহ্হাক (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) মুযারা'আ হইতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং নগদ মুদ্রা বিনিময়ে উহা গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।—মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمواجرة

১২১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ শিঙ্গা গ্রহণ করিলেন এবং শিঙ্গাদাতাকে তাহার প্রাপ্য প্রদান করিলেন। যদি উহা অবৈধ হইত তাহা হইলে তিনি তাহাকে কিছুই প্রদান করিতেন না।—বুখারী।

قال حجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واعطى الذى حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه

১২২) হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) শিঙ্গা প্রদানকারীর উপার্জনকে খবীছ—অনুৎকৃষ্ট বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।—মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كسب الحجام خبيث

১২৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ ইর্শাদ করিয়াছেন, তিন জন লোকের বিরুদ্ধে কিয়ামত দিবসে আমি স্বয়ং (সরকার) বাদী হইব। (এক) আমার নামের উপর যে ব্যক্তির নিকট কিছু প্রদান করা হইল অথচ উহাতে সে বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া ফেলিল, (দুই) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন লোককে বিক্রয় করতঃ উহার মূল্য খাইয়া ফেলিল ও (তিন) যে ব্যক্তি

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله عزوجل ثلثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعط اجره

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোন মজদুর নিয়োগ করিল আর তাহার নিকট হইতে ষোলআনা কাজ বুঝিয়া লইল অথচ তাহার পাওনাটা পূর্ণভাবে প্রদান করিল না।—মুসলিম।

১২৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যে সমস্ত বিষয়ে বেতন গ্রহণ করা যায় তন্মধ্যে অত্যধিক উত্তম বস্তু হইতেছে আল্লাহর কিতাব-কুরআন মজীদ[১]।—বুখারী।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ان احق ما اخذ تم عليه اجرا كتاب الله

১২৫) হযরত ইবনে উমরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন যে, মজদুরের মজুরী তাহার শরীরের ঘর্ম শুষ্ক হওয়ার পূর্বেই পরিশোধ করিয়া দাও।—ইবনে মাজাহ, আবু ইয়া'লা ও বয়হকী হযরত আবু হুরায়রার প্রমুখাৎ এবং তাবরানী হযরত জাবেরের বাচনিক এই সম্পর্কে কতিপয় রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সমস্ত রেওয়ায়তই দুর্বল।

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

১২৬) হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে নবী করিম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে, ব্যক্তি কোন মজদুরকে কাজে নিযুক্ত করিবে তাহার পক্ষে মজুরের পূর্ণ মজুরী প্রদান করা একান্ত উচিত।—আবুদুর রয্যাক, ইহার সনদ বিযুক্ত কিন্তু বয়হকী ইমাম আবু হানিফার সূত্রে ইহাকে যুক্ত সনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من استأجر اجيرا فليتم له اجرته

১) আবু দাউদ প্রভৃতিতে কুরআনের শিক্ষা প্রদানে বেতন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং আলেমগণের মধ্যে এই বিষয়ে মতবিরোধ ঘটিয়াছে: জমহুর উলামার মতে উহাতে টাকা গ্রহণ করা জায়েয, আলোচ্য হাদীসই তাঁহাদের প্রমাণ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদের মতে উহা জায়েয নহে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি অন্যান্য বৃহৎ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ:

অনাবাদী ভূমি আবাদ করার বিবরণ:

১২৭) জননী আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন যে ব্যক্তি এরূপ কোন অনাবাদী ভূমি আবাদ করে যাহা কাহারও অধিকার ভুক্ত নহে সে উহার অধিক হকদার (অর্থাৎ সেই উহার মালিক হইবে)। উরওয়া বলেন, হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) তাঁহার খিলাফত কালে এই রূপই ফয়সালা করিয়াছেন।—বুখারী।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها قال عروة وقضى به عمر فى خلافته

১২৮) হযরত সঈদ বিন যয়দ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী ভূমি আবাদ করিবে সেই উহার মালিক হইবে।—আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী। তিরমিযী ইহাকে হাসন বলিয়াছেন এবং তিনি ইহাকে মুর্সালভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলেন, ইহাই সঠিক। কোন্ ছাহাবী হইতে ইহা বর্ণিত তৎসম্পর্কে ইখ্তেলাফ রহিয়াছে কেহ হযরত জাবের, কেহ জননী আয়েশা আর কেহ আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু প্রথমোক্ত সাহাবী হওয়াই অধিক যুক্ত-যুক্ত।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من احيى ارضا ميتة فهى له

১২৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক সা'ব বিন জুসামা লয়সীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, (সরকারী পশু চরানোর উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত) আল্লাহ এবং রসূলের নির্দিষ্টকৃত ভূমি ব্যতীত অপর কোন ভূমি আবাদ করা নিষিদ্ধ হইবেনা।—বুখারী।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لاحمى الا لله ولرسوله

১৩০) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কোন

قال رسول الله صلى الله

www.ahlehadeethbd.org

লোকের পক্ষে তাহার কোন ভ্রাতাকে কোন রূপেই নোকসান পৌঁছান উচিত নহে।—আহমদ ও ইবনে মাজাহ।

تعالى عليه وآله وسلم لاضرر ولا ضرار

১৩১) হযরত সামুরা বিন জুন্দবের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে ব্যক্তি কোন ভূমিতে ঘেরাও করিয়া লইয়াছে সেই উহার অধিকারী হইবে।—আবু দাউদ এবং ইব্নুল জারূদ ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه آله وسلم من احاط حائطا على ارض فهى له

১৩২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফল (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন স্থানে কূপ খনন করে উহার চতুষ্পার্শে তাহার পশু রাখার জন্য চল্লিশ বর্গগজ ভূমি তাহার অধিকার ভুক্ত হইবে।—ইবনে মাজাহ দুর্বল সূত্রে।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته

১৩৩) জনাব আলকামা স্বীয় পিতা হযরত ওয়াইলের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য হযরে মওত নামক স্থানে একখণ্ড ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন।—আবু দাউদ ও তিরমিযী, ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اقطع ارضا بحضرموت

১৩৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) হযরত যুবায়েরকে (ইবনে আওওয়াম) তাহার ঘোড়ার দৌড় পরিমাণ ভূমি দান করিলেন। তারপর তিনি স্বীয় ঘোড়া দৌড়াইলেন। ঘোড়া যে স্থানে দাঁড়াইল সেই স্থান হইতে তিনি পুনরায় চাবুক নিক্ষেপ করিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, চাবুক পতনের স্থান পর্যন্ত যুবায়েরকে প্রদান কর।—আবু দাউদ, ইহাতে দুর্বলতা রহিয়াছে।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اقطع الزبير حضر فرسه فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ السوط

১৩৫) জনৈক সাহাবীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) সহিত জেহাদে গমন করিয়াছিলাম তথায় তাঁহাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, মানুষ সকলেই তিনটি দ্রব্যে শরীক হইবে। প্রথমটি ঘাস, দ্বিতীয়টি পানি এবং তৃতীয়টি হইতেছে আগুন।—আহমদ ও আবু দাউদ, ইহার রাবী বিশ্বস্ত।

قال غزوت النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسمعته يقول الناس شركاء فى ثلاث فى الكلاء والماء والنار

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ঃ

ওয়াক্‌ফের বিবরণ ঃ

১৩৬) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, মানুষ মরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আমল (কর্মফল লিপিবদ্ধ করা) বন্ধ হইয়া যায়, শুধু তিনটি জারী থাকে (১ম) ছদ্‌কা জারীয়া (সৎকার্য যদ্বারা মানুষ অহরহ উপকৃত হইতে থাকে) (২য়) এরূপ জ্ঞান যদ্বারা মানুষ সর্বদা উপকৃত হইতে থাকে আর (৩য়) সৎ সন্তান যে মৃত মাতা পিতার জন্য দোয়া করিতে থাকে (উহার ছওয়াব সর্বদা মৃতের আমল নামায় লিপিবদ্ধ হইতেই থাকে প্রলয়কাল পর্যন্ত এরূপ হইতেই থাকিবে)।—মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

১৩৭) হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে উমর (রাযিঃ) খয়বরের একটি ভূমিখণ্ড লাভ করিলেন এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে উক্ত ভূমি সম্বন্ধে পরামর্শের উদ্দেশ্যে একদা হাযির হইলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল (দঃ)! আমি খয়বরে একটি ভূমিখণ্ড

فقال يا رسول الله انى اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه قال ان شئت حبست

www.ahlehadeethbd.org

লাভ করিয়াছি উহার চাইতে অধিক প্রিয় কোন সম্পদ অদ্যাবধি আমি লাভ করি নাই। (ইহার সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দান করেন?) রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, যদি ইচ্ছা কর তাহা হইলে উহা নিজের ব্যবহারে রাখিতে পার অথবা উহা ছদ্‌ক করিয়া দিতে পার! ইব্‌নে উমর বলেন, হযরত উমর উক্ত ভূমি এই ভাবে ছদ্‌কা করিলেন যে, উহার মূল ভূমি খণ্ড বিক্রয় করা যাইবেনা উত্তরাধিকারীও হওয়া যাইবেনা এবং দান করাও চলিবেনা এবং তিনি উহার উপসত্ব ফকীর, দরিদ্র নিকট আত্মীয়, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফির ও মেহমান-দের উদ্দেশ্যে ছদ্‌কা করিয়া দিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি উহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবে তাহার পক্ষে সম্পদ বৃদ্ধি না করিয়া সততার সহিত উহা হইতে আহার গ্রহণ এবং বন্ধু বান্ধবদের আহার প্রদান নিষিদ্ধ নহে।—বুখারী ও মুসলিম শব্দগুলি মুসলিম শরীফের। বুখারীর অপর রেওয়ায়তে উল্লিখিত হইয়াছে "তুমি উহা সাদ্‌কা করিয়া দাও এইরূপে যেন উহা বিক্রয় এবং দান করা হয় বরং উহার শস্যসমূহ করা হয়।

اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا

১৩৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত উমরকে যকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করিলেন (শেষ পর্যন্ত) উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু খালেদ (বিন ওলীদ) যুদ্ধাস্ত্র—জেরাহ এবং তাঁহার ঘোড়া প্রভৃতি আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্য ওয়াকফ করিয়া রাখিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

قال بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه فاما خالد فقد احتبس ادراعه واعتده في سبيل الله

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ

হেবা—দান প্রভৃতির বিবরণ ঃ

১৩৯) হযরত নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার পিতা রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন আমি আমার এই পুত্রকে আমার একটি গোলাম দান করিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তোমার সকল ছেলেদিগকে এরূপ দান করিয়াছ কি? তিনি বলিলেন জীনা। রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন তবে তুমি উহাকে ফিরাইয়া লও। অপর বর্ণনাতে আমার পিতা আমাকে যে দান করিয়াছেন তৎপ্রতি রসূলুল্লাহকে (দঃ) সাক্ষী করার জন্য তাঁহার পবিত্র খিদমতে হাযির হইলেন তখন ছওয়াল ও জবা-বের পর হুযুর বলিলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজের সন্তানদের সহিত সমতুল্য ব্যবহার কর। এতদ্‌শ্রবণে আমার পিতা প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সেই দান ফিরাইয়া লইলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فارجعه

قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة

১৪০) হযরত ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি দান কৃত বস্তু পুনরায় গ্রহণ করে সে কুকুরের ন্যায় যে বমন করতঃ পুনরায় তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলে।—বুখারী ও মুসলিম। বুখারীর অপর বর্ণনাতে রহিয়াছে, আমাদের জন্য কোন মন্দ উদাহরণ নাই কিন্তু দেখ, যে ব্যক্তি দান করতঃ উহা পুনরায় গ্রহণ করে সে ঐ কুকুরের ন্যায় যে বমি করতঃ পুনরায় উহা গ্রহণ করিয়া থাকে।

قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

১৪১) হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর এবং আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) ইর্শাদ

www.ahlehadeethbd.org

ফরমাইয়াছেন, কোন মুসলিমের পক্ষে দান করতঃ পুনরায় উহা গ্রহণ করা বৈধ নহে কিন্তু পিতা স্বীয় সন্তান কে যাহা দান করিয়া থাকে। (কারণ বশতঃ উহা পুনরায় গ্রহণ করা কর্তব্য হইয়া পড়ে যথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে)।—আহমদ ও সুনন। তিরমিযী, ইবনে হিব্বান এবং হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لايحل لرجل مسلم ان يعطى العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده

১৪২) মুসলিম কুল-জননী হযরত আয়েশা রাযিঃ বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) উপঢৌকন গ্রহণ করিতেন এবং উহার বদ্‌লাও প্রদান করিতেন।—বুখারী।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها

১৪৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহকে (দঃ) একটি উষ্ট্রী হেবা করিল এবং তিনি উহার পরিবর্তে কিছু দান করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ কি? সে বলিল না, তিনি কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং পুনরায় হুযরতের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে পুনরায় সন্তুষ্ট হয়নাই বলিয়া জানাইল, হুযুর (দঃ) তাহাকে আরও বর্ধিত করিয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন এখন সন্তুষ্ট হইয়াছ কি? সে বলিল জী হাঁ।—আহমদ; ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

وهب رجل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناقة فاثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت فقال نعم

১৪৪) হযরত জাবের (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, উমরা—জীবন ব্যাপী দানকৃত—গৃহ প্রভৃতির অধিকারী সেই ব্যক্তি হইবে যাহার প্রতি উহা দান করা হইয়াছে।—বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العمرى لمن وهبت له

মুসলিমের সূত্রে আরও বর্ধিত হইয়াছে, দেখ, তোমরা নিজেদের সম্পদ রক্ষা কর এবং উহা বিনষ্ট করিওনা। বস্তুতঃ যাহারা জীবন ব্যাপী দান—উম্‌রা—করিয়া থাকে তাহাদের উক্ত দান যাহার জন্য করা হইয়াছে জীবনে ও মরণে তাহার এবং তাহার পরবর্তীদের জন্যই হইবে।—

امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرى فهى للذى اعمرها حيا وميتا لعقبه

অপর সূত্রে উধৃত হইয়াছে যে, যে উম্‌রা—(জীবনব্যাপী দান) রসূলুল্লাহ (দঃ) জায়েয করিয়াছেন, উহা এইরূপ: দাতা বলে যে, উহা তোমার এবং তোমার পরবর্তীদের জন্য। কিন্তু যদি বলে যে, ইহা তোমার জন্য হইবে যতদিন তুমি জীবন ধারণ করিয়া থাক। এমতাবস্থায় উহা দাতার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। আবুদাউদ ও নাসায়ীর রেওয়ায়তে জাবেরের হাদীসে বলা হইয়াছে; দেখ তোমরা রক্‌বা এবং উম্‌রা করিওনা। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির জন্য কোন বস্তু রক্‌বা[১] ও উম্‌রা করা

الما العمرى التى اجازها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان يقول هى لك ولعقبك فاما اذا قال هى ماعشت فانها ترجع الى صاحبها

لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته

১) রক্‌বা—মুরাকাবা হইতে গৃহীত। একজন লোক অপর ব্যক্তিকে কোন বস্তু তাহার মৃত্যু পর্যন্তের জন্য দান করেঃ যেহেতু উভয়েই উভয়ের মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে যাহাতে গ্রহণকারীর মৃত্যুর পর উহা মালেকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে পারে সেহেতু উহাকে রক্‌বা বলা হইয়া থাকে। উমরাঃ—প্রাক ইসলামী যুগে এরূপ দান প্রচলিত ছিল যে, একজন অপরকে বলিত আমি তোমাকে এই গৃহটি তোমার জীবন সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত দান করিলাম।—উমর বা বয়সের সীমা নির্ধারিত করিয়া এরূপ করা হইত বলিয়া উহাকে উম্‌রা বলা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

হয় তাহাহইলে উহা তাহার ওয়ারেসগণের অধিকার ভুক্ত হইবে।

১৪৫) হযরত উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য আমি একজন লোককে একটি ঘোড়া প্রদান করিলাম আর সে তাকে দুর্বল করিয়া দিল। আমার ধারণা হইল যে, সে বোধ হয় ঘোড়াটি অল্প দামে বিক্রি করিয়া দিবে। আমি সেইটা ক্রয় করিতে পারিব কিনা সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহর দঃ) খিদমতে জিজ্ঞাসা করিলাম। **রসূলুল্লাহ দঃ ইর্শাদ করিলেন,** যদি সেইটা এক দিরহমেও তোমার কাছে বিক্রি করে তথাপি তুমি উহা ক্রয় করিওনা।—বুখারী ও মুসলিম।

حملت على فرس فى سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسالت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذالك فقال لاتبتعه وان اعطاكه بدرهم

১৪৬) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন দেখ, তোমরা পারস্পরিক উপঢৌকন বিনিময় কর তাহাতে তোমাদের পারস্পরিক অনুরাগ সৃষ্টি হইবে।—আদবুল মুফরিদ এবং আবু ইয়া'লা হাসন সনদে।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال تهادوا تحابوا

১৪৭) হযরত আনস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দেখ, তোমরা পারস্পরিক উপঢৌকন বা তুহফা বিনিময় করিতে থাক। কারণ উহা (অন্তরের) বিদ্বেষকে দূরীভূত করিয়া দেয়।—বয্যার দুর্বল সনদে।

تهادوا فان الهدية تسل السخيمة

১৪৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, হে মুসলিম নারী সমাজ! দেখ, তোমাদের কোন স্ত্রীলোক নিজের প্রতিবেশীনীর নিকট উপঢৌকন প্রেরণকে যেন তুচ্ছ মনে না করে, যদিও উহা ছাগলের খুরই হয় না কেন।—বুখারী ও মুসলিম।

يانساء المسلمات لاتحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة

১৪৯) হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, দেখ, যে ব্যক্তি দান করে সেই উহার অধিক হকদার হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে উহার বদলা প্রাপ্ত না হয়। হাকিম ইহাকে রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু ইব্‌নে উমর আন উমারা সূত্রে হযরত উমরের উক্তি বর্ণনা করাই সুরক্ষিত।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من وهب هبة فهو احق بها مالم يثب عليها

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ

লুকতা বা পতিত বস্তুর বিবরণ ঃ

১৫০) হযরত আনস বিন মালেকের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) একটি রাস্তায় যাইতেছিলেন এমনি সময় একটি খাজুর দেখিতে খাইয়া বলিলেন, উহা যকাতের খাজুর হওয়ার আশঙ্কা না থাকিলে আমি উহা খাইয়া ফেলিতাম।[১]—বুখারী ও মুসলিম।

قال مر النبى صلى تعالى عليه وآله وسلم بتمرة فى الطريق فقال لولا اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها

১৫১) হযরত যয়দ বিন খালেদ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন

جاء رجل الى النبى صلى

১) রাস্তায় অথবা অন্য কোন স্থানে পতিত কোন বস্তু পাওয়া গেলে তাহাকে শরীয়তের পরিভাষায় লুকতা বলা হয়। উহা প্রাপ্ত হইলে কি করা উচিত সেই সম্বন্ধে মতবিরোধ রহিয়াছে আলোচ্য হাদীসে প্রমাণিত হইতেছে যে, অল্পকিছু পাওয়া গেলে প্রাপক উহা ব্যবহার করিতে পারিবে আর উহার জন্য ঘোষণা প্রচারের প্রয়োজন নাই। আহমদ ও আবু দাউদেও এরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে একদল বলিয়াছেন যে, উহার জন্য অন্তত: তিন দিন ঘোষণা প্রচার ওয়াজেব। এ সম্পর্কে আহমদে বর্ণিত হাদীসটি যয়ীফ বলিয়া একদল হাদীসজ্ঞ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেও ব্যাখ্যার অবকাশ রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

একদা একজন লোক নবী করীমের (দঃ) খিদমতে হাযির হইয়া লুক্‌তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন তুমি উহার পাত্র এবং উহার বন্ধনী পরিচয় করিয়া রাখিবে অতঃপর একবৎসর পর্যন্ত হারানপ্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে ইতিমধ্যে যদি প্রকৃত মালিক আসিয়া যায় (তবে দিয়া দিবে) অন্যথায় তুমি উহা ব্যবহার করিতে পারিবে। লোকটি প্রাপ্ত ছাগল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হুযূর বলিলেন, উহা তোমার অথবা তোমার অপর ভ্রাতার অথবা হিংস্র জন্তুর জন্য। (অর্থাৎ তুমি উহা গ্রহণ করিতে পার অন্যথায় বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে)। লোকটি বলিল, আচ্ছা তাহা হইলে উট সম্পর্কে কি করিতে হইবে? হুযূর বলিলেন, উহার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই। উটকে আটক করার কোন আবশ্যকতা নাই কারণ উটের সহিত তাহার আহার-পানীয় রহিয়াছে অর্থাৎ উহার জীবন ধারণের জন্য সে কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। সে পানিতে অবতরণ করতঃ পানি গ্রহণ করিবে আর বৃক্ষ লতা ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে ইত্যবসরে (হয়ত) তাহার প্রকৃত মালিক তাহার সন্ধান করিয়া লইবে[১]।—বুখারী ও মুসলিম।

الله تعالى عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشانك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال مالك ولها معها سقاءها وحذائها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها

১৫২) হযরত আনস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি কোন হারানো পশু গ্রহণ করে সে ভ্রষ্ট হইবে যতক্ষণ না সে উহার প্রাপ্তি ঘোষণা করিবে[২]।—মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها

১৫৩) হযরত এয়ায বিন হেমার (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ কোন পতিত বস্তু প্রাপ্ত হয় তাহার পক্ষে উহার প্রতি দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী করা উচিৎ এবং উহার পাত্র এবং বন্ধনী প্রভৃতি উত্তমরূপে পরিচয় করিয়া রাখা বাঞ্ছনীয় অতঃপর উহাতে কোন গোপনীয়তা অবলম্বন করিবেনা যদি কোন সময় প্রকৃত মালেক উহার সন্ধান করে আর উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারে তবে সেই উহার অধিক হকদার হইবে। পক্ষান্তরে যদি মালিক না পাওয়া যায় তবে উহা আল্লাহর সম্পদ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা দিতে পারেন (অর্থাৎ প্রাপকই উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে।)—আহমদ ও সুনন; তিরমিযী ছাড়া। ইবনে খুযায়মা,

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من وجد لقطة فليشهد ذروى عدل وليحفظ عفاصها وكائها ثم لايكتم ولايغيب فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يوتيه من يشاء

---

১) আলোচ্য হাদীসগুলির দ্বারা তিনটি বিষয় প্রমাণিত হইতেছে (১ম) লুক্‌তা বা পতিত বস্তু যদি পশু না হয় তবে ইহার হুকম এই যে, প্রাপক উহার পাত্র প্রভৃতি পরিচয় করিয়া উহাতে উপকৃত হইতে পারিবে যদি কোন সময় উহার মালিক পৌছিয়া উহার পরিচয় দিতে সক্ষম হয় তাহাহইলে তাহার নিকট অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রদান করিবে।

(২য়) হারানো বস্তু যদি ছাগল হয় আর উহা লোকালয় হইতে অতি দূরবর্তী স্থানে পাওয়া যায় তবে প্রাপক উহা খাইতে অথবা উপকৃত হইতে পারিবে এবং অধিকাংশ আলেমের মতানুসারে উহার প্রকৃত মালিক আগমন করিলে উহার মূল্য ফেরৎ দিতে হইবে।

(৩য়) হারানো বস্তু উট জাতীয় হইলে উহা ধরা জায়েয নহে। বরং উহাকে তার অবস্থার উপর পরিত্যাগ করা উচিত।

২) অর্থাৎ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে গ্রহণকারী পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ। কিন্তু যে প্রকৃত মালেকের সন্ধান করিয়া পৌছাইবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে তাহাতে কোনরূপ দোষ বর্তাইবে না।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইবনে জারূদ এবং ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

১৫৪) হযরত আবদুর রহমান বিন উসমান তয়মী (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) হজ্জ যাত্রীগণের হারানো বস্তু গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج

১৫৫) হযরত মেকদাদ বিন মকদাদ বিন মা'দিকারেবার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, দেখ, নাব—দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ দন্ত বিশিষ্ট হিংস্র জন্তু বৈধ নহে, এইরূপে গৃহপালিত গর্দভও হালাল নহে অনুরূপভাবে যিম্মির পতিত সম্পদও হালাল নহে কিন্তু যদি উহা অতি যৎসামান্য হইয়া থাকে।—আবুদাউদ।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الا لايحل ذوناب من السباع ولا الحمار الا هلى ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغنى عنها

উনবিংশ পরিচ্ছেদ :

ফরায়েযের বিবরণ :

১৫৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, (মৃত ব্যক্তির) ওয়ারেসগণের নির্দিষ্ট অংশগুলি তাহাদের বণ্টন করিয়া দাও অতঃপর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সর্বাপেক্ষা নিকটাত্মীয় পুরুষ (আছাবা) প্রাপ্ত হইবে।—বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر

১৫৭) হযরত উসামা বিন যয়দ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলিমের ওয়ারেস হইবে না।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

[অর্থাৎ এখ্‌তেলাফ দীন ওয়ারেস হওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে—সুতরাং সর্বপ্রকারের কাফের ছেলে মুসলিম পিতার এবং ইহার বিপরীত কেহ কাহারও ওয়ারেস হইবেনা।]

১৫৮) হযরত ইব্‌নে মসউদ (রাযিঃ) (মৃত ব্যক্তির ওয়ারেস) একটি পুত্রী, একটি পৌত্রী এবং একটি ভগ্নি সম্বন্ধে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তাহাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ) ফয়সালা দিয়াছেন যে, পুত্রী অর্ধেক এবং পৌত্রী দুই তৃতীয়াংশের পূরণার্থে ষষ্ঠমাংশ পাইবে। অতঃপর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা (আছাবা হিসাবে) ভগ্নির জন্য হইবে[১]—বুখারী।

قضى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ومابقى فللاخت

১৫৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন আম্‌র (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন দুই দীনের মান্যকারী পরস্পরের ওয়ারেস হইবে না।—আহমদ ও সুনন, তিরমিযী ব্যাতীত। হাকিম উসামার উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন এবং নাসায়ী উসামা কর্তৃক উক্ত শব্দের হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

لايتوارث اهل ملتين

(অবশিষ্টাংশ ৫০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১) এই সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উসমানের খিলাফতকালে হযরত আবু মুসা ও সুলায়মান বিন রবীআ যথাক্রমে কুফার গবর্ণর ও কাযী ছিলেন, জনৈক ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট উল্লিখিত মস্‌আলাটি জিজ্ঞাসা করিলে হযরত আবু মুসা পুত্রীর জন্য অর্ধেক আর ভগ্নির জন্য অর্ধেক সাব্যস্ত করেন এবং পৌত্রীকে বঞ্চিত করেন। তিনি সেই ব্যক্তিকে হযরত ইব্‌নে মস্‌উদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেও পরামর্শ দিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাদীসে উল্লিখিত মতে ফয়সালা করিলেন এবং আবু মুসা তাঁহার পূর্বমত পরিবর্তন করিলেন।

মস্‌লাটি নিম্নরূপ :

যয়দ ——৬

মৃত——————————

পুত্রী	পৌত্রী	ভগ্নি
৩	১	১+১

www.ahlehadeethbd.org

এছলামী-কালচার

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার ছিদ্দিকী

ওহীর বাণী হিসাবে নূর-নবী (দ') এর মারফত দুনিয়ার মাটিতে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের যে তাকিদ আসিয়াছে, তাহা জ্ঞান-সাধনার তাকিদ।

اقراء باسم ربك الذى خلق' خلق الانسان من علق' اقراء وربك الاكرم الذى علم بالقلم' علم الانسان مالم يعلم .

"তোমার প্রতিপালক আল্লাহর নামে পড় যিনি (এই বিশ্ব) সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষকে তিনি জমাট রক্ত-কণিকা থেকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি পড়, তোমার প্রতিপালক প্রভু মহামহিম—যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান দান করিয়াছেন। মানুষকে তিনি শিখাইয়াছেন—যাহা সে পূর্বে জানিত না।" (কোরআন ছুরা 'আলাক)

যেকোন বিষয়ের আলোচনা দ্বারা মন ও আত্মার উন্নতি বিধান করাই হইতেছে কালচার শব্দটীর অর্থ এবং উদ্দেশ্য। উর্বর মাটীতে কর্ষণ ইত্যাদি কার্যে মেহনত করিলে বৈচিত্রময় ফল-ফুলে, গন্ধ-সুষমায়, আনন্দ তৃপ্তিতে মানব মন প্রফুল্ল হয়, তেমনি ভাবেই বিষয়বস্তু যত মহৎ হইবে, কালচারের বৈশিষ্ট্যও তত বেশী বিশ্বজনীন এবং হৃদয়গ্রাহী হইবে। আদিতে পৃথিবীর সব দেশেই ধর্মের বুনিয়াদ এর উপর কালচার-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য পরে নানা অজুহাতে মানুষ ধর্মকে পরিত্যাগ করতঃ নানা প্রকার লৌকিক মত ও মতবাদের উপর কালচারের ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছে।

এছলাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণতম ধর্ম—ইহা দলিল এবং যুক্তি উভয় দিক দিয়াই স্বীকৃত অটুট সত্য। স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার সহিত সৃষ্ট মানুষের গূঢ়তম সম্পর্ক সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করা এবং তাঁহার এবাদত দ্বারা মানব-জীবন সার্থক করার তাকিদ এছলাম ধর্মের শাশ্বত বাণী। অতএব এছলামী কালচারের বাহন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যেকোন ভাষাই হউক, উহার মুলকথা এবং সুর একই। পৃথিবীর মাটীর উপাদান মূলতঃ এক, পানির উপাদান এক, হাওয়ার উপাদান এক। তথাপি দেশে দেশে বিচিত্র ফুল, বিচিত্র ফল, বিচিত্র শোভা, বিচিত্র স্বাধ-গন্ধ সৃষ্টি হইয়াছে। বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য যেন মানুষ শত বৈচিত্রের মধ্যেও তাহার ইচ্ছা ও অনুসন্ধিৎসা দ্বারা বিশ্বের মর্ম কেন্দ্রের মহান সত্যটি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে এবং অসীম বিশ্ব রহস্যের নিগূঢ় মর্মবাণী উপলব্ধি করতঃ অপরিসীম আনন্দ বেদনায় কাঁদিয়া বলিতে পারে,

ربنا ماخلقت هذا باطلا' سبحنك' فقنا عذاب النار

"হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি এসব বৃথাই সৃষ্টি করেননাই। আপনি চির পবিত্র। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জাহান্নাম এর আগুন হইতে নাজাত দান করুন।" মানুষের কর্ম-ক্লান্ত শরীর ও মোহ-বিভ্রান্ত দিলকে আল্লাহমুখী করিয়া চিরন্তন শান্তির প্রলেপ দান করাই এছলামী কালচারের অনুপম বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন উঠিবে, মানুষের দেলকে আল্লাহ-মুখী করার কাজ ত ধর্ম প্রচারকগণের বক্তৃতা এবং লিখা দ্বারাই সাধিত হইতেছে। শিল্পীকে সে কাজের ভার দিলে পৃথিবীতে সুকুমার শিল্পের অবনতি ঘটিবে এবং দুনিয়া নীরস বাস্তববাদীগণের লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়িবে। পৃথিবীকে রসহীন, আনন্দহীন, শিল্পচাতুর্য হীন মানসিক মরুভূমিতে পরিণত করার প্রয়োজন কী?

এক শ্রেণীর জীব আছে, আকাশে লাল মেঘ দেখিলেই শিহরিয়া উঠে। প্রবৃত্তি-তাড়িত তথাকথিত কালচারের দাবীদারগণও তেমনি ভাবেই আল্লাহর নাম শুনিলেই আঁৎকাইয়া উঠে। Art for Art's sake—ইহা কল্পনা বিলাসী তথাকথিত শিল্পী ও শিল্প-রসিকগণের কথা, যাহারা আর্ট'এর নামে লাইসেন্স

www.ahlehadeethbd.org

সৃষ্টি করিয়া মানুষের মগজ দুষিত করিয়া মানব চরিত্রের অবনতি ঘটাইতে আগ্রহশীল। পক্ষান্তরে Art for life's sake—ইহা হইতেছে সত্যিকার বাস্তব বোধ সম্পন্ন শিল্পীগণের কথা, যাহারা জীবনের কঠোর বাস্তব সত্যকে হৃদয়ে উপলব্ধি করতঃ নিজেদের প্রতিভায় বিকশিত করিয়া মানুষের দিল্‌কে জীবনের দুঃখ বেদনার মাধুর্যের উপলব্ধির মধ্যদিয়া অজ্ঞাতসারে পরম সত্য স্বরূপ মহান আল্লাহপাকের অনুভূতিতে নিষিক্ত করিয়া দেন। যাহা প্রকৃত, যাহা সত্য, তাহাকে যথাযথ রূপায়ণের নামই প্রকৃত আর্ট। এই আর্ট এর আর্টিস্ট কখনও সত্য-ভ্রষ্ট হন না। দেশকাল ভাষার বিভিন্নতা জয় করিয়া তাঁহাদের সৃষ্ট-সাহিত্য চিরন্তন সম্পদ হিসাবে চিরদিন মানব মনকে অপার্থিব মাধুরী রসে সিক্ত করিয়া থাকে।

এছলামী কালচার সহজ সাধ্য নহে, উহা সাধনা সাপেক্ষ। উহার জন্য আল্লাহ দত্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য অনুশীলনীর সাথে সাথে গভীর অধ্যয়ন এবং আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা প্রয়োজন। যতক্ষণ মানুষ নফছের শাসনকে প্রদমিত করিয়া আল্লাহ পাকের মহব্বত এর নূরে দেলকে রাঙ্গাইয়া তুলিতে সক্ষম না হইবেন, ততক্ষণ সত্যিকার এছলামী কালচার সৃষ্ট হইতে পারেনা। মাওলানা জালাল উদ্দিন রূমী, এমাম গাজ্জালী প্রভৃতি দিকপালগণ যতদিন দরবারী শান-শওকত ও পাণ্ডিত্যের প্রচ্ছন্ন অহংবোধ ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়েন নাই এবং কঠোর রেয়াযাত দ্বারা সমুদয় আত্মোন্নতি লাভ করেন নাই, ততদিন তাহাদের লেখনীর মুখে কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। রকেট নিক্ষিপ্ত মানুষ যেমন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীমারেখার বাহিরে গেলে নিরন্তর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারেন, তেমনি ভাবেই মানুষ কঠোর সাধনা দ্বারা নফছের শাসনের উর্ধে উঠিতে পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারেন। তখন তাঁহার কথিত অথবা রচিত সকল বাণীই মানবতার চিরন্তন সম্পদ হিসাবে অক্ষয় মহিমায় বিরাজ করিতে থাকে। রূমীর মছনব, হাফিজের দেওয়ান, গাজ্জালীর সাহিত্য দেশকালের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া আজ পৃথিবীর সকল ধর্মের লোকের নিকট সমভাবে আদৃত হইতেছে।

দুঃখের বিষয়, যে আরবের বুকে আরবী ভাষায় এছলামী কালচারের মূল বুনিয়াদ এর পত্তন হইয়াছিল—কোরআন-পাক এবং হাদিছ-বাণীগুলির অবিনাশী মাল-মসলায় সেই আরব বাসীর অভিজাত শ্রেণী যখন রোমান পারসীকগণের অনুকরণের জঘন্য দুনিয়াদারীতে লিপ্ত হইল, তখন হইতেই এছলামী কালচারের অমল নির্ঝর শুকাইয়া গিয়াছে। তাই এছলামের জন্মভূমী মাক্কা-মদীনায় এছলাম গবেষণার মালমসলা নাই। এখন এছলামী কোন বিষয়ের গবেষণার জন্যও সুধীবৃন্দকে লণ্ডন অথবা বার্লিনে যাইতে হয়। এছলামী কালচারের যাহা কিছু সামান্য অবদান এখন আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, শুনা যায়, তাহাও নাকি বিধর্মী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সযত্নে কুড়াইয়া লওয়া ভাণ্ডার হইতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

নেয়ামত লা'নত এ রূপান্তর এবং লা'নত নেয়ামত এ রূপান্তর চলিতেছে। মানুষ যাহা বাছিয়া গ্রহণ করে, তাহারই ফলভোগ করিয়া থাকে।

পাক-বাংলার আর্থিক উন্নতি হইতেছে, আত্মিক উন্নতি হইতেছে না, কারণ আত্মার শক্তি গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হইতেছে না। আজ দেশের যতগুলি প্রভাবশালী সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র আছে, প্রত্যেকটীকে কেন্দ্র করিয়া এছলাম বর্জিত একদল ধর্মহীন লোক আসর জাকাইয়া বসিয়াছে। কবি, সাহিত্যিক শিল্পী—ইহারা জাতির মগজ স্বরূপ। তাহারা ধার্মিক ও চরিত্রবান হইলে তবেই দেশের উন্নতি সম্ভব। একটী মানুষের দেহ যতই শক্তিশালী হউক, মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিলে যেমন তাহার দ্বারা কোন কাজই সম্ভব হয় না, তেমনি ভাবেই জাতির মগজ স্বরূপ আমাদের প্রতিভাশালী যুবক বৃন্দ বিক্ষিপ্ত চিন্তার সংঘাতে বিভ্রান্ত হওয়াতে আমাদের জাতীয় চেতনা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিতে পারি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তেছেনা। ঢাকার প্রভাবশালী পুস্তক ব্যবসায়ীদের দোকানে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, কলিকাতার নভেল অজস্র বিক্রয় হইতেছে। চিত্রালীর লাখ কপি সপ্তাহে বিক্রয় হয়। অথচ যে কয়খানি এছলামী পয়গাম বাহী পত্র পত্রিকা আছে তাহাদের সমষ্টি-গত প্রচার—পাঁচ হাজারের অধিক নহে। যেকোন তমদ্দুন মজলিশে বসা যায়, সেখানেই দেখা যাইবে, অমোছলমানী ভাব ধারার প্রাবল্য। মোছলমান হিসাবে কথা বলা, পোষাক পরা, চালচলন এখতে-য়ার করা এই পনর বছর পরেও আমাদের উচ্চ শিক্ষিত মহলে যেন একটী অপরাধের শামিল। পাক-মাটীর মানুষের সমাজে নীচ তলায় যে তাবলীগী ছেলছেলা জারী আছে, তার ফলে আমাদের সামা-জিক মেরুদণ্ড কোন মতে কায়েম আছে। কিন্তু উপর তলায় উহার প্রভাব নিতান্ত ক্ষীণ। দুধের সর যেমন দুধের ঘনীভূত রূপ, সমাজের উপর তলার মানুষও তেমনি যদি নীচের তলার মানুষের ধ্যান-ধারণা ও চরিত্রের ঘনীভূত স্বভাব লাভ করে, তবেই দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব। এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইবার পথে এছলামী কালচারের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই।

www.ahlehadeethbd.org

পাক-ভারতের ওলামায়ে আহলে-হাদীস ও তাঁহাদের খেদমত *

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

হাম্‌দ ও দরূদ পাঠ এবং উপক্রমণিকার পর ঃ

একথা বলাই বাহুল্য যে, আহলেহাদীস কোন নির্দিষ্ট মযহব বা দলের নাম নয়. ইহা একটি আন্দোলন। সাহাবায়ে কেরামের যুগ হইতেই ইহার তৎপরতা শুরু হয়। ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান দিগকে সারওয়ারে কায়েনাত মুফাখ্‌খারে মওজুদাত, সাইয়েদিল মুর্সালীন খাতেমিন নাবীয়িন মোহাম্মদ মোস্তাফা আহমদ মুজতাবাকে (দঃ) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যথোচিত আনুগত্য সহকারে সার্বভৌম নেতারূপে স্বীকার করা এবং তাঁহাকে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই নয়, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ব্যাষ্টি ও সমষ্টিগত কার্যকলাপে একমাত্র ও শ্রেষ্ঠতম আদর্শরূপে গ্রহণ ও অনুসরণ করার জন্য মুসলমানদিগকে উদ্বুদ্ধ করা।

ছাহাবাদের পর হইতে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে এই আন্দোলন পরিচালনা এবং শক্তিশালী করার প্রয়োজন দেখা দেয় রসূলুল্লাহকে (দঃ) প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার বাণী এবং শিক্ষার মাধ্যমে বুঝিবার এবং কোন মধ্যস্থের (তিনি যত বড় বিদ্বান, যত মহান ঋষি, যত প্রসিদ্ধ ফকীহ্‌, যত ধর্মভীরু খোদাভক্ত হোন না কেন—) অনুমোদন ও সমর্থনের। তোয়াক্কা না ক'রে তাঁহাকে তাঁহার মহান শিক্ষার মাধ্যমেই নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রত্যক্ষ আনুগত্য ছোট বড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের জন্যই অপরিহার্য; কারণ তিনি সকলের জন্যই আল্লাহর রহমতরূপে তাঁহার ব্রত লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি আনুগত্য কোন ফকীহ, কোন মুহাদ্দিস, কোন ইমাম বা কোন আমীরের অনুমোদন সাপেক্ষ নহে।

আহলেহাদীস আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মন হইতে যেসব মুশরিকানা ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার-জাত বিশ্বাস, অবাঞ্ছিত বিজাতীয় অপপ্রভাব এবং নবাবিষ্কৃত কার্যকলাপ, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সহিত সংমিশ্রনের ফলে মুসলিম সমাজে ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহা সমূলে উৎখাত এবং নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা। অন্য কথায় ইহার উদ্দেশ্য ছিল নাস্তিকতা, বহু ঈশ্বরবাদ, ত্রিত্ববাদ দ্বিত্ববাদ, অদ্বৈতবাদ, সন্ন্যাসবাদ, প্রেতবাদ প্রভৃতির অপপ্রভাব জাত সমুদয় জঞ্জালরাশি ও অপবিত্রতার কলুষ হইতে মুসলিম সমাজকে মুক্ত, পূত ও পবিত্র করিয়া তোলা এবং দীনকে সম্পূর্ণভাবে খালেছ আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করা।

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবহিত রহিয়াছেন, একমাত্র সিন্ধু দেশ এবং চট্টগ্রামের সমুদ্রোপকুল এলাকা ব্যতীত পাক-ভারতে ইসলাম এমন সব লোকের মাধ্যমে আগমন করে আদি, অকৃত্রিম ও অবিকৃত ইসলামের সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটিতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত পাক-ভারতের ইসলামের মুবাল্লিগগণ হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগকে আধিক সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত করার দিকে বেশী মনোযোগ প্রদান করেন, নবদীক্ষিত মুসলমানদিগকে ইসলামের মৌলিক নীতি এবং উহার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত করিয়া তোলার জন্য তাঁহারা অতি অল্পই অবসর পান। উহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই দাঁড়ায় যে, অধিকাংশ লোক মুসলমান হইয়াও তাহাদের বাপদাদার ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রীতি নীতি পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহার উপর কোন কোন মুসলিম শাসকের ইসলাম-নিরপেক্ষ মনোভাব আর সম্রাট আকবরের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ মুসলমানদিগকে প্রকৃত ইসলাম হইতে বহুদূরে সরাইয়া লওয়ার সহায়ক হয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর

* লাহোরে অনুষ্ঠিত পশ্চিম পাকিস্তান জনইজতে আহলেহাদীসের সপ্তম বার্ষিক কনফারেন্সের ৪ঠা নবেম্বরের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজীতে প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আজীবন জদ্দ ও জিহাদ এবং আওরঙ্গজেব আলমগীরের সাধ্য সাধনা মুসলমানদের পতন প্রতিরোধে এবং ইসলামের দিকে ফিরাইয়া আনিতে কিছুটা সাফল্য অর্জন করে বটে কিন্তু আলমগীরের মৃত্যুর পর অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর পর্যায়ে উপনীত হয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অবস্থা যখন চরম আকার ধারণ করে তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ অসাধারণ প্রতিভা ও অতুলনীয় প্রজ্ঞাবিভূষিত এক ব্যক্তিকে এই পাক-ভারতে উত্থিত করিলেন। তিনি আর কেহ নন, বিশ্ববিখ্যাত মনীষী হুজ্জতুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী; গভীর অন্তর দৃষ্টি ও সুদূর প্রসারী চক্ষু মেলিয়া আর বিভিন্ন শাখার ইসলামী বিদ্যার সন্ধানী আলো মেলিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন মুসলমানগণ ধর্ম এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পতনের কত অধঃস্থলে নামিয়া গিয়াছে তওহীদে ভেজাল ঢুকিয়াছে, আল্লাহর উলুহিয়ত এবং রসূলুল্লাহর রেসালতের সীমারেখা ভ্রান্ত ধারণা ও বিভ্রান্ত চিন্তার ঝাপসায় অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বীর-পূজা, পীর-ভজা, তাপসগণের কবরে নেয়াজ ও কামা বস্তুর প্রার্থনা সর্বত্র অবাধে প্রচলিত হইয়াছে! মিথ্যা, ধোকাবাজি, ঘুষ রশয়াওয়াত, এবং সর্ব প্রকার দুর্নীতি সমাজের সবল কাঠামোটিকে ভিতর হইতে ঘুণে ধরিয়া জরাজীর্ণ করিয়া তুলিতেছে, যে কোন সময় উহার পতন ও ধূলাবলুণ্ঠন ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার উপর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একদিকে মারাঠা ও শিখদের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, অপরদিকে বৃহত্তর শক্তির অধিকারী একটি বিদেশী রাষ্ট্র তাহার ভ্রান্ত ধর্মমত এবং বিকৃত সভ্যতার ডঙ্কা পিটাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে।

অবস্থা দর্শনে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ব্যথিত হইলেন কিন্তু নিরাশ হইলেন না। অবিকৃত ও অবিমিশ্র ইসলামের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল অটল ও অবিচল। তিনি বিশ্বাস করিতেন সমস্ত রোগের ধন্বন্তরী মহৌষধ রহিয়াছে খাঁটি ইসলামের ভিতর। তিনি অবস্থা গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিলেন, ইসলামের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেন এবং মুসলমানদের রোগ চিকিৎসা ও মুসলিম সমাজের সংস্কারের জন্য অতীতের মহান সংস্কারকদের বিশেষ করিয়া ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়ুমের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া কোরআনের সর্বরোগহারক এবং হাদীসের প্রাণ সঞ্জীবক মেটেরিয়া মেডিকো হইতে উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিলেন। তাঁহার সুস্থ চিন্তারাশি, মহামূল্য রচনারাজি এবং প্রেরণা উদ্দীপক বক্তৃতাবলী সুধীবৃন্দের হৃদয়ে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য চারিপুত্র বিশেষ করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র মওলানা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিপুল উৎসাহের সহিত তাঁহার আরব্ধ কাজ চালাইয়া গেলেন।

কিন্তু তাঁহাদের বিরামহীন চেষ্টা এবং সাধনা সত্ত্বেও বৃহত্তর সমাজ বিশেষ কোন সাড়া দিল না। আপামর জনসাধারণ মুশরিকানা ধ্যান ধারণা এবং অনৈসলামিক রীতি নীতি দ্বারাই প্রভাবিত ও পরিচালিত হইতে লাগিল। আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা সমগ্র সমাজকে অচল ও নিষ্প্রাণ করিয়া তুলিল। এই অচল স্তব্ধতায় নাড়া দিয়া প্রাণ বহ্নিতে সমাজকে পুনঃ সঞ্জীবিত ও সচল করিয়া তোলার জন্য এমন এক আলোকদীপ্ত অগ্নিপুরুষের প্রয়োজন ছিল যিনি তাঁহার প্রাণ বহ্নিদ্বারা সাধারণ মানুষের অন্তরে বিদ্যুতের শিখা প্রজ্বলিত করিতে সক্ষম। আল্লাহর রহমতে এই বাঞ্ছিত অগ্নিপুরুষের সন্ধান মিলিল হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহর বিশ্ববিশ্রুত পৌত্র এবং শাহ আবদুল আজীজের যশস্বী ছাত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আল্লামা ইসমাঈল শহীদের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বে।

বিদ্যা ও কৃষ্টির সুমহান পরিবেশে জাত ও প্রতিপালিত এবং অনুপম মেধার অধিকারী শাহ ইসমাঈল অতি অল্প সময়েই কোরআনের তফসীর, হাদীস শাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত শাস্ত্রসমূহের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিতৃপুরুষের ন্যায় মুসলিম সমাজের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংস্কার ও পুনর্জীবনের এক অতৃপ্ত আকাঙ্খা অন্তরে তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন।

শক্তিশালী লেখনী আর আবেদনশীল ভাষার সাহায্যে তিনি জনগণের চিত্ত স্পর্শ করিলেন। তাহারা সাড়া দিতে শুরু করিল কিন্তু প্রতিটি বিপ্লবী সংস্কারকের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে শাহ ইসমাঈল তাহার অভিজ্ঞতা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকেও প্রবল বাধার সম্মুখীন এবং কঠোর নিপীড়ণের শিকারে পরিণত হইতে হইল। কিন্তু শাহ ইসমাঈল নির্বিকার ও নির্ভীক। ভয়লেশহীন চিত্তে তিনি প্রকৃত জ্ঞানের আলোক উৎসারণ এবং সংস্কারের দৃপ্ত আহ্বান জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞানতার তিমির আঁধার দূরীকরণ, লোকদিগকে নিদ্রা হইতে জাগরণ এবং তাহাদের নিষ্ক্রিয় কর্মশক্তিকে সচেতন ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে অনেক খানি সাফল্য অর্জন করিলেন। মুসলিম জনবৃন্দ আল্লাহর পরিচয়—তওহিদের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য, রসুলুল্লাহর (দঃ) সত্যিকারের স্থান ও মর্যাদা এবং যে শিক্ষা তিনি উম্মতের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা মোটামুটি বুঝিতে সক্ষম হইল। তাহাদের অনেকেই শের্ক, শেকীয়ানা নিয়ম ও প্রথা, বেদয়াতী কার্যকলাপ, অন্ধ কুসংস্কার এবং তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের অবাঞ্ছিত চালচলন পরিত্যাগ করিল।

কিন্তু তাঁহার মহান পিতামহ এবং পিতৃব্য জাতির মুক্তির জন্য যে লক্ষ্যস্থল নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা এখনও দূরে—বহু দূরে অবস্থিত। সেই উদ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে হইলে দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হইবে, এ জন্য পাক-ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপন ব্যতীত কোন সুস্পষ্ট ফল আশা করা যাইতে পারে না। মওলানা শাহ আবদুল আযীয ভারতবর্ষকে দারুল হর্‌বরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। আল্লাহর নির্দেশাবলী এবং রসুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশিত ও আচরিত জীবন বিধানের রূপায়ন একমাত্র দারুল ইসলামেই সম্ভব। কাজটি সহজ নহে—অত্যন্ত দুরূহ। আজাদীর সংগ্রাম পরিচালনা এবং হুকমতে এলাহিয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একজন প্রতিভাদীপ্ত বলিষ্ঠ নেতার প্রয়োজন যাহার ভিতর থাকিবে একদিকে আধ্যাত্মিক ও ও নৈতিক গুণাবলীর সুষ্ঠু সমাবেশ, অপর দিকে যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আর জনসাধারণ এবং তাহাদের মনস্তত্ব সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান ও দরদী মন। সৌভাগ্যক্রমে মওলানা শাহ আবদুল আযীযের অন্যতম প্রিয় শাগরেদ মওলানা সৈয়েদ আহমদ শহীদের ভিতর এই সমস্ত গুনের আশ্চর্য সমাবেশ দেখিতে পাওয়া গেল।

মওলানা ইসমাঈল শহীদ এবং তদীয় পরম আত্মীয় —গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রজ্ঞাবিভূষিত মওলানা আবদুল হাই মওলানা সৈয়েদ আহমদের শিষ্যত্ব বরণ করিলেন। উহার পর পরই শুরু হইল সমগ্র ইন্দো-পাকিস্তানে জনসংযোগ স্থাপনের কাজ। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর ও জনপদে গিয়া তাঁহারা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের (দঃ) বাণী প্রচার করিলেন এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ত্রুটী বিচ্যুতির সংশোধনে ব্রতী হইলেন। কোরআন ও হাদীসের প্রয়োগ সর্বত্র প্রচার ও প্রসার, এতদুভয়ের ভিত্তিতে সমাজের সংস্কার, বায়তুল মালের আদায় ব্যবস্থা এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে মুজাহিদ সংগ্রহের জন্য শক্তিশালী সংগঠন স্থাপন এবং উহার মাধ্যমে পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু হইয়া গেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ মাহমুদ হুসেনের মন্তব্যানুসারে সৈয়েদ আহমদ শহীদ ছিলেন পাক-ভারতে সর্বপ্রথম সাফল্যমণ্ডিত রাজনৈতিক নেতা। এই আন্দোলন মুসলমানদের মনে এক বৈপ্লবিক প্রেরণা আনয়ণ করিতে সক্ষম হইল।

মওলানা সৈয়েদ আহমদ ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদের কর্মতৎপরতার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নাই। সংক্ষেপে তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে শিখ জালেমদের সহিত সংগ্রামে বালাকোটের পর্বত উপত্যকা নিজেদের দেহের তাজা রক্তে রঞ্জিত করিয়া শাহাদতের অক্ষয় গৌরব অর্জন করিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে এবং পূর্বে তাঁহাদের শত শত সঙ্গী ঐ একই ব্রত উদযাপনে জীবন দান করিলেন। কিন্তু যে বাতি তাহারা জ্বালাইয়া

www.ahlehadeethbd.org

গেলেন তাহা তাহাদের পরবর্তী লক্ষ কোটি হৃদয়কে আলোকিত এবং এক অপূর্ব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। কুকুর চিৎকার শুরু করিল—কিন্তু কাফেলা তাহাদের লক্ষ্যপানে নির্ভীক পদবিক্ষেপে আগাইয়া চলিল। প্রকৃত শিক্ষার প্রচার, সমাজের সংস্কার দেশের আজাদী হাছেল ও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও চরম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিল।

শিখদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল তাহা মৌলবী নাছিরুদ্দীন মঙ্গলোরী এবং মওলানা সৈয়েদ নাছিরুদ্দীন দেহলভীর পর মওলানা বেলায়েত আলী ও মওলানা এনায়েত আলীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিপুলতর উৎসাহ এবং বিরাটতর শক্তি সমাবেশে প্রবলতর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হইল। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের এন্তেকালের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ পূর্ণ উদ্যমে জিহাদী তৎপরতা সচল রাখিলেন। পাক ভারতের সকল প্রান্ত হইতে বিশেষ করিয়া বাংলার সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতে দলে দলে মুজাহিদগণ উহাতে যোগদান করিলেন। প্রতিকূল অবস্থায় প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে অনড় দৃঢ়তা ও অপরাজেয় মনোবলের সহিত একটির পর একটি যুদ্ধে মুজাহিদগণ অংশ গ্রহণ করিলেন। তাহাদের চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম দৃশ্যতঃ ব্যর্থ হইলেও মুসলিম জাতির বৃহত্তর অংশ ইহা দ্বারা আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় সচেতনতার ভাবধারা মুসলমানদের ভিতর জাগ্রত এবং আঘাতের পর আঘাতের দ্বারা উহা তীব্র হইতে তীব্রতর আকার ধারণ করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে শের্ক ও বেদআতের দূরীকরণ, চরিত্রের সংশোধন ও সংগঠন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহ নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শরীয়তের সমুদয় নির্দেশাবলী কার্যকরীকরণের প্রোগ্রাম সুযোগ্য নেতৃত্বে ও কঠোর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছিল। ব্যতিক্রম ও সীমা লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও নিয়মিতভাবে কার্যকরী করা হইত।

দেশের প্রতিটি ভাষায় বিশেষ করিয়া উর্দু ও বাংলায় আপামর জনসাধারণের উপযোগী উৎসাহ-উদ্দীপক প্রচুর পরিমাণ সৎসাহিত্য ও উপদেশমূলক পুঁথিসাহিত্য রচিত হইল। মুসলিমদের নবজাগরণ ও সংগঠন এবং কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদে যোগদানের প্রেরণা সঞ্চারে এই সব সাহিত্য আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পাটনা ছিল তখন সক্রিয় আন্দোলনের পাদপীঠ। পাটনার খলিফাদের আদর্শ নীতি, কর্মপদ্ধতি এবং উহার ফলাফল সম্পর্কে জিহাদী আন্দোলনের পরম শত্রু মিঃ উইলিয়ম হাণ্টারের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছিনা। তিনি বলেন,

Time after time, when the cause seemed ruined they again and again raised the standard of the holy war from the dust. Careless of themselves blameless in their life, supremely devoted to the overthrow of the English infidels, admirably skilfull in organising a permanent system for supplying money and recruits, the Patna caliphs stood forth as the type and example of the sect. Much of ther teaching was faultless, and it has been given to them to stir up thousands of their countrymen to a purer life and a truer concept of the Almighty..... Devoted to the one great work of purifying the creed of Muhammad, a Wahabi knows no fear for himself and no pity for others. His path in life is clear and neither warnings nor punishments can turn him to the right or left.

"বার বার তাহাদের পরাভূত ও পর্যুদস্ত করার ফলে যখন মনে করা হইল তাহারা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে, তখন সেই ধূলা ঝাড়িয়া আবার তাহারা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধর্মযুদ্ধের পতাকা লইয়া উত্থিত হইয়াছে। নিজেদের সম্পর্কে নির্বিকার, স্বীয় জীবনে দোষত্রুটীমুক্ত, ইংরেজ কাফেরদের পরাভূত করার দায়িত্ব পালনে পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত নিয়োজিত এবং সীমান্তে অর্থ ও মুজাহিদ প্রেরণের কাজে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা সংগঠিত রাখার জন্য প্রশংসনীয় ভাবে সুদক্ষ ছিলেন পাটনার খলিফাবৃন্দ। তাহারা ছিলেন সমগ্র জামাতের জন্য আদর্শ স্থানীয় ও অনুকরণযোগ্য। তাহাদের প্রায় সব শিক্ষাই ছিল ত্রুটীমুক্ত। দেশের সহস্র সহস্র লোকের তওহিদের ধারণাকে ভেজাল-মুক্ত এবং জীবন ধারাকে পূত পবিত্র করিয়া তোলার দায়িত্ব ছিল তাহাদের উপর। মোহাম্মদের (দঃ) ধর্মকে আবিলতা হইতে পরিশোধিত করার এক মহান কাজে নিয়োজিত ওয়াহাবী নিজের জন্য ভয় কি তাহা জানেনা, বিরোধীদের জন্য কৃপার স্থানও নাই তাহার অন্তরে। তাহার জীবনের ব্রত সুস্পষ্ট, শাস্তি অথবা কোন সতর্কবাণী কিছুই তাহাকে তাহার স্থান হইতে ডাইনে বামে এক ইঞ্চি হটাইতে পারে না।"

এই ধরণের পূত চরিত্র ও আদর্শের জন্য উৎসৃষ্ট-প্রাণ ব্যক্তিদিগকে বৃটিশগণ "ওয়াহাবী" বলিয়া কুখ্যাত করিয়াছে আর বিদ্বেষান্ধ তথাকথিত এক শ্রেণীর আলেম আরও এক ধাপ উপরে উঠিয়া ইহাদিগকে 'লা-মযহাবী, 'শিয়া মুর্যিয়া প্রভৃতি উপাধি দ্বারা গালাগালি দিয়াছে। কিন্তু কাল সর্বোত্তম বিচারক। আজ ইহারাই আজাদীর জন্য সর্বত্যাগী যোদ্ধা ও সংগ্রামী বীর পুরুষরূপে হুকুমতে ইলাহিয়া ও খেলাফতে রব্বানীর প্রতিষ্ঠাকামী সাধকরূপে প্রশংসিত হইতেছে। আজ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এবং সংস্কারমুক্ত চিন্তাবিদ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন যে, ইহারাই আপন রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ও পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

এখন আমি আহলে হাদীস আন্দোলনের অপর একটি ধারার উল্লেখ করিব। এই গতি ধারায় কোরআন ও হাদীসের অধ্যাপনা কার্যে শত শত মনীষী তাহাদের প্রতিভাকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আযীযের পর অধ্যাপনার পবিত্র আসন মওলানা শাহ এসহাক অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার পর উক্ত আসনে উপবিষ্ট হওয়ার গৌরব অর্জন করেন শেয়খুল কুল আল্লামা নাজির হুসেন দেহলভী যিনি মিঞা ছাহেব নামেই অধিকতর সুপরিচিত। তাঁহার সুদীর্ঘ ৬০ বৎসরের অধ্যাপনা কালে পাক-ভারতের সর্বপ্রান্ত এমন কি জাহানে ইসলামের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত ধর্ম পিপাসু শিক্ষার্থী হাদীসের অমৃত শিক্ষার সুন্দরতম অধ্যাপনা গুণে, তাঁহার অনুপম চরিত্র মাধুর্যে আর নেক আমলের আদর্শ দৃষ্টান্তে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকেন। তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া হাজার হাজার শিক্ষার্থী আল্লাহর কালাম ও রসুলের (দঃ) হাদীসের চিরন্তন আলোক উৎস হইতে জ্ঞানের জ্যোতি আহরণ করিয়া নিজেদের জীবনকে ধন্য করিয়া তোলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে এই সব শিক্ষার্থীরা দেশ বিদেশের প্রতি প্রান্তে গমন করিয়া নিঃস্বার্থ প্রেরণায় কোরআন ও হাদীসের অমর বাণী প্রচার কার্যে নিজেদিগকে নিয়োজিত করেন। "কালাল্লাহ" ও কালার রাসুল" এর গুঞ্জন রব ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে মসজিদের পর মসজিদে, শত সহস্র সভামঞ্চে, নদীর উপর নৌকার পাটাতনে, এবং এমন সব দুরতিক্রম্য অঞ্চলে যেখানে কোনদিন কোন ধর্মপ্রচারকের পদরেখা অঙ্কিত হয় নাই।

তাঁহার প্রতিটি ছাত্র এক একটি রত্নে পরিণত হন। দর্স ও তদারিসের পবিত্র দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন এমন আলেমের সংখ্যাও অগণিত। তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর শুধু দুই একজন বহু বিখ্যাত বিশিষ্ট উস্তাজের নাম উল্লেখ না করিয়া পারিতেছিনা। ইহারা হইতেছেন উস্তাযুল আসাতীয মওলানা আবদুল্লাহ গাযীপুরী, 'আউনুল মাবুদের স্বনামখ্যাত গ্রন্থকার মওলানা শামছুল হক, তুহফাতুল আহ্ওয়াজীর প্রসিদ্ধ লেখক মওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী, মওলানা শেখ হুসেন বিন মুহছিন আনসারী, আল্লামা বশির ছাহ্সাওয়ানী, মওলানা আবদুল হাদী প্রভৃতি।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লামা নাজির হুসেনের ছাত্র মণ্ডলী ছাড়া আরও অনেক উসতাজ কোরআন ও হাদীছের শিক্ষাদান কার্যে এই সময় নিজেদিগকে উৎসর্গ করেন। মওলানা আবু ইয়াহিয়া তাহার 'তারাজিমে উলামায়ে হাদীছ "গ্রন্থে শুধু দিল্লী ও তদানীন্তন যুক্ত প্রদেশেরে বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত এমন ১৪৮ জন উসতাজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাদানের পবিত্র কাজকেই নিজেদের জীবনের একমাত্র ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাক-ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও করদরাজ্য সমূহের এই শ্রেণীর সমস্ত শিক্ষকের সংখ্যা ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ইসলামী সাহিত্য প্রণয়ন ও সঙ্কলন এবং বিশেষ করিয়া তফসীর, হাদীস ও সংশ্লিষ্ট পুস্তক মুদ্রণের ব্যাপারে সর্ব প্রথম যাহার নাম উল্লেখ করিতে হয় তিনি হইতেছেন হযরতুল আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান।

ইসলামী সাহিত্যের সঙ্কল ও কাশনায় প্রনওয়াব সাহেবের অবদানের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় এই ব্যাপার হইতে যে, মওলানা শাহ আবদুল আযীযের সময় বুখারী শরীফের মাত্র দুই কপি সমগ্র পাক-ভারতে বিদ্যমান ছিল। অন্যান্য হাদীস ও বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থেরও ভীষণ অভাব বিদ্যমান ছিল। ই ব্যাপার হইতেই ইসলামের প্রধান ও প্রাথমিক উৎস সম্পর্কে তদানীন্তন আলেম সমাজের মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সুগভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারী এবং সুন্নত-প্রেমিক নওয়াব সিদ্দীক হাসান পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে বিভিন্ন তফসীর ও হাদীস গ্রন্থ সংগ্রহ ও মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মুসলিম জাহানের প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী সমূহ হইতে দুস্প্রাপ্য ও মূল্যবান কেতাব সমূহ সংগ্রহ করিলেন এবং মিসর, বেয়রুত ও ভারতবর্ষের প্রেস সমূহে উহাদের মুদ্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। অতঃপর তিনি সমগ্র মুসলিম জগতের গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে উহা বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। এই ধরণের মুদ্রিত পুস্তক সমূহের মধ্যে "ফতহুল বারী," "তফসীর ইব্‌নে কসীর", "নায়লুল আওতার" এবং "ফাতহুল বয়ান ফী মাকাসিদুল কোরআন" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ তফসীর, হাদীস, আকায়েদ, রদ্দে-শির্ক, রদ্দে তক্‌লীদ, ফিকাহ্, রাজনীতি, ইতিহাস, জীবন-চরিত, সাহিত্য প্রভৃতি প্রায় সর্ব বিষয়ে তিনি চারি শতাধিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। হাদীস সম্পর্কে তাঁহার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যাই ৩৩টি। হাদীস শিক্ষা এবং হাদীস মুখস্থ করার কাজে উৎসাহ দানের জন্যও তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। যাঁহারা এই ব্যাপারে তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হন তন্মধ্যে হাফেযুল হাদীস মওলানা আবদুত্তাওয়াব এবং মওলানা আবদুল ওয়াহ্‌হাব নবীনার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নওয়াব সাহেবের পর কোরআন ও হাদীসের স্থায়ী এলমী খেদমতে যাহারা তাঁহাদের প্রতিভা ও শক্তিকে নিয়োজিত করেন তাঁহাদের সংখ্যাও অগণিত। আমি মাত্র বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি। ইহারা হইতেছেন মওলানা শামছুল হক আজিমাবাদী, মওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী, মওলানা মোহাম্মদ বশীর সাহ্‌সাওয়ানী, মওলানা মোহাম্মদ হুসেন বাটালভী, মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী, মওলানা মুহীউদ্দীন লাহোরী, মওলানা বদিউজ্জামান, মওলানা ওয়াহিদুজ্জামান, মওলানা কাজী সুলায়মান মনসুরপুরী, মওলানা আবুল কাসেম বেনারসী, মওলানা মোহাম্মদ জুনাগড়ী, মওলানা আব্বাস আলী, মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী।

মওলানা আবু ইয়াহিয়া তাঁহার "তারাজেমে" দিল্লী ও ইউ পির আহলে হাদীস আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ইসলামী গ্রন্থকারদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলন করিয়া একটি মূল্যবান খেদমত আঞ্জাম দিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবিত উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইলে অন্যান্য প্রদেশ ও এলাকার একটি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোটামুটি চিত্র পাওয়া যাইত।*

আধুনিক ও জীবিত গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে আমি ইচ্ছা করিয়াই এখানে নীরব রহিলাম, কারণ আমার পক্ষে এবিষয়ে সুবিচার করা সম্ভব নহে আর এই স্তরে উহা নিরাপদও নহে।

তবে নিঃসন্দেহে একথা বলা যাইতে পারে যে, ভারতে এবং পাকিস্তানের উভয় অংশে বিগত ১৫।২০ বৎসরের ভিতর এই জামাতের চিন্তাশীল লেখকগণ কর্তৃক এমন অনেক পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ইসলামের সত্য সনাতন শিক্ষা প্রচারে যাহার স্থায়ী মূল্য অপরিসীম।

এখন আমি সুন্নতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ সেই সব ইসলাম সেবকদের কথা বলিব যাহারা অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের ভিতর কোরআন ও হাদীসের উজ্জ্বল আলো তুলিয়া ধরার এবং সমাজ সংস্কারের কঠিনতম দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, দর্স তদরীস ও গ্রন্থ রচনা দ্বারা ছাত্র, আলেম ও শিক্ষিত সমাজই উপকৃত হইতে পারে—আপামর জনসাধারণ তাহার দ্বারা উপকৃত ও প্রভাবান্বিত হয় না। ওয়ায নছিহত এবং ব্যক্তিগত সদাচার ও সচ্চরিত্রতাই জনসাধারণকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। আমাদের আলেম সমাজের বৃহত্তর অংশ তাই মুসলিম সমাজের সংস্কার ও জাগরণের জন্য এই দুরূহ পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিলেন, শত শত মাইল পদব্রজে অথবা নৌকায় ভ্রমণ করিয়া দূরতিক্রম্য স্থান সমূহে পদার্পণ করিলেন এবং পাক-ভারত উপমহাদেশের দূরতম স্থানে কোরআন ও হাদীসের আলো পৌঁছাইয়া দিয়া কুসংস্কার ও অজ্ঞানতায় তিমিরাচ্ছন্ন লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে তৌহিদের আলো প্রজ্জ্বলিত এবং সুন্নতের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা শুধু আলেম ছিলেন না, যে এলম তাঁহারা হাসেল করিয়াছিলেন, আমলের ভিতর তাহা রূপায়িত করিয়া জনসাধারণকে সেই পথে আহ্বান জানাইতেন। যাহারাই তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাঁহাদের মহান চরিত্র এবং সুন্দর আচরণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা ধ্বনি তাহাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে। শির্ক ও বেদ্‌আতী কার্যকলাপ, কুসংস্কার এবং বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা ও বিধর্মীয় রীতি নীতি—মুসলিম সমাজের ভিতর ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ভিতর হইতে উহাকে জরাজীর্ণ করিয়া তুলিতে ছিল। ইঁহাদের বিরামহীন প্রচেষ্টা ও নিঃস্বার্থ কর্ম-প্রেরণায় তাহা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে লাগিল। কোরআন ও হাদীসী শিক্ষার ভিত্তিমূলে তাঁহারা সমাজকে সংগঠিত করিলেন। প্রচলিত মযহাবের অন্ধ তকলীদ পরিহার করিয়া প্রত্যক্ষভাবে কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা তাহাদিগকে খাঁটি তওহিদ শিক্ষা দিলেন, ছহীহ হাদীস ও সাহাবীদের আচরণ অনুসারে নামায পড়ার, রোযা রাখার, যাকাত দেওয়ার, হজ্জ করার এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ব্যবহারিক জীবনে সুন্নতের উপর আমল করার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। কোরআন ও হাদীসে নিষিদ্ধ অথবা অননুমোদিত কার্যাবলী তাহারা বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। এজন্য তাঁহাদিগকে যে কি প্রচণ্ড বিরোধিতা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, কত ক্ষয়-ক্ষতি, দুঃখ কষ্ট, বিপদ মুছিবত, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহিতে আর বাহাছ মুনাজেরা করিতে হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাঁহারা হাসিমুখে এবং ধীর স্থীর ভাবে খালেস আল্লাহর জন্য আর তাঁহার পয়গম্বরের (দঃ) অবিমিশ্র দীনকে বুলন্দ ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উহা পরম ধৈর্যের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই সব সহস্র সহস্র আত্মত্যাগী ও আত্মপ্রচারবিমুখ মহাপুরুষদের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। আমি মাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন মহাপ্রাণ আলেমের নাম

* ভাষণ দানের পর লাহোরে শ্রদ্ধেয় প্রবীণ মওলানা আবু ইয়াহইয়া সাহেবের নিকট শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, উক্ত দুই খণ্ড পুস্তকের ১২।১৪ শত পৃষ্ঠার সমস্ত পাণ্ডুলিপি আজাদীর পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।—লেখক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উল্লেখ করিতেছি ঃ মওলানা সৈয়েদ আবদুল্লাহ গযনবী, মওলানা আবদুল্লাহ আউ, মওলানা যিল্লুর রহীম মঙ্গল কোটী, মওলানা ইব্রাহীম নাসিরাবাদী, মওলানা খাজা আহমদ নদিয়াবী, মওলানা মনজুর রহমান ঢাকাবী, মওলানা মীযানুর রহমান সিলহেটী, মওলানা আবদুল বারী হাকিমপুরী, মওলানা আবদুল হাদী ইসলামাবাদী, মওলানা ইব্রাহীম দেবকুণ্ডী।

সাহিত্য ও সমাজ সেবার মাধ্যমে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত যে সব প্রথিতযশা কৃতী পুরুষ উর্দু অথবা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী অবদান রাখিয়াছেন এবং জাতীয় জাগরণে অসামান্য কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। এই প্রসঙ্গে সৈয়েদ আহমদ খান, নওয়াব মুহসিনুল মুল্ক, শামসুল উলামা, মওলানা আলতাফ হুসেন হালী, ডেপুটি নাজির আহমদ, আল্লামা সুলায়মান নদভী, আবদুল হালিম শরর, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী এবং মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আহলে হাদীসগণ কর্তৃক কোরআন ও হাদীসের ব্যাপক প্রচার উদ্দেশে যে সব সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার সাধনে উহাদের অবদানের কথাও অনস্বীকার্য। উর্দু ভাষায় প্রকাশিত ইশা-আতুস সুন্নাহ, যিয়াস, সুন্নাহ, দিল কুদায, পয়সা আখবার, কার্জন গেজেট, আখবার-ই-মোহাম্মদী, আহলে হাদীস, মুহাদ্দিস প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় সাপ্তাহিক মোহাম্মদী প্রাথমিক কয়েক বৎসর, মাসিক আহলে হাদীস ৯।১০ বৎসর, সাপ্তাহিক আহলে হাদীস ১২।১৪ বৎসর এবং সত্যাগ্রহী ২।৩ বৎসর কোরআন, হাদীস এবং আহলে হাদীস আন্দোলনের মর্ম ও তা পর্যন্ত প্রচারের দায়িত্ব যোগ্যতার সহিত বহন করে।

বাংলা ও আসামে আহলে হাদীস আলেম ও কর্মী বৃন্দ দেশ ও ধর্মের জন্য জেহাদ, সামাজিক সংস্কার, কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে যে স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে দুঃখের বিষয় তাহা যথাযথ ভাবে উর্দুভাষী ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট স্বীকৃতি লাভ করে নাই। এজন্য আমি বিশেষভাবে এ সম্পর্কে এস্থলে কিছু আলোকপাত করিতে চাই।

বাঙ্গলা ও আসামে আহলে হাদীস আন্দোলন ও আহলে হাদীস উলামাদের খেদমতের গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে তদানীন্তন এবং তৎপূর্ববর্তী কালের বাঙ্গালী মুসলমাদের সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছুটা ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১২০২ খৃষ্টাব্দে তুর্কী সুলতানতের পত্তন হয় বাঙালার বুকে। কিন্তু উহার ৪ শত বৎসর পূর্বে বাংলায় ইসলামের প্রবেশ লাভ ঘটে। খলিফা হারুনর রশীদের নামাঙ্কিত ৭৮৮ খৃষ্টাব্দের একটি মুদ্রা রাজশাহীর পাহাড়পুরে সম্প্রতি আবিস্কৃত হওয়ার পর উপরোক্ত তথ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর আগমনের ৪শত বৎসর পূর্বে চট্টগ্রাম ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আরবীয় বণিকগণ কর্তৃক ইসলাম প্রচারিত হয়। বাঙালার অন্যান্য স্থানে এই চারিশত বৎসরের মধ্যে যে সব ধর্ম প্রচারক আগমণ করেন এবং প্রচার কার্যে ব্রতী হন তাহাদের অধিকাংশই ছিলেন দরবেশ শ্রেণীর লোক। কথিত আছে এই সময় যাহারা মুসলমান হইয়াছিলেন তাহাদের বেশীর ভাগ ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য অপেক্ষা, ইঁহাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ—কেরামত দর্শনেই অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান অধ্যক্ষ এবং বিখ্যাতগবেষক পণ্ডিত ডক্টর ইনামুল হক পি. এইচ, ডি, তাঁহার "পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম" পুস্তকে এই সময়ের প্রায় ১০০ জন ধর্ম প্রচারকের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য হইতে জানা যায় নবদীক্ষিত মুসলমানদের ইসলামের আসল রূপ ও মর্ম কথার সহিত সুপরিচিত করিয়া তোলার মত সময় চট্টগ্রামের আরবীয় বণিকদের ছিলনা—আর দরবেশ স্বভাব মুবাল্লেগগণ অধিক সংখ্যায় ধর্মান্তরকরনের দিকেই

www.ahlehadeethbd.org

বীরাঙ্গণা মুসলিম মহিলা *

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

আজিকার সভ্যতা-গর্বী ইউরোপের ইতিহাসে সর্ব প্রথম যে ফরাসী মহিলা ইংরেজের বিরুদ্ধে অলিয়ান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করে ফ্রান্সের গৌরব রক্ষা করেন তাঁর নাম জোয়ান অব আর্ক। কিন্তু পুরুষের জন্য যে বীরত্ব নির্দিষ্ট একজন মহিলা তা প্রদর্শন করার অপরাধে তাকে চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়। সাব্যস্ত করা হয় যে, তিনি যুদ্ধে যে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার মূলে ছিল তাঁর মায়া বিদ্যা। এই 'সাঙ্ঘাতিক' অপরাধে তাঁকে জীবন্ত দগ্ধ ক'রে অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হত্যা করা হয়। ১৪২৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়—আর ১৪৩১ খৃঃ জোয়ান অব আর্ক তাঁর জাতির খেদমতের নিষ্ঠুর পুরস্কার প্রাপ্ত হন! ৫০০ শত বৎসর পর ইউরোপবাসী তাদের ভুল বুঝতে পারে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্য করে রোমান ক্যাথোলিক চার্চ তাঁকে মহিলা ঋষীর পর্যায়ভুক্ত করে নেয় এবং তদবধি তিনি সরকারীভাবে ঋষীর মর্যাদা পেয়ে আসছেন।

জোয়ান অব আর্কের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাসে ৪০০ বৎসরের মধ্যে আমরা কোন উল্লেখযোগ্য বীরাঙ্গণা মহিলার খোঁজ পাইনা। প্রথম যখন নারীর বীরত্ব এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সহায়তা দানের পরিচয় পাই সে হচ্ছে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের কথা। এই সময় নেপোলিয়ান বোনাপার্ট পর্তুগাল জয় করে স্পেনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তাঁর দুর্মদ রণবাহিনী সঙ্গে নিয়ে। স্পেনের শাসনকর্তা আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার জন্য জাতির ছোট বড় নারী পুরুষ সকলের নিকট আকুল আবেদন জানালেন। নিজেদের জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও এগিয়ে আসলেন। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যদের খাদ্য দ্রব্য বয়ে নেওয়ার আর আহত সৈন্যদের সেবা করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কাউন্টেস বুরেরা এজন্য একটি নারী বাহিনী সংগঠিত করলেন। অগষ্টিনা সারাগোসা নামে এক মহিলা একদিন এক সৈন্যের জন্য আহার্য বস্তু বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সামনেই একজন সৈন্য দুশমনদের গুলীর আঘাতে ভূশায়িত হয়ে ছটফট করতে করতে মৃত্যু বরণ করলো। অন্যান্য সৈন্যরা দুশমনদের অগ্রগমন রোধ করার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারছিল না। কিন্তু বীরাঙ্গণা অগষ্টিনা দুরন্ত সাহসে এগিয়ে গেলেন। মৃত সৈন্য যে কামান দাগার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলো তিনি সেটা চালালেন। অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সেদিনের মত যুদ্ধ খতম না হওয়া পর্যন্ত তিনি কাজ করে গেলেন। যুদ্ধ শেষে তিনি জানতে

* লাহোরের Islamic Literature এ প্রকাশিত আল্লামা সুলায়মান নদভীর Heroic Deeds of Muslim women প্রবন্ধ থেকে এ প্রবন্ধের উপকরণ এবং প্রমাণ পঞ্জী গৃহীত।

বেশী মনোযোগ দিতেন তাহাদিগকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় খাঁটি মুসলমানরূপে গড়িয়া তোলার কাজে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই। উহার ফল এই দাঁড়ায় যে, নবদীক্ষিত মুসলমানগণ শুধু নামেই মুসলমান হয়। কার্যতঃ আচরণ ও রীতি নীতিতে অমুসলমানই থাকিয়া যায়।

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সুলতানগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎসাহে বিপুল সংখ্যায় ধর্ম পরিবর্তনের কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজে একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়া যায়। বৈষ্ণব নামে হিন্দু ধর্মের এক সংস্কারমূলক মতবাদ শুধু ধর্মান্তর কাজের গতিকেই স্তব্ধ করিয়া দেয় না পরন্তু ইসলামে দীক্ষিত হিন্দুদিগকে পুনরায় হিন্দু সমাজে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য আকর্ষণের উপায় উদ্ভাবন করে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারলেন মৃত সৈন্যটি তাঁরই স্বামী। নিহত স্বামীর অসমাপ্ত কাজই তিনি সমাপ্ত করেছেন। এই নির্ভীক সাহসিকতা ও বীর্যবত্তার জন্য অগষ্টিনা সরকারের নিকট থেকে প্রচুর বাহবা আর আজীবন ভাতা লাভ করলেন।

এ কাজ নিঃসন্দেহে বীরত্বব্যাঞ্জক এবং একজন মহিলার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। কিন্তু এ ঘটনা ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে আর তখন পর্যন্ত এরূপ সাহসিকতার দ্বিতীয় নজির ইউরোপের ইতিহাসে ছিল না।

কিন্তু ইসলাম এর ১২শত বৎসর পূর্বে এরূপ বহু মহিলার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করতে পারে যারা এ ধরণের কিম্বা এর চাইতেও অধিক সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ইসলামের গৌরব পূর্ণ সুদীর্ঘ ইতিহাস এরূপ নজিরে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, দুঃখের বিষয় তার বড় একটা প্রচার নেই। তাই নিম্নে তার কিছু তর্জুমানের পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করছি।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সময় থেকেই মেয়েদের যুদ্ধকার্যে সহায়তা দানের প্রচুর নজির রয়েছে।

বুখারীর রেওয়ায়ত অনুসারে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাযি) স্বয়ং ওহুদের যুদ্ধে আহত সৈন্যদের পিপাসা নিবারণার্থে পানি ভর্তি চামড়ার মশক বহন করেন। তাঁকে সাহায্য করেন উম্মে সলিম এবং উম্মে সলিত।

খায়বরের যুদ্ধে মদীনার ছয় জন মহিলা মুজাহিদ বাহিনীর অনুসরণ করেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন তাদের কথা জানতে পারলেন তখন রাগত স্বরে বললেন, তোমরা কেন এসেছ? তারা সশ্রদ্ধ নিবেদন জানালেন যে, তাদের সঙ্গে ঔষধ পত্র রয়েছে, তারা আহত মুজাহেদদের সেবা করবেন, ক্ষতস্থানে পটি লাগাবেন, সৈন্যদের দেহ থেকে তীর খুলে দেবেন এবং তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন। রসূলুল্লাহ এসব শুনে তাদের সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন। খায়বর যুদ্ধে জয়লাভের পর গণীমতের মালে ঐসব মহিলাদের তিনি অংশও দিয়েছিলেন।—(আবুদাউদ, ফতহ্ খায়বর)।

উম্মে সলিম এবং অন্যান্য আরও কতিপয় মহিলা এ ধরণের সেবা করেছিলেন। মুয়াযের কন্যা রাবি এবং অপর কয়েকজন নারী ওহুদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদীনা পর্যন্ত আহত সৈন্যদের আর শহীদদের বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। উম্মে রোকাইয়ার তত্বাবধানে একটা পৃথ তাবু ছিল। এখানে তিনি আহত সৈন্যদের ক্ষতস্থান ধৌত করে পটি বেঁধে দিতেন (আবুদাউদ, ১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ ও ২৭০ পৃঃ, বুখারী, কিতাবুত্ তিব)

উম্মে আতিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মুজাহিদ ছাহাবীদের জন্য খানা পাকাতেন (তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৩১৭ পৃঃ; (উরোপীয় সংস্করণ)।

কাদেসিয়া যুদ্ধের বিভিন্ন রণাঙ্গণে মেয়েদের উপর আহত সৈন্যদের সেবা শুশ্রুষার ভার অর্পিত হয়। তারা বালকদের সঙ্গে নিয়ে শহীদদের কবর খোদার কাজও আঞ্জাম দেন। এই যুদ্ধেই কতিপয় সাহসী মেয়ে তাবুর দণ্ড হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত মুসলিম সৈন্যদের বহন করে আনেন। (ঐ —২৩৬৩ পৃঃ)

ইবনে আসীরের বর্ণনা মতে পরিখার যুদ্ধে রসূলুল্লাহর (দঃ) চাচী এবং যুবায়রের মাতা সাফিয়া এক সঙ্কট মুহূর্তে তাবুর খুঁটি তুলে নিয়ে এক ইহুদী দুশমনকে আঘাতের পর আঘাত করে হত্যা করেন। (উসুদুল গাবা, ৫ম খণ্ড ৫৯১ পৃঃ)

উম্মে আমারা ওহুদ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। রসূলুল্লাহর (দঃ) বিশ্বস্ত ছাহাবাগণ যখন প্রিয় নবীর দেহ রক্ষার জন্য তাঁদের জীবন দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এই বীরাঙ্গনা মহিলা তরবারী হাতে কাফেরদের অগ্রগমনে দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা দিচ্ছিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি তাঁর হাতে এবং বাহুতে বিভিন্ন স্থানে আহতও হন। তিনি অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর যুদ্ধ নৈপুণ্য এবং বীরত্বের পরিচয় দেন। (ঐ—৬০৫ পৃঃ)

এই সাহসিকা মহিলা হযরত আবুবকরের যামানায় নবুওতের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামা কাজ্জাবের সহিত ইয়ামামার যুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয়ে তাঁর দেহের ১২ স্থানে আহত হন। (ফতুহাত-ই-ইসলামিয়া, ৬৪ পৃঃ)।

হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে আজনাদায়েনের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য দলের পশ্চাৎ বাহিনী হঠাৎ রোমান সৈন্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরা নিজেদের সামলিয়ে নিয়ে দুশমন দলের মুকাবেলায় বীরত্বের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দেয়। এই ভাবে যখন তারা তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত এমনি সময় দামেস্কের অধিবাসীবৃন্দ মুসলিম মহিলাদের তাবুতে অতর্কিত হামলা শুরু করে। মুসলিম রমণীগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় একে অপরের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাতাকি করতে থাকে। এমন সময় আযওয়ার কন্যা খাওলা ক্রুদ্ধ আবেগে মুসলিম নারীদের সম্বোধন করে হুঙ্কার দিয়ে উঠেন,

"ভগ্নিগণ, তোমরা কি দামেস্কের কাফেরদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করবে? তোমরা কি আরবীয় বীর ও গৌরবের পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করবে? এরূপ অপমান বরণ করার পূর্বে চল আমরা বীর কন্যারূপে মৃত্যু বরণ করি।"

খাওলার এই কয়টি মাত্র কথা আরব মহিলাদের গৌরব বোধকে উদ্দীপিত করে তুলল। তাঁরা তাবুর দণ্ড হাতে অজেয় মনোভাব নিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। "হয় সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকব, নয় বীরাঙ্গনার মৃত্যু বরণ করব" এই হ'ল তাদের পণ। খাওলা নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন, তাঁর পশ্চাতে থাকলেন আফিরা, উম্মে আবান, সালমা প্রভৃতি। কাফেররা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে দেখতে একের পর এক তারা ত্রিশজনকে জাহান্নামে প্রেরণ করলেন। শত্রুরা তাদের আক্রমণকে তীব্রতর ক'রে তুলল কিন্তু মুসলিম বীর-জায়াগণ সবই প্রতিরোধ করে ব্যর্থ করে দিলেন। এমন সময় যুদ্ধরত মুসলিম সেনা বাহিনী সম্মুখের শত্রু বাহিনীকে ধ্বংস করে মুসলিম মহিলাদের উদ্ধারের জন্য তীর বেগে এগিয়ে এলেন। আক্রমণের এই বেগ সহ্য করা হামলাকারীদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তারা তাদের দুর্গের দিকে পলায়ন করল। মুসলিম বাহিনী আজনাদায়ের দিকে বীর বিক্রমে এগিয়ে চললেন।

হযরত ওমরের খেলাফত যুগে ইয়ারমুকের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধে রোমান বাহিনী বিপুল সংখ্যায় মুসলমানদের উপর বিদ্যুৎ বেগে ঝাপিয়ে পড়ল। মুসলিম সৈন্য দল আকস্মিক আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে পিছু হঠতে লাগল। রোমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়ে তাঁদেরকে শিবির পর্যন্ত ধেয়ে নিয়ে আসল। শিবিরের মহিলারা পুরুষদের এই দূরবস্থা দর্শনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তাঁরা শিবির থেকে বের হয়ে এসে উত্তেজনা-পূর্ণ নসিহত ও বাক্যবাণে তাঁদের পৌরুষে তীব্র আঘাত হানতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, নিজেরা রণবেশে দুশমনদের প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হলেন। এতদ্দর্শনে পুরুষরা নব বলে বলীয়ান হয়ে রুখে দাঁড়ালেন। কুরাইশ বীরঙ্গনা বৃন্দ উন্মুক্ত তরবারী ঝলসিয়ে শত্রুসেনা নিধন করতে করতে স্বীয় দলের পুরুষদের পিছনে ফেলে সম্মুখ কাতারে এসে বিপক্ষদলে ত্রাসের সঞ্চার করে দিলেন। এ যুদ্ধে মোয়াবিয়ার বোন জুয়ায়রিয়া একদল মহিলার নেতৃত্ব দেন। তিনি অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়ে যুদ্ধে আহত হন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর দামেস্কের নিকট মার্জুস-সফর নামক স্থানে বিজয়ী মুসলিম বাহিনী একদিন অবস্থান করলেন। এখানে খালেদ বিনে সাঈদের সহিত উম্মে হাকিমের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। খালেদ ওলিমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছেন। মুসলমানরা খেতে বসেছেন, আহার তখনও শেষ হয় নি। এমন সময় রোমানরা অতর্কিত হানা দিল। মুসলমানগণ আহার ফেলে দ্রুত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তারপর এমন প্রচণ্ড প্রতি আক্রমণ শুরু করলেন যে, অল্পক্ষণেই রোমানবাহিনী ছত্রভঙ্গ ও পর্যুদস্ত হয়ে গেল। নব বধূ উম্মে হাকিমও বিবাহ বেশে শৌর্যবীর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ৭ জন রোমান সৈন্যকে হত্যা করে ফেললেন। (উসুদুল-গাবা, ৫ম খণ্ড, ৫৭৭ পৃঃ)

কাদেসিয়ার যুদ্ধের কিছু পূর্বে বুওয়াইবে পারস্য-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাসীদের সহিত মুসলমানদের একটি প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে এক মজার কাণ্ড ঘটে। পারস্যের পরাভূত সেনা দলের পশ্চাদ্ধাবনে মুসলমান সৈন্যদল বহু দূরে এগিয়ে আসেন। বিপুল খাদ্য সম্ভার তারা পারস্যবাসীর নিকট থেকে দখল করে নেন। রান্না কার্যে নিয়োজিত মুসলিম মহিলাবৃন্দ পশ্চাতে অনেক দূরে পড়ে থাকেন। সেনাপতি মুসান্না একদল সৈন্যকে খাদ্যদ্রব্যসহ মেয়েদের নিকট পাঠিয়ে দেন। এই সেনাদল যখন ঘোড়ায় কদম ছুটিয়ে পথে ধূলি উড়িয়ে তাদের নিকটবর্তী হলেন—মুসলিম মহিলাগণ মনে করলেন আমাদের সম্মুখে বিপদ সমুপস্থিত। শত্রুদল তীব্রবেগে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। তাদের সঙ্গে অস্ত্র বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু তাই বলে তারা ভয়ে ভড়কিয়ে গেলেন না। বালক-বালিকাদের পিছনে রেখে তারা প্রস্তর খণ্ড আর তাবুর দণ্ড নিয়ে রণমূর্তিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সেনাপতি আমর বিনুল আবদুল মসিহ মেয়েদের এই রণবেশ দেখে আনন্দে চীৎকার দিয়ে বললেন, বীর নারীর উপযুক্ত প্রস্তুতিই বটে—তারপর প্রকৃত পরিচয় দিয়ে মুসলিম বিজয় বার্তার শুভ সংবাদ এবং খাদ্য সম্ভার প্রদান করলেন। (তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ২১৯৭ পৃঃ)

মায়সানের যুদ্ধে মুসলিম মহিলাগণ এক সঙ্কট মুহূর্তে এক চমকপ্রদ কৌশল অবলম্ব করেন। তায় গ্রীসের তীরে এই যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনী কাফেরদের সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত। এখানেও মেয়েদের অনেক দূর পিছনে ফেলে পুরুষরা তীব্রতম যুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছেন, জয় পরাজয় অনিশ্চিত। মুসলিম মহিলাগণ এই সংগীন মুহূর্তে তাদের পুরুষ বাহিনীকে সাহায্য এবং দুশমনদের সন্ত্রস্ত করার জন্য এক অভাবিত বুদ্ধি খাটালেন। তারা তাদের বস্ত্রাঞ্চল ছিড়ে হেলালী ঝাণ্ডা বানিয়ে নিলেন। তারপর প্রত্যেকেই পতাকা উড়িয়ে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চললেন। এটাকে শত্রু সৈন্য মুসলমানদের নূতন বাহিনীর আগমন মনে করে মনোবল হারিয়ে ফেলল এবং দ্রুত প্রাণ ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল। (তাবারী, ৫ম খণ্ড, ২৩৪৭ পৃঃ)।

ইয়ামুর-তাবীরে মুসলিম মহিলাবৃন্দ সর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব এবং বিস্ময়কর সাহসিকতার পরিচয় দেন। এখানে বিপুল সংখ্যক রোমানদের বিরুদ্ধে মহিলারা উলঙ্গ তরবারী হস্তে সম্মুখ সমরে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হলে মুসলমানদিগকে সাঙ্ঘাতিক পরাজয় বরণ করতে হত। এখানে হিন্দা, খাওলা, উম্মে হাকিম ইত্যাদি অসাধারণ বীর্যবত্তার নিদর্শন দেখিয়ে পুরুষদের অন্তরে ভীতির অপসারণ এবং নূতন সাহসের সঞ্চার করেন। হযরত আবু বকরের কন্যা আসমা অশ্ব পৃষ্ঠে তাঁর স্বামীর পার্শ্বে থেকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

উষ্ট্র যুদ্ধে হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ভুল করেছিলেন। কিন্তু তবু এই ব্যাপার থেকে মুসলিম মহিলার নির্ভীকতার দৃঢ় পরিচয় ও বীর্যবত্তার নির্ভুল নিদর্শন পাওয়া যায়।

উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খেলাফত কালেও বিভিন্ন যুদ্ধে বহু মুসলিম বীরাঙ্গণাকে কাফেরদের সহিত জিহাদে এবং অন্তর্দ্বন্দে অংশ গ্রহণ ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে গাযালা, জাহায়খা, উম্মে ইসা, লুবাবা, 'ফারা ও ফাতেমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টান জগত যখন ক্রুসেডের নামে ক্রুসের 'পবিত্রতা' রক্ষা ও খৃষ্টান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উন্মাদনায় লাখে লাখে মুসলমানদের উপর পুনঃ পুনঃ ঝাপিয়ে পড়ে তখন ইসলামের ইয্যত রক্ষার জন্য বহু মুসলিম নারী রণসজ্জায় পুরুষদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়ে বীরত্বের সহিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মাতৃজাতির এই ধর্মীয় উৎসাহ এবং বীরত্ব দর্শনে তাহাদের অপরিণত বয়স্ক পুত্র কন্যাগণের রক্ত টগবগ করে উঠে। মুসলিম সিংহ শাবকগণ নিম্ন বয়স্ক ক্রুসেডার ভেড়ার পালে আক্রমণ চালিয়ে তাহাদিগকে চতুর্দিক বেষ্টন করে রজ্জু দিয়ে বেঁধে ফেলে।

(হকুকুল মাআরাতাল ইসলাম এবং আল ফাতাওল কুসী ফিল ফতাহিল কুদসী)।

www.ahlehadeethbd.org

নবুওতের গুরুত্ব

—মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

পৃথিবী যখন তৃষ্ণার্ত শ্যামল বৃক্ষরাজী যখন নগ্ন-মূর্তি ধারণ করে, উদ্যানের পুষ্পলতাগুলি যখন শুষ্ক খড়ে পরিণত হয় কৃষকের হরিৎক্ষেত্রগুলি যখন ধুধু প্রান্তরে পরিবর্তিত হইয়া ভীষণ মরুভূমির আকার গ্রহণ করে, বিশ্বচরাচর পিপাসা ও গ্রীষ্মের প্রচণ্ড আতিশয্যে যখন বারম্বার আকাশের দিকে ঘন ঘন সকাতর দৃষ্টি উত্তোলন করে, তখন আল্লাহ তাআলা পরম করুণা পুরঃস্বর জীবজগতের তৃষ্ণা নিবৃত্তি কল্পে জগতের শুষ্ক মরুভূমিকে শ্যামল দুর্বাদলে আবৃত করার উদ্দেশ্যে, সমগ্র জগতকে নব জীবনের পুলক শিহরণ প্রদান করিয়া আকাশ হইতে তাঁহার রহমতের সল্‌সবীলকে বৃষ্টির ধারা রূপে পৃথিবীর বক্ষের উপর বর্ষণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ তাআলার এই অপরিসীম অনুগ্রহ কোরআনের ভাষায় নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছেঃ—"তিনি সেই আল্লাহ যিনি জীব জগতের هو الذى ينزل الغيث من নৈরাশ্যের পর আকাশ بعد ما قنطوا وينشر رحمته হইতে বৃষ্টি বিন্দুকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার করুণা শীষকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন।" প্রাণী জগতের প্রতি এই যে করুণা, বৃষ্টিপাতের সাহায্যে মৃত পৃথিবীকে পুনর্জ্জীবন দান করার যে লীলা, আল্লাহ তাআলা ইহাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠতম মহিমার অন্যতম নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ তাআলা স্বীয় বিচিত্র মহিমা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেনঃ—"চঞ্চল চপল বিদ্যুৎ যখন পুনঃ পুনঃ চমকিত হয়, তখন মানুষের মধ্যে আশা ও ভয় মিশ্রিত এক অপূর্ব ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে, ইহা আল্লাহ তাআলার মহিমার একটি নিদর্শন। তার পর সেই আল্লাহ আকাশ হইতে পানীকে অবতীর্ণ করিয়া মৃত পৃথিবীকে পুনর্জ্জীবন দান করেন। এই ومن اياته يريكم البرق সকল ঘটনার মধ্যে خوفا وطمعا وينزل من চিন্তাশীল লোক السماء ماء فيحى به الارض بعد موتها ان فى দিগের জন্য অনেক ذالك لايات لقوم يتفكرون কিছু জ্ঞানের নিদর্শন রহিয়াছে।" আকাশ হইতে বৃষ্টি পতিত হয়, তাহার ফলে তৃণ দল আবার সবুজ হইয়া উঠে, ইহা পৃথিবীর অতি পুরাতন, অতি সাধারণ ব্যাপার, অথচ এই ঘটনাকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় মহিমার নিদর্শন বলিয়া অবহিত করিয়াছেন উপরন্তু জ্ঞানবান ও চিন্তাশীলদিগের জন্য এই ঘটনার ভিতর অনেক কিছু যে শিখিবার ও জানিবার আছে, তাহাও বলিয়াছেন, অতএব এই একান্ত সাধারণ বিষয়ের ভিতরে যে কি গুরুতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহাই সর্বাগ্রে আমাদের অনুধাবন করা কর্তব্য।

পৃথিবীর বক্ষের যেরূপ বিভিন্ন ঋতুর আবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়, মানব জগতের হৃদয়েও সেইরূপ ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। হিমানীর সমাগমে যেরূপ তরুলতাগুলি পত্র-পল্লব শূণ্য হইয়া নগ্নাকার-মূর্তি ধারণ করে ও সমগ্র পৃথিবী আতপতাপদগ্ধ মরুভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, পাপের প্রাবল্যে ও অনাচারের আতিশয্যেও তেমনি মানব জাতি দয়া, প্রেম ও মনুষ্যত্বের সমুদয় সরলতা ও সজীবতা হারাইয়া ফেলিয়া সাক্ষাৎ দৈত্য ও দানবের আকার পরিগ্রহণ করে। মনুষত্বের মধ্যে যে সকল দেবতা—বাঞ্ছিত কমনীয় বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে সেইগুলির সমাবেশেই মানুষ জীবজগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইবার অধিকারী, কিন্তু মহত্বের এই সকল উপকরণ যখন মানব জাতি নষ্ট করিয়া ফেলে তখন তাহার লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব হায় হায় করিতে করিতে দূরে পলায়ন করে, তখন মানব আর হিংস্র পশুর মধ্যে কোনই পার্থক্য বর্তমান থাকেনা। পৃথিবীতে এই দুঃসময় যখন উপস্থিত হয়, তখন সকল পুণ্য ও মঙ্গল বিদূরিত হইয়া গিয়া সমস্ত জগত মূর্তিমান শ্মশানের আকার ধারণ করে। তৃষ্ণার্ত বিশুষ্ক জগত

www.ahlehadeethbd.org

যেরূপ বৃষ্টির জন্য উন্মুখ হইয়া আকাশের দিকে যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, পাপের সূচীভেদ্য অন্ধকার যখন পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, মানবতার আদর্শ-যখন লাঞ্ছিত ও পীড়িত হইয়া উঠে, সাম্য ও মৈত্রী এবং প্রেম ও প্রীতির সকল প্রকার সরলতা হারাইয়া যখন হিংসা, ক্রোধ, শঠতা ও মিথ্যার নারকীয় জ্বালায় পৃথিবী মরুভূমি সদৃশ্য হইয়া উঠে, তখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন ও তৃষ্ণার্ত মানব জগত আলোকের জন্য, এক বিন্দু কৃপাবারির নিমিত্ত সেইরূপ আকুল আগ্রহে বারম্বার আকাশের দিকে তাকায়। মৃত্তিকার তৃষ্ণা বিদূরিত করিবার জন্য যেরূপ করুণাময় আল্লাহতাআলা সতত প্রস্তুত, মানব জগতের অন্তর্নিহিত পিপাসাকে পূর্ণ করিতেও তিনি তেমনি ব্যাকুল ও ব্যাগ্র।

সার্ধ তের শত বৎসর পূর্বে সমগ্র পৃথিবীতে এক ঘোর মন্বন্তর উপস্থিত হইয়াছিল, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি সকল প্রকার মানবীয় উপাদানের সরসতা পৃথিবীর বক্ষ হইতে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, পৃথিবীর প্রেমময় রাজ্য হিংসা, ভেদ ও দ্বন্দ্বের ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, পাপ ও এলাহি দ্রোহিতার সূচীভেদ্য অন্ধকারে পৃথিবীর স্বর্গীয় রাজ্য দৈত্য ও দানবের অট্টহাস্যপূর্ণ শ্মশানে পর্যবসিত হইয়াছিল। সেই সময় অন্ধকারের গভীর আবরণকে অপসারিত-করিবার জন্য, তৃষ্ণার্ত মানব জগতের হৃদয়ে নবজীবনের বৃষ্টিধারা সিঞ্চন করিবার জন্য, পৃথিবীর শুষ্ক মরুভূমিকে সঞ্জিবীত করিয়া তুলিবার জন্য, বিশ্ব-চরাচর ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় বারম্বার আকাশের দিকে আকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।

পৃথিবীর এই করুণ ক্রন্দনে ও জীব জগতের উৎকণ্ঠাপূর্ণ বিলাপের ফলে পাপ তাপদগ্ধ পৃথিবীকে স্নিগ্ধ ও সরস করিবার জন্য দয়াময় আল্লাহ তাআলা রবিউল আউয়ালের দ্বিতীয় সপ্তাহে রহমত ও কল্যাণের প্রশ্রবণ রূপে, করুণা ও অনুগ্রহের ফল্গুধারা রূপে, প্রেম ও সৌহার্দের বারিবিন্দুরূপে এক মহামনবকে পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৃষ্টিধারার পতনের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ তাপদগ্ধ পৃথিবী শীতল সমীরের শিহরণ লাভ করিয়া পুলকিত হয়, এই মহামানবের শুভ জন্ম লাভের ফলে পাপ জর্জরিত অত্যাচার কলুষিত পৃথিবীর মুমূর্ষ মানব জাতি তেমনি অনতিবিলম্বে সকল প্রকার সরসতা ও সঞ্জীবতা লাভ করিয়া নব জীবনের গরীমায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পাপীর ত্রাণকর্তা, উৎপীড়িতের মুক্তিদাতা, দরিদ্রের রক্ষাকর্তা, অনাথের আশ্রয়দাতা, প্রেম ও প্রীতির রাজপুত্র, সাম্যবাদের অগ্রদূত ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব রাজ্যের অধিশ্বর সেই মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) পবিত্র জন্মদিনের স্মৃতি বাসরে আমরা মুহূর্তের জন্য কৃতজ্ঞ বিনম্র চিত্তে সেই করুণাময় আল্লাহ-তাআলার সমীপে শোকরের সেজদা করিতেছি।

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বিশ্বাস পরায়ণদিগের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা করিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজন মানবকে রসুল করিয়া প্রেরণ করিলেন, এই রসুল তাহাদের সম্মুখে খোদার নিদর্শনগুলি উপস্থিত করিয়া তাহাদের কলুষিত অন্তরকে পরিষ্কার করিলেন, যাহারা অজ্ঞতার সূচীভেদ্য অন্ধকারে হোঁচট খাইয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদিগকে কেতাব ও সুন্নতের সুগভীর জ্ঞান প্রদান করিলেন"!

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين

এই মহামানবের শুভ পদার্পণে পৃথিবীর যে কি অসীম পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, খুব সংক্ষেপে এইবার সেই কথাই বলিব। পূর্বে বলিয়াছি হযরত যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তখন সমগ্র পৃথিবীতে অনাচার, পাপের তাণ্ডব লীলা ভীষণ ভাবে চলিতেছিল, পৃথিবীর মাটীর প্রতি অণুপরমাণু এক নূতন যুগ-গুরু ও ধর্ম প্রবর্তকের প্রতীক্ষায় অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ করিয়া আরবের তৃণহীন ছায়াশূন্য মরু প্রান্তর যেন শয়তানের নিজস্ব লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সকল প্রকার পাপ ও অত্যাচার এই খানেই যেন একেবারে উলঙ্গ হইয়া বীভৎস নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।... যে আরব জাতির মধ্য হইতে এই মহামানব

www.ahlehadeethbd.org

আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাদের তৎকালীন অবস্থা একটু বিশদরূপে আলোচনা করিলে আরব ভূমিতে এই মহামানবের আগমনের গুরুত্ব খুব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে।

মানুষের ঘোর অধঃপতন হয় ঐ সময়ে যখন মানুষ আপনারই মত একজন মানব সন্তান বা মানব অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর জীব ও পদার্থকে আল্লাহর আসন প্রদান করিয়া বসে। ধনে সম্পদে, শারীরিক বলবীর্য্যে ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে একজন মানুষ যতই উৎকর্ষ লাভ করুকনা কেন সকলের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মোটের উপর সে একজন মানুষ, আমরা তাহাকে গুণবান ও বিদ্বান বলিয়া সম্মান করিতে পারি, শক্তিশালী ও প্রভাব সম্পন্ন বলিয়া তাহাকে এক আধটুকু ভয়ও করিতে পারি, কিন্তু সকল অবস্থার মধ্যে আমরা একথা বিস্মৃত হইবনা যে, সে আমাদের মতই একজন মানুষ, একজন মানুষ অপরের নিকট যাহা দাবী করিতে পারে, তাহার অতিরিক্ত সম্মান ও ভক্তি সে আমাদের নিকট কিছুতেই দাবী করিতে পারিবেনা। জগতের কিংবা কোন জাতির যখন দুর্দিন উপস্থিত হয়, তখন মানুষ আপনাপেক্ষা আধ্যাত্মিক বা দৈহিক অধিকতর শক্তিশালী ব্যক্তিকে সাধারণ মানবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়া সন্তুষ্ট হয় না। যে অর্চনা ও পূজা একমাত্র খোদাতালার জন্য নির্দিষ্ট, মানুষ ভয়ে, ভক্তিতে, ভালবাসার আতিশয্যে তখন অপর মানুষের, মানব অপেক্ষা ইতর জীবের এমন কি নিকৃষ্টতম জড়পদার্থেরও সেই রকম পূজা ও উপাসনা আরম্ভ করিয়া দেয়। ইহা মানবত্বের দুরপনেয় কলংক, মানবজাতি মহত্বের যে গরীয়ান আসন অধিকার করিয়াছে, তাহার ঘোরতর অসম্মান। এইরূপ নীচতা যখন কোন জাতির মধ্যে প্রবেশ করে তখন বুঝতে হইবে সে জাতির ঘোর দুর্দিন ও ভীষণতম অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানব সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, আর সকল মানব মনুষ্যত্বের দিকদিয়া সমান, যদি মানুষকে ভক্তি গদগদ চিত্তে ভূলুণ্ঠিত হইতে হয়, তাহাহইলে শুধু বিশ্বতারণ, করুণানিধান আল্লাহ তাআলার সম্মুখেই লুণ্ঠিত হইতে হইবে, মানুষের মস্তক এক বিধাতা রাব্বুল আলামীন ব্যতীত আর কাহারও সম্মুখে অবনত হইবে না। পিতা ইব্রাহীম ও তদীয় নন্দন ইসমাইল এই মহাশিক্ষার প্রচার উদ্দেশ্যেই ছায়াহীন বারিশূন্য মক্কার মরুপ্রান্তরে এক ভজনালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। একমাত্র সদাপ্রভু আল্লাহ ব্যতীত যাহাতে আর কাহারও উপাসনা না করা হয়, সেই জন্যই তাঁহারা পিতাপুত্রে মিলিয়া এই মহান গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে শয়তানের প্ররোচনায় সেই ইসমাইলের (আঃ) বংশধরগণই পৃথিবীতে এই প্রথম ও আদি উপাসনা গৃহে শতাধিক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া মানবীয় হীনবৃত্তিসমূহের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

তারপর চরিত্রের কথা ঃ— জড়োপাসক বহুবাদী পৌত্তলিকদিগের মধ্যে যে সকল দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতা স্বাভাবিক রূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে, আরবদিগের মধ্যে সে সমস্তই যেন অনৈসর্গিক উপায়ে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, দস্যুবৃত্তি তাহাদের গৌরব জনক পেশা ছিল, পরস্ত্রী গমন তাহাদের মধ্যে অতি সাধারণ ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইত, এমন কি পিতার মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও তৈজস পত্রাদির সহিত পুত্রগণ পিতার পরিত্যক্ত নারীদিগকেও ভোগের নিমিত্ত আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইত। বিধবা রমনীকে তাহার মৃত স্বামীর পার্শ্বে জীবন্ত পোড়াইয়া সারিয়া হিন্দুযগত যেমন কিছুদিন পূর্বেও পুণ্যার্জ্জন করিতে অভ্যস্ত ছিল, পাষণ্ড আরবগণ তেমনি আপনাদের জীবন্ত কন্যা সন্তানগুলিকে সমাধিস্থ করিয়া গৌরব লাভ করিত। ব্যভিচার, লুণ্ঠন, মদ্যপান ও নরহত্যা, মোটের উপর পৃথিবীতে এমন কোন মহাপাপ নাই, যাহার তাণ্ডব-নৃত্যে আরবভূমী ব্যথিত ও মথিত হইয়া উঠে নাই, বিশেষ করিয়া আত্মম্ভরিতা ও হিংসার এমন ভীষণ দাবাগ্নি নিখিল আরবের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, আরবদেশ কোরআনের ভাষায় নরক কুণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। আরবদিগের তৎকালীন অবস্থাকে স্মরণ করাইয়া

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে আদেশ করিয়াছেন "তোমরা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের একান্ত পার্শ্বেই গিয়া পৌঁছিয়াছিলে, وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها কিন্তু আল্লাহ তোমাদিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন'। আরবদিগের যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক যুদ্ধ বিগ্রহ ও হিংসা কলহকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহার যৎ সামান্য নিদর্শন এই যে, শুধু জনৈক ব্যক্তির একটি উষ্ট্র অপর এক ব্যক্তির শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করায় আরবে ৪৯৪ হইতে ৫৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এক ভীষণ সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, এই যুদ্ধ প্রথমতঃ বক্‌র ও তাগ্‌লব নামক দুইটি গোত্রের মধ্যে আরম্ভ হয় কিন্তু অতঃপর সমগ্র আরবের সমুদয় গোত্র কোন না কোন পক্ষকে সমর্থন করে। ঐ যুদ্ধে ৭০ হাজার আরব নিহত হয়। ঐরূপ ঘোড় দৌ'ড় ক্ষেত্রে একজন লোক জনৈক অশ্বারোহীর ঘোড়া ভড়্‌কাইয়া দেয়, তাহার ফলে 'দাহেস্' যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, ৫৬৮ হইতে ৬৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সমর স্থায়ী হইয়াছিল। মোটের উপর ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যাপার লইয়া কলহ ও দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে রক্তারক্তি, যুগ যুগান্তর ধরিয়া নিশ্চিত সংগ্রাম আরবের নিত্যকার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। ভেদ ও হিংসা যে তাঁহাদের সামাজিক জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, ধর্ম জীবনেও তাহারা সকলে এক ঠাকুরের আনুগত্য স্বীকার করিতে পারিত না। ঘরে ঘরে নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, 'হোবলের' ভক্তগণ 'সাফ'াকে দেখিতে পারিত না আবার সাফার পূজারীরা 'ওজ্জা' ও 'নায়েলা'র নাম শুনিতে প্রস্তুত ছিলনা। ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে যেমন তাহাদের মধ্যে তীব্র বিরোধ ও হিংসা বর্তমান ছিল, আরবের ভৌগলিক সীমার বহির্ভূত সমগ্র ভূভাগকে আবার তাহারা ততোধিক অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দর্শন করিত। সমগ্র আরবের মধ্যে লিখনী ধারণ করিতে পারিত এরূপ লোক অত্যন্ত বিরল ছিল, কিন্তু তথাপি তাহারা আরব ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীর নাম রাখিয়াছিল আজম, বা মূক দেশ! পৃথিবীর লোকদিগকে মূক ও মূর্খ বলিয়া অভিহিত করার কারণ ছিল এই যে, আরবদিগের মধ্যে বাকযুদ্ধ ও জিহ্বার লড়াইয়ের যে প্রথা প্রচলিত ছিল, সমগ্র পৃথিবী তাহার সমকক্ষতা করিতে পারিত না। মক্কার নিকটবর্তী আ'ককাজ নামক স্থানে আরবদিগের একটি হাট বসিত, কিন্তু বিপনীতে অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা বাক্যের ক্রয় বিক্রয় কার্যই সর্বাপেক্ষা বেশী মাত্রায় চলিত। প্রতিমা-পূজক জাতিবর্গের মধ্যে দুই একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় সকল প্রকার দোষের আকর হইয়াও যেমন সমগ্র জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাদের শাস্ত্রের নির্দেশ মত যেমন ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রভৃতিকে কোন পাপই স্পর্শ করিতে পাবেনা, ব্রাহ্মণ শত-সহস্র ভীষণতম অপরাধে অপরাধী হইলেও যেমন সকল সময়ে অবধ্য, শাস্তির অতীত, আরবদিগের মধ্যেও সেই ব্যবস্থা পরিপূর্ণ মাত্রাতেই বর্তমান ছিল, সকল প্রকার পুণ্য ও ধর্মের, তাহাদের বড় লোক ও পুরোহিত সম্প্রদায় যেন একমাত্র ঠিকাদার হইয়া পড়িয়াছিল। পাপ ও অন্যায়াচরণের শাস্তিভোগ করিবার জন্য যেন শুধু দরিদ্র লোকদিগকেই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালিকার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করা হইত, তাহারা আরবদিগের সাধারণ সম্পত্তি বিবেচিত হইত, যে বলপূর্বক অধিকার করিয়া বসিতে পারিত, বিধবা ও অভিভাবক শূন্য বালিকাকে তাহারই আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত। ভারতের পৌত্তলিক কৌলীন্যাভিমানীগণ যেমন অশীতিপরায়ণ মুমূর্ষু বৃদ্ধের হস্তে ৭ম বর্ষীয়া বালিকাকে সমর্পণ করিয়া কৌলীন্য গরিমা রক্ষা করিয়া থাকেন, অগণিত নারীর স্বামীত্বলাভ যেমন কৌলীন্যের অপরিহার্য অঙ্গ, আরবের তথাকথিত কুলীনগণও তেমনি অনায়াসে শত শত যুবতী অনাথিনী অবলাকে আপনাদের ঘরে গৃহপালিত প্রাণীর ন্যায় আটক করিয়া রাখিয়া আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিত। নারীত্ব ও মাতৃত্বের মর্যাদা পৃথিবী হইতে চির বিদায় লাভ করিয়াছিল, সামান্য সামান্য অপরাধে স্ত্রীলোকদিগের নাক কান কাটিয়া দেওয়া এমন কি হত্যা করিয়া ফেলাও কোন অপরাধের মধ্যে গণ্য হইত না। যাযাবর

www.ahlehadeethbd.org

আরবদিগের জীবনযাত্রা প্রণালীও বড় অদ্ভুত ছিল, উন্মুক্ত আকাশের তলে তাহারা বসবাস করিত। চুরি, ডাকাতিই তাহাদের প্রধান ব্যবসা ছিল তবে উষ্ট্র ও ছাগলের রাখালি তাহাদের গার্হস্থ জীবনের প্রধানতম অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত।

এই গেল আরবের সাধারণ অবস্থা, কিন্তু আরব ব্যতীত পৃথিবীর অপরাপর অংশের অবস্থাও কিছু মাত্র আশাপ্রদ ছিল না, খৃষ্টান ধর্মের মূল শিক্ষা জগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; যীশুর প্রেম ও নিষ্ঠার পরিবর্তে সমগ্র খৃষ্টান জগতের মধ্যে দর্নীতি ও ত্রিত্ববাদের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইয়াছিল, হযরত ঈসাকে পয়গম্বরের আসন হইতে সরাইয়া বলপূর্বক আল্লাহর পুত্রের স্থান প্রদান করা হইয়াছিল। ধর্মযাজক ও পুরোহিতদিগের রসনা-নিঃসৃত প্রত্যেকটি উক্তি ধর্ম-ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইত, মদ্যপান ও ব্যভিচার তাহাদের ধর্মগুরুদিগের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

যীশুর প্রায়শ্চিত্ব তত্ব সমগ্র জাতির সম্মুখে সকল প্রকার অন্যায় অনাচারের রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়াছিল। খৃষ্টান ও ইহুদী ব্যতীত পৃথিবীতে আর যাহারা ছিল, তাহারা হয় ছিল অগ্নিপূজক, নয় পৌত্তলিক। মোট কথা এইরূপে বিশ্বচরাচর পাপের সূচীভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, মানুষের সমুদয় মহত্ব ভূলুণ্ঠিত হইয়া আর্তনাদ করিতেছিল, প্রেম প্রীতি ও পৌরুষ প্রভৃতি মানব জীবনের সমুদয় সরসতা ও স্নিগ্ধতাকে হারাইয়া সমগ্র পৃথিবী আতপ-তাপদগ্ধ মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছিল। পৃথিবীর অন্ধকারের আবরণকে অপসারিত করিবার জন্য, আর্ত ও ব্যথিত পৃথিবীর বক্ষে আনন্দের স্বর্গীয় সুষমা ঢালিয়া দিবার জন্য, তৃষ্ণার্ত জগতের উপরে কল্যাণ ও জীবনের বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করিবার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মঙ্গলময় হস্ত মক্কার মরুভূমির প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন। ৫৭১ খৃষ্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসের ৯ম দিবস সোমবার প্রাতঃকালে আবদুল্লাহর ঔরসে কোরেশ নেতা আবদুল মুত্তালিবের গৃহে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) খোদার রহমতের করুণা নির্ঝররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

مرحبا ! سيد مكى مدنى العربى
دل وجان باد فدايت چه عجب خوش لقبى

যে মহামানবের পুণ্য জন্মকথার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার আগমনে জগতের মধ্যে যে কি অসীম পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

জগতের প্রত্যাখ্যাত ও হীনতম অবস্থা প্রাপ্ত আরব, মানব মুকুট মহানবী হজরত রসুলে মকবুলের পবিত্র পরশ লাভ করিয়া মাত্র একযুগের মধ্যে যে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহাই হজরতের নবুওৎ ও প্রেরিত্বের প্রধানতম মোজেযা ও অলৌকিক প্রমাণ। হজরত (দঃ) ৪০ বৎসর বয়সে পয়গম্বরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর ৬৩ বৎসর বয়সে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। এই সামান্য ২৩ বৎসর কাল তাঁহার চরিত্র ও আদর্শের স্পর্শমণির সংযোগ লাভ করিয়া যাযাবর আরব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিক্ষিত ও সভ্য জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। মূর্খ আরব অতঃপর দীর্ঘ ৫ শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জ্ঞান ও মানবত্বের আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল, জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানের তাহারাই একমাত্র ভাণ্ডারী ছিল, পৃথিবী গললগ্নীকৃতবাসে তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা ও সভ্যতার অমৃত আহরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। যাযাবর উষ্ট্র রাখাল আরবগণ মহামানব হযরত মোহাম্মদের পবিত্র সংস্পর্শ লাভ করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে উষ্ট্র ও ছাগলের রজ্জু পরিহার করিয়া সমগ্র জল ও স্থলের শাসন-রজ্জু আপনাদের হস্তে ধারণ করিয়াছিল, হযরতের জীবদ্দশাতেই সমুদয় আরব ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়াছিল আর মহা পয়গম্বরের মহাপ্রস্থানের পর শুধু কয়েক বৎসরের মধ্যেই আটলান্টিক মহাসাগর হইতে সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ'র পবিত্র কলেমা আকাশে বাতাসে মেঘমন্দ্রে উচ্চারিত হইয়া প্রাণীজগতকে পুলক বিস্ময়ে শিহরিত করিয়া তুলিয়াছিল।

من بيدل بجمال تو عجب حيرانم
الله الله چه جمالست بدين بوالعجبى

(সত্যাগ্রহী হইতে সঙ্কলিত)

www.ahlehadeethbd.org

(৪৮৮ পৃষ্ঠার পর)

১৬০) হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিল যে, আমার ছেলে মারা গিয়াছে (আর তাহার দুইটি মেয়ে রহিয়াছে) তাহার সম্পদে আমার কতটুকু অংশ রহিয়াছে? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেল, তুমি ছয় ভাগের এক ভাগ পাইবে। লোকটি প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাকে ডাকিয়া পুনরায় বলিলেন, তুমি আরও ষষ্ঠমাংশ পাইবে (আছাবা হওয়ার জন্য)।—আহমদ ও সুনন। তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন কিন্তু ইহা হাসন বসরী ইমরানের নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করেন নাই বলিয়া বলা হইয়াছে।

قال جاء رجل الى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال ان ابنى مات فمالى من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس آخر طعمة

১৬১) জনাব ইবনে বুরায়দা স্বীয় পিতার সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) দাদীর জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ নির্দিষ্ট করিয়াছেন যদি তাহার মধ্যে মাতা না থাকেন।—আবুদাউদ ও নাসায়ী। ইবনে খুযায়মা ও ইবনে জারূদ ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং ইবনে আদী ইহাকে সবল বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام

১৬২) হযরত মেকদাদ বিন মা'দিকারেবা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যাহার অংশধারী কোন ওয়ারেস নাই তাহার মামা তাহার ওয়ারেস হইবে।—আহমদ ও সুনন, তিরমিযী ছাড়া। আবু যুর'আ রাযী ইহাকে হাসন বলিয়াছেন এবং হাকিম ও ইবনে হিব্বান বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الخال وارث من لاوارث له

১৬৩) আবু উমামা বিন ছহল (রহঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রাযিঃ) আবু উবায়দার (রাযিঃ) নিকট একটি পত্র লিখিয়া আমার হস্তে প্রেরণ করিলেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, যাহার কোন অভিভাবক (অলী) নাই আল্লাহ এবং তদীয় রসূল তাহার অভিভাবক এবং যাহার কোন ওয়ারেস নাই তাহার মামা তখন তাহার ওয়ারেস হইবে।—আহমদ ও সুনন, আবুদাউদ ব্যতীত। তিরমিযী ইহাকে হাসন বলিয়াছেন এবং ইবনে হিব্বান বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله ورسوله مولى من لامولى له والخال وارث من لاوارث له

১৬৪) হযরত জাবের (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিতহইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, শিশু জীবন্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিলেই তাহাকে ওয়ারেস করা হইবে।—আবুদাউদ; ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

اذا استهل المولود ورث

১৬৫) আম্‌র বিন শু'য়াইব স্বীয় প্রপিতামহের (রাযিঃ) সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন হত্যাকারীর জন্য মকতুলের সম্পদে কোন অংশ নাই।—নাসায়ী ও দারকুতনী। ইবনে আবদুল বর্ সবল বলিয়াছেন কিন্তু নাসায়ী উহাতে দোষ ধরিয়াছেন আর সঠিক এই যে, ইহা মওকুফ।

ليس للقاتل من الميراث شى

১৬৬) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) বলিয়াছেন আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, পিতা অথবা পুত্র যে অংশ লাভ করিয়াছে উহা তাহার (মৃত্যুর পর) আছাবাই পাইবে।—আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ; ইবনুল মদীনী এবং ইবনে আবদিল বর ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

مالحرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان

১৬৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

www.ahlehadeethbd.org

১। গরু দ্বারা আকীকা উত্তরদাতা ঃ **মুনতাছির আহমদ রহমানী।**

প্রশ্নকারী ঃ মোঃ আবদুস্ সামাদ সরকার বল্লা, ময়মনসিংহ।

গরুর দ্বারা আকীকা এবং এক গরুতে সাতটি শিশুর আকীকা সম্পর্কে কোন বিশুদ্ধ, মর্‌ফূ' হাদীস প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া আমি জ্ঞাত হইতে পারি নাই। পক্ষান্তরে ছহীহ ও মর্‌ফু' হাদীস দ্বারা আকীকার জন্য ছাগল জাতীয় পশু সুনির্দিষ্ট হওয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী স্বীয় সনদে তাঁহার ছহীহ গ্রন্থে ছলমান বিন আমের যব্বীর (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, ছেলে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার আকীকা প্রদান কর—রক্ত প্রবাহিত কর এবং চুল মুড়াইয়া ফেল।— বুখারী (২২) ৮২২ পৃঃ।

مع الغلام عقيقة فاهر يقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى

গোলাম আযাদ করার الولاء لحمة كلحمة النسب দ্বারা যে সম্পর্ক (অলা') لايباع ولا يوهب স্থাপিত হয় উহা নসবের তুল্য, উহা বিক্রিও হয়না এবং দানও করা যায় না।—হাকিম শাফেয়ীর সূত্রে; তিনি মুহাম্মদ বিনুল হাসান আন আবি ইউসুফ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং বয়হকী ইহাতে দোষ (ইল্লত) ধরিয়াছেন।

১৬৮) জনাব আবু কালাবা (রহঃ) হযরত আনসের (রাযিঃ) সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দ) ইর্শাদ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ফরমাইয়াছেন, দেখ, ইল্‌মে ফরায়েয সম্বন্ধে افرضكم زيد بن ثابت সর্বাপেক্ষা ওয়াকেফহাল হইতেছে যয়দ বিন সাবেত (রাযিঃ)।—আহমদ ও সুনন; আবুদাউদ ছাড়া। তিরমিযী, ইবনে হিব্বান ও হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন কিন্তু শেষোক্ত ইমাম ইহাতে মুর্সল হওয়ার দোষ ধরিয়াছেন।

(২য় কলমের পর)

গৌরব গাঁথা দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে আজও জাতির মহৎ কল্যাণ সাধিত ও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

বীরাঙ্গণা মুসলিম মহিলা

(৫০৩ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

উপরে বর্ণিত ঘটনা পঞ্জি ইসলামের গৌরব যুগের মুসলিম মহিলাদের ধর্মীয় জোশ ও জাতীয় চেতনার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করছে। এই জোশ ও চেতনা বোধ প্রয়োজন মুহূর্তে তাদেরকে স্বীয় শান্তিপূর্ণ গৃহের নিরাপদ পরিবেশ এবং শতবিধ আকর্ষণের মায়া ছিন্ন করে যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে টেনে এনেছে। তাঁরা সাধারণতঃ আহত ও পীড়িতদের সেবা করেছেন, সৈন্যদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করেছেন, পুরুষ যোদ্ধাদের উৎসাহ ও উদ্যম সক্রিয় ও সচল রাখার জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। প্রয়োজন হলে শহীদদের জন্য কবর খুদেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে খাদ্য বস্তু পৌঁছিয়ে দিয়েছেন আর সঙ্কট মুহূর্তে আত্মরক্ষায় ও ইসলামের ইয্‌যত রক্ষায় অসম সাহসিকতা ও অদ্ভুত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ ক'রে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

পাশ্চাত্যের বিকৃত সভ্যতা ও রুচী বিগর্হিত ফ্যাশনের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে আমাদের মা বোনেরা ইসলামের মহীয়সী বীরাঙ্গণা মহিলাদের

(১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

তিরমিযী, আবুদাউদ ও নাসায়ীতে উম্মে কুর্যের বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ছেলের পক্ষ হইতে সমবয়স্ক দুইটি ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল যবাহ করিতে হইবে। অপর বর্ণনাতে ছেলের জন্য দুইটি ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল পুং ও স্ত্রী উভয়ই প্রদান করা চলিবে।—আবুদাউদ (২) ৩৬ পৃঃ; নাসায়ী ১৮৭ ও তিরমিযী ১৮৩ পৃঃ। ইমাম তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الغلام شاتان مكا فاتان وفى الجارية شاة وفى رواية— عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لايضركم ذكرانا كن او اناثا

জননী আয়েশা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ছেলের পক্ষ হইতে দুইটি সমবয়স্ক ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকীকায় প্রদান করিতে হইবে।—আহমদ ও ইবনে মাজা। নয়ল (৫) ১২২ পৃঃ।

عن الغلام شاتان مكا فاتان وعن الجارية شاة

তিরমিযীর সূত্রে জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবাগণকে ছেলের জন্য দুইটি সমবয়স্ক ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি (আকীকা) প্রদান করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।—তিরমিযী (তুহ্‌ফা সহ) ৩৬১ পৃঃ; আহমদ ও ইবনে মাজা সামান্য পরিবর্তন সহ।

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم عن الغلام شاتان مكا فتيان وعن الجارية شاة

হাফেযুল ইসলাম আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী উপরোক্ত হাদীসগুলি উল্লেখ করার পর বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসগুলিতে শুধু ছাগল ও মেশ জাতীয় পশুর উল্লেখ থাকায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আকীকার জন্য ছাগল জাতীয় পশুই সুনির্দিষ্ট। আবুশ্‌শয়খ ইস্‌বাহানী এই সম্বন্ধে স্বীয় গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করিয়াছেন।—ফত্‌হুল বারী (৯) ৪৬৯ পৃষ্ঠ।

وبذكر الشاة والكبش على انه يعين الغنم للعقيقة وبه ترجم ابوالشيخ الاصبهانى

তিনি আরও বলিয়াছেন ইহাতে ছেলে এবং মেয়ের আকীকায় পশুর সংখ্যার তারতম্য সম্বলিত জম্‌হুর উলামার মতই সাব্যস্ত হইতেছে। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (রহঃ) উভয় সন্তানকে সমপর্যায় করিয়া এক একটি পশুকে যথেষ্ট বলিয়াছেন এবং আবুদাউদের একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ইহা অতি দুর্বল, কারণ উক্ত হাদীসের অপর সূত্রে দুই দুইটি বলিয়া স্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে। আমাদের মতে অসমর্থ ব্যক্তির জন্য একটিও শুধু জায়েয হইতে পারে কিন্তু দুইটি মুস্‌তাহাব এবং অফ্‌যল। অনুরূপ ভাবে যেহেতু আকিকা এবং কুরবানী দুইটি বিভিন্ন ব্যাপার সুতরাং আকীকাকে কুরবানীর উপর কেয়াস করা আদৌ সঙ্গত নহে অর্থাৎ কুরবানীর পশুতে যেরূপ শর্ত রহিয়াছে আকীকাতে তাহা অপরিহার্য নহে এবং এই কেয়াসের ভ্রমে পতিত হইয়া গরুর দ্বারা আকীকা, অধিকন্তু উহাতে সাতটি শিশুর একত্রিত করা আদৌ উচিত নহে।

যাহারা গরুর দ্বারা আকীকা জায়েয বলিয়াছেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

১ম ঃ—তাবরানী হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন তোমাদের কাহারও সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে উট অথবা গরু অথবা ছাগল দ্বারা তাহার আকীকা করিবে। তাবরানী বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসটি হুরায়স হইতে মসআদা ব্যতীত অপর কেহই রেওয়ায়ত করেন নাই। অধিকন্তু আবদুল মালেক বিন মা'রূফও ইহাতে একক রহিয়াছেন। তাবরানী ও আবু শয়খ, ফত্‌হুল বারী (৯) ৪৬৯ পৃঃ; নয়ল (৫) ১১৭ পৃঃ; তুহফা ৩৬২ পৃঃ।

من ولدله غلام فليعق عنه من الابل او البقر او الغنم' قال الطبرانى لم يروه عن حريث الا مسعدة' تفرد به عبد الملك بن معروف

কিন্তু মস্‌আদা সম্পর্কে হাদীস বিশারদ মোহাদ্দেসগণ কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলিয়াছেন, ইমাম আহমদ বলিয়াছেন যে, مس- ليس بشيء আদা কিছুই নহেন আমরা তাহার হাদীস বহুদিন পূর্ব হইতে পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছি।—তারীখে সগীর ১৯০ পৃঃ।

ইমাম যহবী তাহাকে সর্বনাশা এবং ইমাম আবু দাউদ তাহাকে মিথ্যুক বলিয়াছেন। তাহার হাদীসগুলিকে পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল।—মীযানুল ই'তেদাল (২) ১৬৩ পৃঃ।

অতএব এই রাবীব হাদীসকে বিশুদ্ধ হাদীসগুলির মোকাবেলায় পেশ করা এবং উহাদ্বারা কোন মসআলা প্রতিপন্ন করা উচিত নহে।

২য়ঃ—হযরত আনস এবং হযরত আবুবকর সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা নিজেদের সন্তানদের আকীকায় উট যবাহ করিয়াছিলেন। তুহ্‌ফাতুল ওয়াদুদ ২৬ পৃঃ।

কিন্তু মর্‌ফু' হাদীসের সমকক্ষতায় ইহাও পেশ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

ফলকথা গরু বা উষ্ট্রের দ্বারা আকাকীর জায়েয হওয়া কোন বিশুদ্ধ হাদীসে প্রমাণিত হয় নাই। জনৈক স্ত্রীলোক আবদুর রহমান বিন আবুবকরের (রাযিঃ) সন্তান জন্ম লাভ করিলে তাহার আকীকায় উট যবাহ করিবে বলিয়া আকাংখা করিলে জননী আয়েশা ছিদ্দীকা বলেন, لا بل السنة شاتان مكافئتان না, ছেলের আকীকায় يتصدق بهما عن الغلام দুইটি ছাগল এবং وشاة عن الجارية মেয়ের আকীকায় একটি যবাহ করাই সুন্নত। তুহ্‌ফাতুল অদূদ ২৪ পৃঃ।

ইমাম বদনীজী لاص للشافعي في ذلك বলেন, ইমাম শাফেয়ীর وعندي لايجزي غيرها নিকট হইতে এসম্পর্কে স্পষ্ট কোন রেওয়ায়ত নাই, তবে আমার মতে ছাগল জাতীয় পশু ব্যতীত আকীকা হইবেনা।—ফত হ (৯) ৪৬৯; তুহ্‌ফা (১) ৩৬২ পৃঃ।

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহর (দঃ) সুন্নতই সর্বাপেক্ষা অধিক সত্য এবং অনুসরণ যোগ্য। তিনি হজ্জের কুরবানীতে ভাগের নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন কিন্তু আকীকায় করেন নাই। কারণ, তিনি شرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لايقوم مقامهما جزوز ولا بقرة পুত্র সন্তানের জন্য আকীকাতে দুইটি পৃথক পৃথক প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত করার নির্দেশ দিয়াছেন। কোন উট অথবা গরু উহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেনা।

পক্ষান্তরে, গরু অথবা উট দ্বারা আকীকা চলিতেও পারে, জমহুর আলেম এরূপ মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া হাফেয ইবনে والجمهور على اجزاء الابل والبقر ايضا হাজার উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইহাতে প্রত্যেক শিশুর জন্য একটি পৃথক গরু অথবা উট হওয়ার শর্ত আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু সাতটি শিশুর আকীকা এক গরুর দ্বারা ইঁহারাও সমর্থন করেন নাই।

ومن ادعى فعليه البيان والبرهان

অতএব ইহা শুধু জওয়াযের উক্তি মাত্র। কিন্তু যাহা শ্রেয়ঃ এবং সুন্নত তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

আকীকার সময়ঃ

প্রশ্নকারীঃ

১। আবুল কাসেম মোহাম্মদ আবদুল ওহাব, পুরানপুর ফেটপুর, রাজশাহী ও ২। মৌঃ আবদুল হালিম খন্দকার বেরাইদ, ঢাকা।

বিশুদ্ধ হাদীসে আকীকার জন্য সপ্তম দিবস নির্ধারিত হইয়াছে, تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه রসুলুল্লাহ দঃ বলিয়াছেন সপ্তম দিবসে ছেলের আকীকা করিতে এবং তাহার নাম রাখিতে এবং মস্তক মুড়াইতে হইবে। আহমদ ও সুনন; তিরমিযী ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন।

আল্লামা শওকানী বলেন, সপ্তম দিবসই আকীকার নির্দিষ্ট দিবস, وفيه دليل على ان وقت العقيقة سابع الولادة وانها تفوت بعده وتسقط ان مات قبله ইহার পর উহা ফউত হইবে এবং ইহার পূর্বে শিশু মরিয়া গেলে আকীকা করিতে হইবেনা, উল্লিখিত হাদীস ইহার দলীল।—নয়ল (৫) ১১২ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

আলোচনা

পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান ঃ

অন্যান্য সব খবর ও সব আলোচনার উপর রাজনীতির খবর পরিবেশন ও আলোচনা আজিকার দুনিয়ার মানুষের অধিক দৃষ্টি ও অনুরাগ আকর্ষণ করে থাকে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন, তার সুখ শান্তি ও দুঃখ দুর্দশা, উন্নতি ও অবনতি, তাদের জাতীয় মর্যাদা ও অমর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থা, কৃষ্টি ও সভ্যতা নীতি ও আদর্শ—এক কথায় সবকিছু বর্তমান যুগে পূর্বের যে কোন যুগ অপেক্ষা রাজনীতি ও রাজনৈতিক অবস্থা দ্বারা অধিক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

নিজেদের দেশ পাকিস্তানের কথাই ধরা যাক। এদেশের উদ্ভব ঘটান হয়েছিল পাক-ভারতের মুসলমানদের রাজনীতিক, সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বজায় রেখে অভাব ও দৈন্যমুক্ত অবস্থায় মর্যাদার সঙ্গে দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে আর তার আদর্শকে মুসলিম জাহানে এবং দুনিয়ার সামনে বুক ফুলিয়ে তুলে ধরতে। দেশের প্রভাবশীল রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের আচরণ ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থার ফলে পাকিস্তান আজও তার এ লক্ষ্য পানে এগিয়ে চলতে পারে নাই। পদে পদে পদস্খলিত এবং পথ হারিয়ে ফেলেছে। জনগণের সঠিক রাজনৈতিক তৎপরতা এবং অভ্রান্ত উদ্যমের ফলেই পাকিস্তান সঠিক পথে চলার প্রেরণা ও শক্তি অর্জন করতে পারে। পাক-ভারতের যেসব এলাকা নিয়ে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব উথাপন করা হয়েছিল দেশ যে ভিত্তির উপর বিভক্ত হয় সেই নীতিতেই সেগুলো পাকিস্তানের

আল্লামা ইবনে হযম বলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিবসে يذبح كل ذلك فى اليوم السابع من الولادة ولا পশু যবাহ করিতে হইবে ইহার পূর্বে নহে।— يجزئ قبل اليوم السابع اصلا মুহাল্লা (৭) ৫২৩ পৃষ্ঠা।

পক্ষান্তরে, বয়হকী রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, قال العقيقة تذبح لسبع সপ্তম দিবসে, চতুর্দশ ولاربع عشرة ولا حدى وعشرين দিবসে এবং একবিংশ দিবসে আকীকা প্রদান করা যাইবে।—নয়ল (৫) ১১৩ পৃষ্ঠা।

ইমাম মালেক বলেন, ইহার পর আকীকার আর সময় থাকেনা।—আলমুন্তাকা লিল বাজী (৩) ১০২ পৃষ্ঠা।

কিন্তু উল্লিখিত হাদীসের একমাত্র রাবী ইসমাঈল বিন মুসলিম যয়ীফ এবং এককভাবে তিনি ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

ইমাম রাফেয়ী বলিয়াছেন, যদি কেহ পুরুষত্ব প্রাপ্তির পর নিজের আকীকা ان اراد ان يعق عن نفسه فعل নিজে করিতে ইচ্ছা করে তবে সে করিতে পারিবে কিন্তু অপরের পক্ষ হইতে পারিবেনা। ফত্হ (৯) ৪৭১ পৃঃ; নয়ল ১১৫ পৃষ্ঠা।

আমাদের মতে সপ্তম দিবসেই আকীকা করা সুন্নত ও আফযল। যথাসাধ্য বিলম্ব না করাই ভাল। সপ্তম দিবসে আকীকার পশু যবাহ করিবে এবং সন্তানের মস্তক মুড়াইয়া চুল পরিমাণ চাঁদি অথবা স্বর্ণ ছদ্কা করিয়া দিবে। যদি বিশেষ কোন কারণ বশতঃ বিলম্বিত হইয়া যায় তবে না করার চাইতে করিয়া ফেলাই ভাল। সপ্তম দিবসের পূর্বে সন্তান মৃত্যুবরণ করিলে তাহার আকীকা করা সম্পর্কে কোন সঠিক প্রমাণ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আর যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রাপ্য ছিল। কিন্তু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের ভারত-প্রীতি আর র‍্যাডক্লীফের দুর্নীতির ফলে পাকিস্তান অন্যায়ভাবে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। এর পর যেসব দেশীয় রাজ্য পাকিস্তানে যুক্তিসঙ্গত কারণে যোগদান করেছিল বা করতে চেয়েছিল তন্মধ্যে হায়দরাবাদ, জুনাগড়, মানভাদার প্রভৃতি রাজ্য হিন্দুস্থান অন্যায় ভাবে জোর খাটিয়ে দখল করে নেয়। বাকী থাকে পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিপুল মুসলিম অধ্যুষিত ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর। ভারত "জোর যার মুল্লুক তার" নীতিতে তার অধিকাংশের উপর কৌশলে জবর দখল প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। বিগত তের চৌদ্দ বৎসর পূর্বে জাতিসঙ্ঘের নিকট কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নিয়ে গণভোটের ব্যবস্থায় রাজী হয়েও ভারত নানারূপ টালবাহানায় তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে অস্বীকার করে বসেছে। শুধু তাই নয়, গোটা কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে মতলব হাছিলের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

ভারতের অসহায় নিরপরাধ মুসলমানদের উপর এক-দিকে সে মাঝে মাঝেই পরোক্ষভাবে গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিয়ে ব্যাপক নিধন যজ্ঞ, সম্পত্তি ধ্বংস ও অমানুষিক অত্যাচারে তাদিগকে ত্রাসিত করে তুলছে, অপর দিকে অনধিকার প্রবেশের মিথ্যা অজুহাতে হাজার হাজার স্থায়ী বাসেন্দাদের শুধু মুসলিম হওয়ার অপরাধে গরু মহিষের মত খেদিয়ে সীমান্তের এ পারে ঠেলে দিচ্ছে।

পাশ্চিম পাকিস্তানের নদীসমূহের উৎস এবং গোড়া ভারত সীমানায় থাকায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের নদীসমূহের অধিকাংশ ভারতীয় এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় পাকিস্তানে প্রয়োজনীয় পানি প্রবাহ বন্ধ করে এদেশের বিভিন্ন এলাকাকে মরুভূমিতে পরিণত করে অধিবাসীদিগকে ভাতে মারবার ষড়যন্ত্রও সে পাকিয়েছে। এর পর পাক সীমান্ত বরাবর ভারত তাহার সমর শক্তির ৮০।৮৫ ভাগ 'যুদ্ধংদেহী' অবস্থায় মুতায়েন রেখেছে। অপর দেশ কর্তৃক আক্রান্ত এবং পরাজিত ও অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও সে একটি সৈন্য কিম্বা একটি অস্ত্রও সেখান থেকে তার বিপন্ন এলাকায় প্রেরণ করে নাই। পাকিস্তানের সীমা লঙ্ঘণ করে উহার শক্তি-গর্বী সেনাদল পাকি-স্তানীদের উপর বহুবার গুলী বর্ষণ করেছে, গরু বাছুর ছিনিয়ে নিয়েছে এবং অধিবাসীদের উপর নির্মম-অত্যাচার চালিয়েছে।

মোটের উপর পাকিস্তানকে দুর্বল ভেবে ভারত তার সাম্রাজ্য ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য তার সাধ্যে যা কুলিয়েছে সব কিছুই করেছে—পাকিস্তানের অস্তিত্ব সে কোন দিনই খুশী মনে গ্রহণ করতে পারে নাই। এ পর্য্যন্ত ভারত সরাসরি পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করার মত শক্তি ও সাহস অর্জন করতে পারে নাই কিন্তু পাকিস্তানকে দুর্বলতর এবং হিন্দুস্তানকে সবল-তর করার সর্বপ্রকার সাধ্য সাধনায় সে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। সুযোগ পেলে আর সুবিধা মনে করলে পাকিস্তানের উপর আক্রমণ চালিয়ে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতেও যে ভারত চেষ্টার ত্রুটী করবে না এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

কিন্তু অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস এই যে, এধরণের কোন আক্রমণ পরিচালনার পূর্বেই ভারত নিজেই তার চাইতে বৃহত্তর দেশ ও শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এসংঘর্ষ বর্তমান মুহূর্তে বিশ্ব রাজনীতির সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচ্য বস্তু। কারণ এ সংঘর্ষের সঙ্গে নিছক সীমান্তের প্রশ্নই জড়িত নয়—এর সুদূর প্রসারী ফল বিশ্ব শান্তিকে বিপন্ন এবং বিশ্ব সমরের অগ্নি প্রজ্জলিত করে তুলতে পারে। বৃটেনের বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক চিন্তাবিদ বার্টেণ্ড রাসেল এবং বহু রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ এরূপ আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তি কর্তৃক বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সম্ভার সরবরাহ, যুদ্ধবিরতির পর আরও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ যাচাই এবং আমেরিকা ও বৃটেনের যুদ্ধ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক যুদ্ধ এলাকার পশ্চাদ্ভূমি পরিদর্শন ব্যাপকতর ভাবে যুদ্ধ পুনরারম্ভের আশঙ্কাকে ঘনীভূত করে তুলেছে। আমেরিকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, ভারতকে সাহায্য দানের

www.ahlehadeethbd.org

গোপন চুক্তি এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশসমূহের মতিগতি আজ পাকিস্তানকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। সংঘর্ষ স্থগিত রইলেও আবার ভীষণতম আকারে শুরু হতে পারে।

সংঘর্ষের পটভূমি ঃ

সুতরাং স্থগিত সংঘর্ষের পটভূমি এবং বর্তমান অবস্থা আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

চীনাদের দাবী এই যে, চীন ভারত সীমান্ত কোন কালেই সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নাই। আজ যে এলাকা নিয়ে ভারত ও চীনের ভিতর বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে তা কস্মিনকালে না ছিল ভারতের, না চীনের, এ সব ছিল তিব্বতের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে সংযুক্ত অথবা এমন সব পার্বত্য অধিবাসীদের দ্বারা অধ্যুষিত যারা তিব্বতী না হলেও তাদেরই সমগোত্রীয়।

হিন্দু-শাসন ও মুসলমানদের বাদশাহী আমলে এ এলাকায় ভারতের সীমান্ত পাবিব্যাপ্ত হয় নাই। এমন কি বৃটিশ আমলেও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এ এলাকা ভারতের অংশ বলে দাবী করা হয় নাই। কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃটিশ এ অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং ভারত রক্ষার সামরিক গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করে এ এলাকার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দাবী করে বসে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের চৈনিক বিপ্লব, তিব্বতে চীনাদের শিথিল কর্তৃত্ব এবং তিব্বতে আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের সুযোগে বৃটিশ "ম্যাকমোহন লাইন" পর্যন্ত দাবী করে বসে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিটিশ ভারত এবং চীনের অধীনস্থ তিব্বতের রাজ কর্মচারীদের সঙ্গে "বুঝা পড়ার" ফলে তথা কথিত "ম্যাকমোহন লাইনকে" ভারতের উত্তর পূর্ব এলাকার সীমা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু এসম্পর্কে চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা করা হয় না। তাই চীন এই একতরফা সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে।

চীন অপেক্ষা তদানীন্তন ভারত সরকার এবং স্বাধীন নেহরু সরকার তিব্বতের লামার উপর অধিক প্রভাব বিস্তার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু চীন কর্তৃক তিব্বতে অনুপ্রবেশ এবং দালায় লামার পলায়নের পর অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। চীনারা দালায় লামাকে ধরার চেষ্টায় "ম্যাকমোহন লাইন" পর্যন্ত চলে আসে। তখন থেকেই চীন সামরিক রক্ষা ব্যবস্থার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—ভারতের সহিত প্রকৃত সীমান্তের বিবাদ মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

চীনের অভিযোগ এই যে, ব্রিটিশ ভারত চীনের অন্তর্ভুক্ত তিব্বতের সর্বমোট ১২৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার স্থান অন্যায় ভাবে দখল করে নেয়। ভারতের পুরাতন ভৌগলিক মানচিত্রে এই চৈনিক অভিযোগে সমর্থন মিলে। বস্তুতঃ ১৯৩৬ সালের পূর্বে ভারতের কোন ম্যাপে তথাকথিত "ম্যাকমোহন লাইনের" কোন অস্তিত্ব নেই। ভারতের সরকারী ম্যাপে উহা ১৯৫৪ সালে প্রথম প্রদর্শিত হয়।

এ সম্পর্কে আরও বক্তব্য এই যে, ১৯১৪ সালের ভারত-তিব্বত সন্ধির পরেও তথাকথিত "ম্যাক মোহন লাইনের" দক্ষিণে বিস্তীর্ণ এলাকা তিব্বত কর্তৃক শাসিত হয়ে আসছে। ১৯৪০ সালের পর ভারত সরকার তিব্বত এলাকায় প্রবেশ করে। তবু তারা আসাম সীমান্তের বাইরে ৫ হাজার বর্গ মাইলের বেশী দখলে আনতে পারে নাই। কিন্তু এখন হিন্দুস্থান সরকার ৩৫,০০০ বর্গ মাইল স্থানের উপর দাবী জ্ঞাপন করছে।

হিন্দুস্থান তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের এক বিরাট সশস্ত্র বাহিনী তিব্বত এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে। ১৯৫১ সালে যখন কোরিয়ার যুদ্ধে চীন সরকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোরিয়াকে সাহায্য দানে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় ভারতের সামরিক অভিযান তথাকথিত "ম্যাকমোহন লাইনের" দিকে অগ্রসর হয়। চীন কোরীয় সন্ধির পর ভারত সরকারের নিকট পুনঃ পুনঃ চীন-ভারত সীমান্ত পাকাপাকী ভাবে ঠিক করে ফেলার জন্য দাবী জানিয়ে আসছে। চীন ভারতকে বুঝাবার চেষ্টা করছে যে, তিব্বত চীনের অধীনস্থ একটি পার্বত্য রাজ্য—এ রাজ্যের এমন অনেক স্থান ভারত দখল করে নিয়েছে যার অধিবাসীবৃন্দ ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি—কোন দিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিয়েই ভারতীয় নয়—এরা কৃষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে এবং রাজনৈতিকভাবে আংশিকরূপে তিব্বতের সহিত সম্পর্কিত। সুতরাং এ এলাকা তিব্বতেরই অংশ।

কিন্তু ভারত এ দাবী মেনে নিতে রাজি নয়। তার কারণ আর কিছু নয়। কারণ হচ্ছে এ দাবী মেনে নিলে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে আসাম সীমান্তের অতি নিকটে চৈনিক সৈন্যের উপস্থিতি আসামের সমতল ভূমি তথা ভারতের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। এ হবে ভারত সরকারের পক্ষে—এক বছর দুবছরের জন্য নয়, শত শত বৎসরের জন্য ঘোরতর বিপদ ও শিরঃপীড়ার কারণ।

চীনের শান্তি প্রস্তাব পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৯৫৯ সালে আগষ্ট এবং অক্টোবরে চীন ও ভারতীয় বাহিনীর ভিতর দু দুটো বৃহৎ সীমান্ত সংঘর্ষ ঘটে। ১৯৬১ সালের বসন্তকালে ভারতীয় যান্ত্রিক বাহিনী তথাকথিত "ম্যাকমোহন লাইন" অতিক্রম করে পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় তিব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। শুধু তায় নয়, তারা বিবাদমান এলাকায় ২ ডজনের অধিক ঘাটি নির্মাণ করে ফেলে। গত জুলাই মাসে তারা সিঙ্কিয়াংএ গালওয়ান নদীর উর্ধাংশে এবং চিপচাপ উপত্যকায় পৌঁছে যায়। পূর্ব সীমান্তে তারা আরও দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। বাধ্য হয়ে চীনকে সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। ফল দাড়ায় এই যে, অধিকতর দক্ষ চীনা বাহিনী অল্প কয়েক দিনের ভিতর পূর্ব সীমান্তে বিপুল এলাকা বিদ্যুৎ গতিতে দখল করে নিয়ে একেবারে আসামের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হয়। আসামের সীমান্ত শহর তেজপুরের পতন আসন্ন বলে মনে হয়। আতঙ্কে দলে দলে ভারতীয় নাগরিক ও কর্মচারীবৃন্দ শহর ত্যাগ করতে শুরু করে। কিন্তু দুনিয়াকে চমৎকৃত করে চীন অকস্মাৎ যুদ্ধ বন্ধ করে দেয় এবং পুনরায় শান্তি প্রস্তাব পেশ করে।

গতি ও পরিণতি কোথায়?

মিঃ নেহরু এইরূপ বেদম মার ও চরম আঘাত খাওয়ার পর হয়ত চীনা শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন কিন্তু বাঁধ সাধছে আমেরিকা ও বৃটেন। বিপুল অস্ত্রসম্ভার ও অর্থ সাহায্য গ্রহণের পর তাদের পরামর্শ গ্রহণ না করে হয়ত তার উপায়ন্তর নেই। আমেরিকা ও বৃটেনের সমর বিশেষজ্ঞগণ কম্যুনিজমের প্রতিরোধের জন্য আরও সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ এবং সম্ভবতঃ যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রস্তুত ও প্রকাশ্য যুদ্ধে যোগদানের সম্ভাব্যতা পরীক্ষার জন্য যুদ্ধ এলাকা পরিদর্শন করে এসেছেন। রাশিয়া নানা কারণে এখনও চুপ করে আছে তবে চীনের অনুরোধে ভারতকে আধুনিক জঙ্গী বিমান সরবরাহ স্থগিত রেখেছে। আমেরিকা ও বৃটেন ভারতের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়লে চীনের সহিত রাশিয়ার কম্যুনিজমের ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ে যতই মতভেদ থাকুক শেষ পর্যন্ত নির্লিপ্ত থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। উপরোক্ত অবস্থায় রাশিয়া চীনের সঙ্গে যোগদিয়ে বসলে এ যুদ্ধ যে ভয়াবহ বিশ্ব সমরে পরিণত হবেনা কে বলতে পারে?

পাকিস্তানের আশঙ্কা ও ইতিকর্তব্য

পরিস্থিতির এই গতি পাকিস্তানকে উভয় দিকেই ভাবিয়ে তুলেছে। যুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করলে তার আত্মরক্ষার প্রশ্ন দেখা দিবে। আর তা না বাড়লেও গুরুতর ভাবনার বিষয় রয়েছে। আমেরিকা পাকিস্তানের 'বিশ্বস্ত মিত্র' এবং উভয় দেশ সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ। পাকিস্তানকে বিন্দু বিসর্গ না জানিয়ে আমেরিকা হিন্দুস্থানকে অপরিমিত অস্ত্র সাহায্য করছে এবং এ সাহায্য এক 'গোপন' চুক্তি বলে দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধ বাধলে সুযোগমত, আর না বাধলে যে কোন সময় ভারত ঐ সব অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে। তাই পাকিস্তান উক্ত সামরিক সাহায্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে আর বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। আমেরিকা ও বৃটেনের মনোভাব ও আচরণ পাকিস্তানীদের মনকে তাদের বিরুদ্ধে বিষয়ে তুলেছে। তাই আমেরিকার বন্ধুত্ব পরিহার ক'রে নূতন বন্ধুর তল্লাসের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও পরিষদের বিরোধী দল থেকে দাবী উঠেছে।

কিন্তু এ বিষয়েও চিন্তা এবং ভাবনার অনেক দিক রয়েছে। উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় নয়, সবদিক গভীর ভাবে ধীর স্থির ভাবে ভেবে চিন্তে এই সঙ্কট মুহূর্তে আমাদের সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

www.ahlehadeethbd.org